পালা জারীগান

সম্পাদনা
সামীয়ুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৭৮
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

বা/এ ১৫৬৬

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৫০০

পাণ্ডুলিপি ঃ ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ কাজী হাসান হাবিব

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতগুলোর মধ্যে জারীগান একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত। এই সঙ্গীত সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী প্রচলিত। এটি উভয় বঙ্গেই ব্যাপকভাবে গাওয়া হয়। 'সচরাচর মুহররম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ নর্তন-কুর্দন সহযোগে কারবালা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিষাদান্ত অংশ অবলম্বনে যে গীত গাহিয়া থাকে, তাহাকে জারীগান বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, বাংলার জারীগান পাক-ভারতীয় শিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমানের মর্সীয়া গানের প্রতিরূপ। বস্তুতঃপক্ষে মুহররমের মর্মস্পর্শী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ফারসী ও উর্দু ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও যে সাহিত্য করুণ ভাব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, জারীগান তাহারই এক বিশিষ্ট রূপ।

জারীগানের বিষয়বস্তু কারবালার লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক দুঃখ বৃত্তান্ত একাধারে বীররস ও করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিশাল মরু প্রান্তরে শত্রু সৈন্যের অবরোধের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুর তৃষ্ণা নিবারণের যে আর্তি এ গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তা অন্যত্র দুর্লভ। করুণ রসের সাথে বীর রসের সমাবেশে এমন সুন্দর কনট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সত্যি কথা বলতে কি সমগ্র লোকসঙ্গীতের মধ্যে যদি পৌরুষের কোন স্পর্শ থেকে থাকে তবে তা জারীগানেই আছে।'

কারবালার এই করুণ ঘটনাটি ৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম সংঘটিত হয়। তাই ১০ই মুহররম এত বিখ্যাত। এ দিনটিকে আশুরা বলা হয়। এ ছাড়াও এ দিনটির আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্ এই ১০ই মুহররমেই দুনিয়া সৃষ্টি করেন। দুনিয়াতে এ দিন প্রথম বৃষ্টিপাত হয়। আল্লাহ্ দুনিয়াতে প্রথম রহমত নাজিল করেন এ দিনেই। হজরত আদম (আঃ) এর তওবা এই দিন কবুল হয়। এই দিনে হজরত নূহ (আঃ) বন্যা থেকে মুক্তি পান আর অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হয়। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি পান। হজরত মুসা (আঃ) আল্লার সাথে কথা বলেন ও আসমানী কিতাব তাওরাত লাভ করেন। এই দিন ফেরাউন দলবলসহ নীলনদে ডুবে মরে। হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর সাথে হজরত ইউসুফ (আঃ) এর পুনর্মিলন ঘটে। হজরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। হজরত দাউদ (আঃ) এর গোনাহ্ মাফ হয়। হজরত ইসা (আঃ) কে আসমানে তুলে নেয়া হয়।

হজরত মুহাম্মদ (স: আ:) এর কাছে ওহী নিয়ে জিব্রাইল (আ:)-এর আগমন; সবই এই দিনে ঘটেছিল। তাই এ দিনটি অনেক মর্যাদাবান[৩]।

"বাংলাদেশে জারীগানের উৎপত্তি কোন সময় হইতে হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্তমান জারীগানের প্রথম প্রচলন হইবার কোন মুখ্য বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও গৌণ বা পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। আমরা জানি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ রচিত 'জয়নবের চৌতিশা' নামক একখানি বাংলা মর্সীয়া জাতীয় কাব্য রচিত হয়। যতদূর মনে হয় এই সময়ে 'জয়নবের চৌতিশা' এবং অজ্ঞাতনামা কবিদের রচিত 'সখিনার চৌতিশা,' 'সখিনার বিলাপ', 'জয়নবের বিলাপ' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলো মুহররম মাসে মধ্যযুগের পাঁচালীর ঢংয়ে আসরে গাওয়া হইত। ইহার পরবর্তীকালে রচিত মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কবি হামিদের 'সংগ্রাম হুসন' এবং হায়াৎ মাহ্মুদের 'জঙ্গনামা' কাব্য যে পাঁচালীর ঢংয়ে লিখিত হইয়া জারীরূপে তৎকালে আসরে গীত হইত, কবিগণের উল্লিখিত 'ধুয়া', 'ঘোষা', 'রাগ-রাগিণী' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে তাহা নিশ্চিতরূপেই জানা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই সমস্ত কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা জারীগানের কতকগুলো পালার নাম দিয়াছিল 'ইমামচুরি' 'শহীদের কারবালা' 'সখিনার বিবাহ' 'সখিনার বিলাপ' 'মুসলিম বধ' 'জয়নাল উদ্ধার'। জারীর এই পালাগুলি বর্তমান কালেও পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে প্রচলিত। সুতরাং বাংলাদেশে জারীগানের উৎপত্তি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে হইয়াছে পরোক্ষ প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়[৪]।

জারীগান সাধারণতঃ মুহররম মাসে গাওয়া হয়। এই সময়ে পল্লীর যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া যায়। মুহররমের শুরুতেই তাহারা দল গঠন করে এবং গ্রামের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নকল দরগাহ্ তৈরী করিয়া মুহররমের জারী গাহিবার উদ্দেশ্যে অনেক গ্রামে বিবি ফাতেমার কৃত্রিম স্থায়ী দরগাহ্ তৈরী করিতে দেখা যায়। এই দরগাহ্‌র নাম 'বিবি ছায়াবাণীর দরগাহ্'।"[৫]

জারীগান ঠিকমত গাইবার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে জারীর দল গঠন করতো। এই জাইরাল দল সকাল থেকে রাত্রি দুপুর নাগাদ বাড়ি বাড়ি ঘুরে জারীগান গেয়ে বেড়াতো। জারীগানে

জাইরালেরা ঢোল, খোল, জুরি, কর্তাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতো। অবস্থাপন্ন লোকেরা এই মুহররমের সময় ডা বা তাজিয়া দিত। এই ডা হতো মাটি থেকে ষাট সত্তর হাত লম্বা। ডা-এর ভিতর দিয়ে মই থাকতো। সেই মই দিয়ে ডায়ের মাথায় উঠা যেতো। বাইরের খোপে খোঁপে বিভিন্ন ধরনের ছবি আটকানো থাকতো। ডা টি বিভিন্ন প্রকার কারুকার্যে মণ্ডিত হতো। যা দেখে মানুষের চোখ ঝলসে যেতো, বুক আনন্দে ভরে উঠতো। সন্ধ্যার সময় ভিতরের মই দিয়ে ডায়ের মাথায় চড়ে যখন সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালতো তখন সেই প্রদীপ বহু দূর দূর গ্রাম থেকেও দেখা যেতো। সর্বক্ষণ ডায়ের চতুস্পার্শে মেলা বসতো এবং মুহররমের দীর্ঘ দশ দিনব্যাপী সেই ডায়ের নিকট ছোকরা নাচা গান হতো।[৬]

জারীগান কাহিনীমূলক গান। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা জারীগান, যা মুখে মুখে ফিরছে, যা গান হয়েও কাহিনী বর্ণনা করে এবং যার আঙ্গিক কবিতার অবয়বে বা ঢং-এ বাঁধা, সেগুলোকে Ballad বা গীতিকা বলতে হয়। শুধু জারীগান কেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু কবির কাব্য যা গানের আকারে লেখা এবং যার মধ্যে কাহিনীই একমাত্র বিষয়বস্তু, সেগুলোও Ballad বা গীতিকা হয়ে দাঁড়ায়[৭]। এসম্পর্কে গোরডন হল গারউন্ড এর নিম্নের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'Defined in simplest terms, the ballad is a folk-song that tells a story. Whatever may be added to this statement is by way of amplification, to explain and clarify merely, since the whole truth of the matter is in it. What we have come to call a ballad is always learned from the lips of others rather than by reading.[৮]

জারীগান যদিও কারবালার করুণ কাহিনীর উপর সর্বপ্রথম রচিত হতে দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই জারীগান শুধু কারবালার করুণ কাহিনীর উপর সীমাবদ্ধ থাকেনি। যুগচেতনার সাথে সাথে এর আঙ্গিক ও কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনায় এই জারীগানের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এর থেকে পীরপয়গম্বর, সাধু-দরবেশদের কথাও বাদ পড়েনি। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই জারীগানের বিষয়-বস্তু আজ সমস্ত দেশ ও জাতির কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত।

নিম্নে এই সংকলনভুক্ত জারীগানগুলোর কাহিনী সংক্ষেপ দেয়া হলো। এ থেকেই জারীগানগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

কাহিনী সংক্ষেপ

১। কারবালার পালা জারী গান ঃ হজরত আলী (রাঃ) মাবিয়াকে দামেস্কের বাদশা নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তির পর থেকে মাবিয়া উক্ত রাজ্য পরিচালনা করেন এবং যথারীতি মদিনাতে খাজনা–পত্র প্রেরণ করেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ দামেস্কের বাদশা হন ও মদিনার খাজনা-পত্র বন্ধ করেন। বাধ্য হয়ে ইমাম হাসান-হোসেন ইয়াজিদের কাছে খাজনা তলব করে দূত প্রেরণ করেন। এতে ইয়াজিদ ইমাম হাসান হোসেনের উপর রুষ্ট হন ও তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এই ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি ইমাম হাসানকে বিষ পানে হত্যা করেন ও ইমাম হোসেনকে আবদুল্লা জিয়াদ কর্তৃক কুফায় আমন্ত্রণ করেন। ইমাম হোসেন আবদুল্লা জিয়াদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পরিবার পরিজনসহ কুফার পথে রওয়ানা দেন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় কুফার পথ ভুলে তিনি কারবালায় গিয়ে উপস্থিত হন। ইয়াজিদ ফোরাত নদী অবরুদ্ধ করে রাখে। হোসেন পরিবারকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে দেয় না। বাধ্য হয়ে অবরুদ্ধ ফোরাত নদী উদ্ধারের জন্য ইমাম হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ও শাহাদাত বরণ করেন। এই যে মর্মান্তিক কাহিনী, এই কাহিনী অবলম্বনে 'কারবালার পালা জারী গান'টি রচিত।

২। হোসেন শহীদের পালা জারী ঃ কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে একে একে সবাই শহীদ হলেন। অতঃপর ইমাম হোসেন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে অবরুদ্ধ ফোরাত নদী শত্রু কবল থেকে মুক্ত করলেন। এরপর তিনি পানি পানের উদ্দেশ্যে ফোরাত নদীতে নামলেন। পরিবার পরিজনদের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি পানি পান করতে পারলেন না। হাতের পানি ফেলে দিয়ে তীরে উঠে এলেন। এই সুযোগে ইয়াজিদের পলায়নপর সৈন্যরা জোট বেঁধে তাকে ঘিরে ফেলে ও তাঁর অঙ্গে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে। বিষাক্ত তীরের আঘাতে ইমাম হোসেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর পাপী সীমার এসে তাঁর শির দ্বিখণ্ডিত করে। এই কাহিনীটিই ফুটে উঠেছে 'হোসেন শহীদের পালা জারী' গানে।

৩। খতনামার পালাজারী গান : খতনামার পালাজারীটির ভেতর দিয়ে জয়নালের 'খত' কাসেদ কিভাবে আবু হানিফার নিকটে নিয়ে যায়, তারই চমকপ্রদ কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে।

৪। নমরূদ বাদশার পালাজারী : বাবুল শহরের নমরূদ বাদশাহ্ ভূত-পূজক বলেই মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। তাই তিনি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু খোদার কুদরতে এই অগ্নিকুণ্ড একটি ফুল বগিচায় পরিণত হয় ও সেখানে নমরূদ বাদশার মেয়ের সঙ্গে খলিলুল্লার মিলন ঘটে। এরপর নমরূদ বাদশাহ্ খলিলুল্লার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা ইব্রাহিম খলিল্‌ল্লার সাহায্যের জন্য লক্ষ লক্ষ মশা প্রেরণ করেন। এই মশার দংশনে নমরূদের সমস্ত সৈন্য নিহত হয়। পরিশেষে এই মশার দংশনেই নমরূদ বাদশাহ্ মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেন।

৫। আদমের জারী গান : আল্লাহ্‌তালা কি কারণে আদম সৃষ্টি করলেন, শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তালার কাছে কি আর্জি পেশ করল ও আল্লাহ্‌তালা কি ভাবে আদম হাওয়াকে বেহেস্ত থেকে বের করলেন, এই হলো জারীগানটির বিষয়বস্তু।

৬। চাচা-ভাতিজার জংগ : কারবালার যুদ্ধে হোসেন পরিবারের সবাই শাহাদাত বরণ করলে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে যাবার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। মা জয়নালকে কাছ ছাড়া করতে রাজী না হলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী হতে হয়। অতঃপর জয়নাল দুল দুল ঘোড়ায় সোওয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। এদিকে জয়নালের খত পেয়ে আবু হানিফাও কারবালায় এসে পৌঁছে। চাচা-ভাতিজা উভয়েই উভয়ের কাছে অপরিচিত। সুতরাং বিপক্ষ মনে করে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জয়নাল পরাজিত হয় ও হানিফার নাম ধরে কেঁদে উঠে। ফলে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটে।

৭। বড় এমামের জারী : বড় এমাম হজরত হাসান (রাঃ আঃ) বিষ-পানে মৃত্যুবরণ করলে জয়নাব, কদবানু, কাশেম, আবদুল্লাহ্, আবু ইউসুফ, তৈয়াব রহিম, আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ্ উমর ও ইমাম হোসেন ক্রন্দনের সুরে যে বিলাপ করেন, তাই হলো এ জারীগানটির বিষয়বস্তু। এ ছাড়া হজরত হাসান (রাঃ আঃ)-এর মৃত্যু সংবাদে ইয়াজিদের আনন্দ ও হীন ষড়যন্ত্র জারীগানে ব্যক্ত হয়েছে।

৮। মাদার মণির জারীগান : একদিন হজরত আলী (রাঃ) শিকারে গিয়ে ক্লান্ত হন ও একটি খেজুর গাছের গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বসেন। সেখানে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ও স্বপ্নে তার বীর্যপাত হয়। তার এই বীর্য একটি হরিণ খেয়ে ফেলে। অতঃপর হরিণটি তার গর্ভ থেকে একটি মাংস-পিণ্ড প্রসব করে। হজরত আলী (রাঃ) এই মাংসপিণ্ডটি মা ফাতেমাকে প্রদান করেন। মা ফাতেমা এই মাংসপিণ্ডটি যত্নসহকারে পরিচর্যা করেন। একদিন এর ভিতর থেকেই মাদার মণির জন্ম হয়। মাদার মণি একজন কামেল পীর ছিলেন। বাল্যকালে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে তিনি যে কামেলত্ব জাহির করেছিলেন, তা দেখে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই মাদার মণি কি ক'রে আজরাইলের নিকট থেকে এক বাদশার ছেলের রুহু কেড়ে নিয়ে তাঁকে জীবিত করেছিলেন, তাই জারীগানটিতে রূপ পেয়েছে।

৯। মুনছুরের জারী মুনছুর হাল্লাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাজী সাহেব তাকে গৃহে আনেন ও তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেন। মুনছুর পীরের নির্দেশ মোতাবেক কাজী সাহেবের মেয়ের বুকের দুধ খেতে চায়। কাজী সাহেব এতে রাজী হয়ে তার মেয়ে সহ মুনছুরকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখেন। এখানে মুনছুর সাধনা বলে কাজীর মেয়ের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম হয় সমসের পারবেজ। অত পর সে বড় হয়ে সবাইকে মুরিদ করে। এই আধ্যাত্মিক বিষয়টি মুনছুরের জারী-গানের বিষয়বস্তু।

১০। লক্ষমতির জারী : এই আধ্যাত্মিক জারীগানটির ভেতর দিয়ে মানুষের পাপ পুণ্যের কথা বিধৃত হয়েছে। রোজ হাসরের দিন আল্লা তার বান্দাগণের চুলচেরা বিচার করবেন। এই বিচারে সামান্য এক রতি পরিমাণ পুণ্য কম পড়লেও আল্লা তাকে রেহাই দেবেন না। জারীগানটির একটি চরনে আছে :

রোজ হাসরের দিন মাগো যে দিন হইবে
জরা জরা হিসাব সকলের দিতে হবে।
রতি মাশা কম হইলে ছাড়াছাড়ি নাই
এই মতি বিহনে ফেলবো দোজখের ঠাঁই।

১১। শাহজালালের জারী : হজরত শাহজালাল অকৃতদার ছিলেন। একদিন সেকেন্দার গাজী একজন রূপসী যুবতীকে সুসজ্জিত করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন ও বিয়ের প্রস্তাব করেন। হজরত শাহজালাল এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন : আমার প্রেম একমাত্র আল্লাহর জন্যই। একটি মনকে দু'জনের কাছে বিতরণ করলে কখনই খাঁটি প্রেম হয় না। বলাবাহুল্য যে, হজরত শাহজালাল একজন কামেল পীর ছিলেন। এই জারীগানে তাঁর অলৌকিক ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়।

১২। শেখ ফরিদের জারী : শেখ ফরিদ নিজের হাত পা বেঁধে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় বার বছর সাধনা করেন। তাঁর ঈমান পরীক্ষার জন্য আল্লাতালা ফেরেস্তাকে কাকরূপে প্রেরণ করেন। কাক তাঁর কাছে শরীরের মাংস খেতে চায়। শেখ ফরিদ এতে রাজী হন। কিন্তু শেখ ফরিদের গায়ে মাংসের কোন চিহ্ন না থাকায় কাকরূপী ফেরেস্তা তার চক্ষু তুলে নিলে শেখ ফরিদ আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে সামান্য কিছু অবগত হন। অতঃপর শেখ ফরিদ বুয়ালী পীরের শিষ্য হয়ে পুনরায় বার বছর সাধনা করেন। এখানে তার বাকী চক্ষুটির উৎপাটিত হয়। অতঃপর তিনি কামেল পীরে পরিণত হন।

১৩। সাদ্দাদের জারীগান : সাদ্দাদ খোদার ওপর নাফরমানী করে পৃথিবীতে বেহেস্ত তৈরী করে। এই বেহেস্ত তৈরী করতে সে একজন ভিক্ষুকের গলার হার ছিনিয়ে নেয়। তার এই ফরিয়াদ খোদার দরবারে মঞ্জুর হয়। সাদ্দাদ বেহেস্তে ঢুকতে পারে না। বেহেস্তে ঢোকার পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করে।

১৪। সোলেমান নবীর জারী : সোলেমান নবীর জারীগানটির ভেতর দিয়ে আল্লাহতালা সোলেমান নবীকে যে বিশেষ কতকগুলো ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন তা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পশু-পাখি প্রভৃতির ভাষা বুঝতে পারতেন। দৈত্য-দানব, হুর-পরী তার অনুগত ছিল। ফলে এরা সাগরের বুক থেকে মনি-কাঞ্চন তুলে দিয়ে রাজ্য পরিচালনায় সোলেমান নবীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শেষ বয়সে সোলেমান নবীর একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় তিনি একটি মসজিদ তৈরী করেন। তিনি পৃথিবীতে এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন।

১৫। নবীর কলেমার জারী : হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পূর্বে কোথায় ও কার ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন এবং কিভাবে তিনি ধর্ম প্রচার করবেন, উল্লিখিত জারীগানটিতে তাই বিধৃত হয়েছে। এছাড়া

জন্মগ্রহণের পূর্বে তিনি যে দাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তারও ইংগিত রয়েছে এই জারীগানে।

১৬। রোস্তম সোহরাবের জারী : বীর হিসেবে রোস্তম পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি সিপাহশালার হিসেবে ইরানের কাউকাস বাদশার অধীনে চাকুরী করতেন। একদিন শিকার করতে গিয়ে তিনি সামন রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। অতঃপর উক্ত দেশের রাজকন্যা তাহমিনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এখানে স্ত্রী সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ ইরান ও তুরানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। সুতরাং রোস্তম স্ত্রী সান্নিধ্য ছেড়ে ইরান আসতে বাধ্য হন। ইরান আসার সময় তিনি একটি অক্ষয় কবজ তাহমিনার হাতে দিয়ে বলেন, পুত্র হলে এই অক্ষয় কবজটি তার হাতে বেঁদে দেবে। কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণের পর পুত্র হাত ছাড়া হওয়ার সম্ভাবনায় তাহমিনা খবর দেয় যে, তার গর্ভে একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। রোস্তম এই সংবাদে কিছুটা দুঃখ পান ও তখন থেকে তাহমিনার কাছে যাতায়াত বন্ধ করেন। এদিকে সোহরাব বড় হয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হন ও একদিন পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পথে বের হয়ে পড়েন। তুরানের রাজা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। একদিন ইরান ও তুরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। উভয়পক্ষের যোদ্ধা হিসেবে রুস্তম ও সোহরাবের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে সোহরাব পিতার হস্তে নিহত হয়।

১৭। জান চুরির জারী : এ জারীগানটির ভিতর দিয়ে মাদার মণির আলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। নেকতন বাদশাহ্ জীবিত হওয়ার কাহিনীটিই এই জারীগানের বিষয়বস্তু। (ঢাকায় এই জারীটি মাদার মণির জারী নামে অভিহিত এবং যশোরে এই জারীটি জান চুরির জারী নামে খ্যাত।

সামীয়ুল ইসলাম

১। গোলাম সাকলায়েন—বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য, পৃঃ ৪১৪। ২। সৈয়দ জিল্লুর রহমান – পূর্ব পাকিস্তানের লোক কৃষ্টি, পৃঃ ৬৮। ৩। নাসির নজিরী—আশুরার কথা (সপ্তডিঙা, ৪র্থ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯০) পৃঃ ৩১। ৪। গোলাম সাকলায়েন—বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য, পৃঃ ৪৪৪। ৫। জসীমউদ্দীন—জারীগান পৃঃ ৫। ৬। সামীয়ুল ইসলাম— উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭৯। ৭। ডক্টর মযহারুল ইসলাম—ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন পৃঃ ৩১৩। ৮। Gordon Hall gerould —The Ballad of Tradion (New york, 1957) P.

সিলেট

সিলেট জেলা থেকে কারবালার পালা-জারী ও হোসেন শহীদের পালা-জারীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর, গ্রাম—দরগাহ্‌পুর, ডাকঘর—বৃন্দাবনপুর, জেলা—সিলেট।

কারবালার পালা জারী

। বন্দনা ।

পূবেতে বন্দনা করি পূবে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা আর মদিনা
সেই দেশে জন্ম লইল মাই ফাতিমা ।।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালী পর্বত
এমন আর কোনা নাই আর আছে যত।
দক্ষিণে বন্দনা করি কইলাম দক্ষিনাল সাগর
সেইখানে সওদাগরী করতা আরবী সদাগর ।।
চারিদিকি বন্দনা করি থির করলাম মন
মাথা নয়াই জানাই ছালাম আল্লা নিরঞ্জন।
তার পাছে জানাই সালাম সভার পাই ও ভাই
গান গাওয়া বেবসা আমার গান গাইয়া যাই।
কত কথা হাছামিছা উস্তাদে হিখাইল
এসব শুনিয়া কেহ নাহি দিও গাইল।
গান গাইতে টান লাগে কথা লগর বারতা
দয়া গুণে ভুলচুক আমার মাফ করতা।
সবার সবানে আরবার জানাইয়া ছালাম
কারবালার কাহিনী আমি শুরু করিলাম ।।

পালা শুরু

মদিনার পাশ্‌শা আলী রসলের দামান
জোরে-বলে কেউ নাই তাহান সমান।
এক সের বল তান জানে সর্বজন
শেরে খোদা খিতাব তান বিদিত ভুবন।
আবু বক্কর উম্মর আর হজরত উছমান
তিন বাদে শাহা আলী হইল সুলতান।
মুছলমানের পাশ্‌শা হইলা বড় হুকুমদার
মুশরিকে মুগরিবে চলে উখুম তাহার।
বাঘে গরু এক ঘাটে নিরাই পানি খায়
হিংসা নিন্দা সব কিছু ভুলিয়া যে যায়।

বড় দয়াবান পাশ্‌শা হযলার নিঘাবান
গরীবের লাগি শাহা সদায় পেরেশান।
নিজে না খাইয়া খাওয়ায় ফকির মিছকিন
নমাজ রোজার পাবন্দ মছলমানী চিন্‌।

নবীর খান্দানী মানু কোরেশী শরীফ
তামাম দুনিয়ায় তান বহুত তারিফ।
তাহান ছাবলে দুই হাছন হুছন
মছলমানের ইমাম তারা বিদিত ভুবন।
রসলের নাতি দুই ভাই ফাতিমার ছিলর
বড় শান মান তারার দুনিয়ার উপর।

দামেস্ক শহরের পাশ্‌শা নামেতে মাবিয়া
আলিয়ে দিছিলা তারে পাশ্‌শা বানাইয়া।

আলীর তাবে তাইতা আছিলা মুদাম
বড় জবরদস্ত হুকমা আকল কুহাম।
সকলি তাহান বেশী নাম ধাম আছে
বছর বছর খাজনা দেইস আলিশার কাছে।

মাবিয়ার বেটা অইলা এজিদ নামেতে
জনম অইছিলা তান কিনা বান্দীর পেটেতে।
সেই কুলে জন্ম যার সেই রূপ ধরে
খাইয়া বাঘের দুধ হুয়া হুয়া করে।

বান্দীর পেটেতে জন্ম ভালা হইব কিলা
তার মাঝে বর্তিল তার মায়ের ছিল্‌ছিলা।
বান্দীর পেটে জনম লইলে দেব ধরম না থাকে
নিজের মান নায় বেশী কেমনে পরর মান রাখে।

বান্দীর পেটে অইলে ও পুয়া আর ছাবাল নাই
মাবিয়া বাদে এজিদ পাইলা দামেস্কর বাদশাই।
এজিদ বাশ্‌শা অইয়া তক্তে বওয়া বাদে
মদিনার বাশ্‌শায় দুষ্ট পালাইলো পরমাদে।

সে বলে আমি কি তারার থাকি কম
তারার খাজনা দিলে আমার না থাকে ভরম।
আইমলা পিয়ালা হকলে হুন করি দিলাম মানা
আইজ হনে বন করিলাম মদিনার খাজানা।

মদিনার পাশ্‌শা হয় হাছন হুছন
তারারে না খাজনা আমি না দিমু কখন।
দুষ্ট যেই নষ্ট মতি সব নষ্ট তার
ভালার সনে প্রভু তাহার না থাকে কারবার।

ফুলকলা বাদুরে খাইলে কলা অয় দুরু
আ মানুষে বিষয় পাইলে গর্দানা অয় পুরু।

বান্দীর পুতে পাইয়া বইছে দামেস্কর বাদশাই
শান ডিমাক বড় বেশী কেবল কেট নাই।

দুষ্ট দুর্মতি যত আছলা সেই দেশে
আসিয়া অইয়াছেন দলা একই মজলিসে।
দিন রাইত কুপরামিশ সুকুলেই দেয়
ভাল থইয়া মন্দ কথা সব সময় নেয়।
মনের গুমানে আর বদ পরামিশে
মদিনার তাবে না থাকার ছল্লা করলে অবশেষে।

আলীর উফাতের বাদে ইমাম দুই ভাই
মদিনার হুকমত পাইলা সবাকে জানাই।
হাছন হুছন দুই শাহা আলীর বেটা
পাশশা অওয়ায় দেশের মাঝে নাই কোন লেঠা।

যার জির নিয়ামত খায় খাজনা দেয়
সময়চিত আইয়া হকলে উপদেশ নেয়।
খুশী খুশালীতে তারা চালাইছইশ দেশ
কেবল এজিদ তারার না মানে উপদেশ।

খেলাফতি চিঠি-পত্র কত আইলো গেলো
একখানার জুয়াপও কিন্তু এজিদ না দিল।
শেষমাস লেখিলা চিঠি ইমাম দুই ভাই
সঠিক কহিবায় তুমি উদ্দেশ কেনো নাই।
মদিনার হুকমত নাহি মানো কিসের গুমানে?
খতের জুয়াপ সহ খাজনা পাঠাও মানে মানে।

চিঠি পাইয়া এজিদ বেটা খল্‌খলাইয়া হাসে
আমারে চিঠি তোমরা দিছো যেই আশে।
হাছিল না অইবো তোমরার সেই আশ
জন বাচচা মরিয়া তোমরা অইবায় সর্বনাশ।

না দিলো খতের জুয়াপ না দিলো খাজানা
ই-জাত খত না আনিতে কাছিদে কইলো মানা
কাছিদ ফিরিয়া আইলো মদিনার শহর
বিছরাইয়া কইলো আইয়া হককল খবর।

শুনিয়া এজিদ বার্তা গুম অইয়া রয়
দুই ভাই ইমাম কুনু কথা নাহি কয়।
নামাজের অক্তে গিয়া নবীর রওজাত
আল্লার দরগায় তারা করেন মোনাজাত।

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা না পাই দিশ্
কিওর লাগি বান্দীর বাচচা বানলো অত রিশ।
খায় খাজনা দিত মানিত উখুম
দেয়না খাজনা মানেনা কথা আরো করে তুখুম।

পানা করো মাবুদ আল্লা পানা চাই দরগাত
দুই হাত উঠাইয়া কই নানাজীর রওজাত।
ঝগড়া-ফসাদ আমরা ভালা নাহি পাই
খামোখা দরবার দেখো দিতেছে লাগাই।

এই ভাবে হররোজ রওজাত গিয়া
পানা মাংগৈন দুই ভাই কান্দিয়া কান্দিয়া।
আল্লার পাক কমারচাক বুঝন না যায়
লাগাইয়া মককর বান্দা বইয়া রং চায়।

বেইজ্জতরে ইজ্জত দেয় ইজ্জতে বেইজ্জত
যারে চায় তারে দেয় বাড়াইয়া হুকমত।
এইখানেও চালাইলা এই না মককর
নবীর বংশ বিনাশিতে লাগাইলা চককর।

খাজনা না পাইয়াও তারা ছবর করি
এজিদ নাফরমান কিন্তু রইলো খাপ ধরি।

নাশিতে নবীর বংশ পাইল সেবকাবু
গুনা আর যত অউক না ছাড়িবে তবু।

এজিদার মনে অত রিশ এরা নাহি জানে
কত করে চলো-চক্কর গোপনে গোপনে।
এ দুনিয়ার দুশমন ছাড়া কেউ নাই
ভাইর দুশমন ভাই অয় পাখীর দুশমন ঘাই।

মদিনা তনে দামেস্ক ছয় মাসের পথ
হনতনে চর পাঠাইয়া চালাইলো হেকমত।
ইমাম দুইজনে বেটা করিতে কাতল
হেকমত হুন্নর বউত চালাইলো সক্‌কল।

ইমাম দুইজনে থাকৈন নবীর রওজায়
রওজায় বইয়া তারা হুকুমত চালায়।
মনে মনে টের পায় মদিনার ভিতর
সাজিয়াছে বহুতজন এজিদার চর।

কোন ঘড়ি তারা রে পালাইবা বিপাকে
এই দইসতে দুই ভাই রওজার মাঝে থাকে।
নবীর রওজাত কেনে বাঙ্কের ভিতরে থাকলে
না পারবায় বাচিতে ডাইনের ছিতারা যদি বাওয়ে ছিলে।

ঈমাম ভাইর রাশিতে লেখিল গরদিশ
দিন রাইত এজিদে করে গোপন পরামিশ।
কেমনে করিতো কবজ দুই ভার জান
এরারে মারিতে পারলে দুনিয়া অয়রান।

মদিনার মাঝে আছিল এক যে কুটুনী
বড় হরিপ্‌বাজ বুড়ি নাম তাইর ময়মনী।
বড় হরিপবাজ তাই বড়ই বজ্জাত
কোমুকালে কুটুনীরে এজিদায় কইলো আত্‌।

ধন ভালা, ধন বুরা, ধন প্রাণের বৈরী
ধনে বেহেস্ত মিলে, ধনে দোজখ খরিদ করি।
ধনেতে দুনিয়ার ভালা খাইতে পিনতে মজা
ধনীলার হুকমত চলে ধনী দুনিয়ার রাজা।

ধন অইলে সব অয় যে জন নির্ধন
মান সম্মান নাই তার নাহিক উজন।
ধন অইলে করা যায় যিতা মনে চায়
ধনীলার মন পাইতে সক্কলেই চায়।

এই না ধনের দুয়ারা ময়মনা কুটনী
এজিদার ধন পাইয়া অইয়া গেল খুনী।
দিন রাইত ঘুরে বুড়ি মনের আন্দেশায়
বধিতে ইমাম দুই ভাই করে কি উপায়।

এক ধুরা অইয়া থাকে যেমন নিশাখুর
বধিতে ইমামে কুটনী বান্ধিয়াছে ধুর।
ধুর বান্ধিয়া কুটনী তালে তালে চলে
কোন্ দিননি কোন্ কালে সেব কাবু মিলে।

সেবকাবু পাইয়া যদি হাছিল করে কাম
এজিদে হারামী দিবে বউত্ ইনাম।
টেকা পইসা অইলে জানের আরাম অয়
পইসা দিয়া জানেরে বিপদ আনা যায়।

পইসা অইলে কি না অয় নেক আর বদ
এজিদে পইসা দিয়া মিটাইলো তাহদ।
যে যাহা করিতে চায় সে তাহা পারে
আইজ কাইল পরু কিবা কতুদিন পরে।

ময়না বুড়ি লাগছিল মারিতো ইমাম
অতদিনে মনে কয় পুরব মনস্কাম।

বড় ইমামের বিবি নামেতে জায়েদা
ময়মনা পাতিলে ভইনালা গিয়া সিধাসাধা ।

ইমামের আর এক বিবি নামেতে জয়নব
ইমামে ছব করৈন বেশী রূপের ছবর ।
এই না সুযোগ ধরি কুটনী ময়মনা
জায়দারে কয় শুনো ওগো দিদি মনা ।

আমি এক দাওয়া জানি একবার যদি কর
খাওয়ায় ইমামে নিয়া কেবল এতবার ।
সুয়াভাগ গুল্লির ন্যায় বড় আচানক
খাইলে ইমামে তোমায় ভালবাসিবা বরহক

কুটনীর কথা বিবি করিলা এক্বিন
কুটনীর গুল্লি রাখি খাওয়াইলা একদিন ।
যেই খাইল্লা গুল্লি সাহা হইলা বেহুস
এই মতে গেল জান না হইল হুস ।

এরে দেখি জায়দা করৈন হায় হায়
নিজে মারিলাম কুড়াল নিজের মাথায় ।
নিজের দুদিন আনলাম কুটনীর কথায়
দুনিয়া আন্ধাইর অইল কি করি উপায় ।

এইভাবে কান্দি কাটি সবে লইলা ঘর
হাছন মারিলা এবে হুছন একাশ্বর ।
একমার দুই ভাই আছিলা তাহারা
এখন মরিলা হাছন হুছন ভাই হারা ।

যেউতেউ দুই ভাই সেউতেউ দুই গাই
এক বিহনে অন্য খালি তার দোসর নাই ।
হাছনে মারিল যদি জহর পিলাইয়া
হুছনে মরিবার ফিকির করে বইয়া বইয়া ।

দিন রাইত ঘুম নাই এজিদার চউখে
মেরওয়া উজির ডাকি দিন দিন রুখে।
কি কামে রাখছি রে বেটা এত বেতন দিয়া
না পারিলায় দিতায় এক ফিকির বাতাইয়া।

খাইবার ধুন্দইল কেবল হাগবার যম্
পাইট্‌লা লাকান মুখ করো বেতন দিলে কম।
আইজ তনে এক মাসের দিলাম মালোত
বার করো হুছনতে মারিবার হেকমত।

এর মাঝে না পার যদি কইলাম ঠিক কথা
ঘাড়ের উপরে না থাকিবো একজনের মাথা।
যত আছো উজির নাজির বীরবল
আইম্‌লা পিয়ালা যতেক টেনটল।

হককুলর জন বাইচ্ছা সইতে মারিমু গর্দন
তারে বাদে নিজের আক্‌লে মারিমু হুছন।
উজির ডাকিয়া যদি এত কথা কইলা
শুনিয়া উজির নাজির মনে ভয় পাইলা।

হক্‌কল মিলিয়া করৈন ছল্লা পরামিশ
কেমনে মারিতা হুছন এই খালি দিস।
যে যাহা করিবার লাগি একদিশা অয়
এক দুই তিন বাদে এক রাহা মিলয়।

এজিদা উজির নাজির সকলে মিলিয়া
কুফার পাশ্বা জিয়াদরে চাপি ধরলা।
তোমার লগে হুছনের বড় মিলকাত
তুমি যদি রাখ ভাই আমার ইজ্জত।

আমার ইজ্জত কেনে আমরার জান
বাঁচাও বাঁচাও সাহা অইয়া মেহেরবান।

তুমি যদি মনে কর আমরা সবে বাঁচি
না হইলে নিজেই মরমু গলাত বান্ধি রছি।

শরম অনে মরম ভালা ইজ্জতের দায়
নিজে না মরিলে মারবো পাশ্বাএজিদায়।
সকলের মিনতি হুনি আবহুল্লা জিয়াদ
নিয়ত করিলা নবীর বংশ করিতা বরবাদ।

জিয়াদ পড়িলা যদি শয়তানের ছল্লায়
সককল মিলিয়া গিয়া কইলা এজিদায়।
এই ছল্লা করছি সাহেব শুন নামদার
আবহুল্লা জিয়াদ পাশ্বা শহর কুফার।
তান সনে হুছনের বড় লেট পেট্
বছ করছি তানে আমরা দিয়া বউত ভেট।

যেমনে পারৈন আনবা তাইন মদিনার বাহার
এবরাদে করিমু তেষ্ট সকলে আমরার।
একথা শুনিয়া এজিদ তিন আত উঠে ফুলে
বাশ্শাই খানা খাইলে লইয়া সককলে।

খানাপিনা সারিয়া খুশী মনে কয়
যত লাগে লোক লস্কর পাঠাইমু নিচ্চয়।
টেকা পইসা যত লাগে দিমু বেহিসাব
তেও তোমরা খেস্ত করো হুছনের দাব।

জিয়াদ রে দিমু যত লাগে ইনাম বখশিশ
বেতেমিজে করেনি এরে রাখিও দিশ
তারা কইলা জিয়াদে না করিব বেতেমিজ
আপনারে জিকাইয়া আমরা বউত সাব্বাশী দিছ।

কইছি কাম হাছিল করলে আপনে দিবা ইনাম
আমরা থাকমু হারি জীবন অইয়া গোলাম।

হুছনে বিশ্বাস করতা আবদুল্লা জিয়াদে
এবারও লেখিলা খত বড় সাধে সাধে ।

ভাই মোর মারা গেলা গজব ঘটিল
ডাইনের ছিতারা আমার বাউয়ে হালি গেল ।
দামেস্কর পাশ্বা বান্দী বাচচা বদখুর এজিদে
আমরার সনে লাগিয়াছে অইয়া বরা জিদে ।

ভাই সায়েবে মারিয়াছে পিলাইয়া জহর
আমি এখন একাশ্বর শুনছো খবর ।
দুনিয়ার যে দিকে আমি চউখ তুলে চাই
তুমি ছাড়া দুস্ত আমি দেখিতে না পাই ।

হয় তুমি চলি আস আমাদের ছান
নায় মোরে ডাকি নেও তোমার মুকান ।
একাশ্বর মদিনায় থাক্‌তে মন নাহি বয়
দিন রাইত লাগি আছে এজিদার ভয় ।

জিয়াদ পাইলা যদি হুছনের লেখা
পড়ি কইন মনে মনে ভাগ্যে দিছে দেখা ।
নিজের ইচ্ছায় আইবা আমার দোষ নাই
এজিদার লস্করে মারবো মাঝপথো পালাই ।

নিজের জরুলে আইবা পথো পড়ি মরবা
এর লাগি আমারে তাইন কিবা দোষ দিবা ।
মাঝ পথো হাছিল অইবো অইবো আমার কাম
দুনিয়াত না থাকিব আমার বদনাম ।

অত কথা মনে মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া
ইমামের চিঠির জুয়াপ দিলায়ে লিখিয়া ।
আমি তো হারি জীবন আপনার অধীন
আমার দানে অইতা পাবৈন না ভাবিলে ভিন ।

আমার ইনো থাকিলে যদি বিপদ আয়
পয়লা ঠেলা চলি যাইবো আমার মাথায় ।

আমি নাফিছ অধম সাহেব শুন মোর কথা
আপনার উপর বিপদ না অইবো কাণ্ডে থাকতে মাথা

এই লেখা মদিনায় যদি লেখিলা জিয়াদ
লেখা পাইয়া কুফাত যাইতে ইমাম কইলা সাধ।
দোস্ত আপনা আরি-পরি সকল লইয়া
নিয়ত করিলা থাইবা কুফায় চলিয়া।

এই ভাবিয়া ইমাম শাহা হইলা তাইয়ার
চলিয়া যাইতা সবে শহর কুফায়।
জিয়াদে লেখিলা খত আসিতেছি ভাই
একা জানি করিও কিছু বেপানার পানাই।

একথা বলায় হইল ইমানের ফতুরী
খালিছ ইমানের জোরে ঘটিল কুছরী।
জিয়াদের কাছে খত ছুছনে লেখিলা
ডাইনের ছিতারা তান্ বাউয়ে হালি গেলা।

জিয়াদের কাছে ইমাম পানা ভিক্ষা করে
আরশে থাকি ছাহেব আল্লা মালুম করে তাকে।
হায়াত মউত রিজেক তাল্লে মাবুদের হাতে
জিয়াদ বাচাইতা কভু না পারিবা কোন মতে।

যত আইলা যত গেলা দাব রাহচ কৈলা
তিন দিনের বাশ্শাই করি মাবুদোর আতো গেলা।
মাবুদে বাচাইলে কেউ না পারবা মারিতে
মাবুদে মারিলে না পারবা বঁাচাইতে।

ইমামের গরদিশ লেখা আছিল নছিবে
যার জির ভোগ দশা কেবা খণ্ডাইবে।
ইমাম রওনা অইলা কুফায় যাইতা
জিয়াদের সামনে গিয়া মনে শান্তি পাইতা।

না হইলে রওজায় আছলা পরম শান্তিতে
দুশমনে না পাইতো তা হলে কোন মতে ।
ভোগ দশা কপালেতে যার যাহা আছে
খণ্ডাইতে না পারছে কেউ কভু না খণ্ডিতে ।

হুছনা চলিয়া আরা শহর কুফাতে
জিয়াদে খবর দিলা এজিদে সাইক্ষাতে ।
কুফার শহয়ে আসিতেছেন হুছন ইমাম
অখন তোমরা কর তোমরার কাম ।

মদিনা ছাড়িয়া ইমাম চলিলে কুফায়
পথের মাঝেতে আসি তোমরা বসিবায় ।
সুযোগ বুঝিয়া তানে ধরিবায় লেপটিয়া
পারিলে পুরাইবায় সাধ পরানে বধিয়া ।

এ খবর কুফাতনে দাস্কেক পেঁাছিতে
এজিদের দল বল ভরিলা খুশীতে ।
নবীর রওজায় ছিল মান্যতা যোগায়
সেখানেতে নিয়া হামলা বালাইল না যায় ।

অখন বার অইয়া যিবলা আইলা আগনে
পা-ছাড়িয়া ধরমু তানে পাইমু সেখানে ।
সাজ-বাজ রোল পড়িল দামেস্ক শহরে
সাজিয়া আইল সবে হুলস্থুল করে ।

লাখে লাখে ফউজ সাজিলো নানা জাত
আত্তি ঘোড়ার ছওয়ার আর বরকন্দাজ ।
লেজা গুর্জ তরোয়াল ছুরি চাকু লইয়া
জেরাপবে গায়ে দিয়া পিঠে ঢাল বান্দিয়া ।

সাজিয়া চলিলা কত কাতারে কাতার
সারিবান্দি চললা যেমন পাল পিকড়ার ।

নিচিন্তে চলিছেন হুছন যাইতা কুফায়
মাঝ পথে বেন্দা দিলা সৈন্য এজিদার।

এর উপরে পথ হারাইল হুছন ইমাম
দিনোর মন্দ আইয়া পড়লো বিধি অইল বাম।
নিয়ত মনেতে শাহার যাইতা কুফায়
দিনর মন্দয় ঘুরাইয়া তানে নিল কারবলায়।

সেইখানে গিয়া শাহার ছুটি গেল ধন্দ
নিশ্চয় মরিবা অখন না রহিল সন্দ।
রাইত ফুয়াইতে দেখেন ফোরাতের কিনার
এজিদার সৈন্যসেনা কাতায়ে কাতার।

এমন ছুরতে রইছে পন্থ আগলিয়া
না পারবা আনিতে পানি ফোরাত নদী গিয়া।
দেখিয়া এসব হাল মনে লাগিল ভয়
এ বিপদে কোথায় নানা দ্বীনের পেগাম্বর।

আলীশাহা কই রইলা মা ফাতিমা
বান্দি বাচ্চার অইছে দেখ কত গরিমা।
খায় খাজনা করছে বন্ধ কিছু মাতি না
প্রাণের ভাই হাছন মাইল এও মাতলাম না।

হারাদিন ছুশমনী করে না জানি সে কেন
আমার লগে লাগিয়াছে হাপ নেউল যেন।
না মানে নিয়ায় নীতি না মানে কোরান
খোদারে না ডরায় পাপী এছা না ফরমান।

তখনে কুফায় যাইতে আগুলিল পথে
না জানি এখানে কিবা ঘটিতা মইয়ুত।
খারাপ নিশানী দেখে বন করছে পানি
বিপদ অইব বেশী মনে মনে গনি।

বেস্ত থাকি দোয়া কর ওগো নানাজী
বিপাকে পড়িয়াছি অখন তারে করমু কি।
এই না ভাবে ভাবা গুনায় আছিলা হুছন
শহরভানু বিবি আইসা বলিলা তহন।

দুধের তিকিলা যাদু বালক আছগর
পানি বিনা ফাটি যায় তাহার জিগর।
এক কাতরা পানি নাই কেউরেরিই জিমায়
এক কাতরা পানির লাগিয়া জিগর ফাটি যায়।

জলদি দাও ইমাম শাহা আন গিয়া পানি
না অইলে যাদুর আমার যাইতো পরানী।
কোলে লইয়া দুধের যাদু ইমাম চলিলা
এজিদার লসকর গিয়া পানি যে চাইলা।

চাহিতে না কেউ কিছু বলিলা বচন
খেচিয়া মারিলা তীর পড়িল যে গলে।
এর বাদে লাগি গেল মহা মহারণ
লউয়ে নদী বইয়া গেল কারবালার ভুবন।

এক এক করি মইলা আলীর বুনিয়াদ
যত মরইন তত পুরে এজিদার সাধ।
আব্বাছ আকবর ওয়াব সকল মরিলা
কাসিম মরিলা নয় বিয়ার দুলা।

বিয়ার পোশাকে কাসিম অইলা শহীদ
বান্দী বাচ্চা লাগছিল অত অইয়া বরজিদ।
সব শেষে ইমামশাহা শহীদ হইলা
নবীর বংশ এক কাতরা পানি না পাইলা।

কেবল রহিলা জয়নাল বংশের চেরাগ
নবীর বংশ মারি এজিদার বাড়িল দিমাগ।

জিয়াদের দেখা ইমাম জীবন থাকতে না পাইল
এরূপে কারবালার কাণ্ড শেষ অইয়া গেল ।

হুরপরি ফিরিছতায় লাশ করিল দফন
এজিদার হাতে বন্দী অইলা বিবিগণ ।
ইমামের শির লইয়া লাল্লতি সেমর
দৌড় দাপড়ে রওয়ানা দিলা দামেস্ক শহর ।

আবদুল্লা জিয়াদে পাইলা বহুত ইনাম
কারবলার হকল কথা অইল তামাম ।
কারবলার যত কথা কহিতে লাগে দুঃখ
শুনিলে সকল কথা ভুকিলার যায় ভুত ।

দুঃখেতে পরান জ্বলে হায় হায়
অধম কবিরে সবে দোয়া যে দিবায় ।

হোসেন শহীদের পালা জারী

। বন্দনা ।

হায় রে—

প্রথমে বন্দনা করি আল্লা ও রসুল
আল্লার পরতি দিলাম ছইজ্দা
নবীর লইলাম ধূল ।।
আল্লার কুদরতে পয়দা এ তিন ভুবন
নবীর খাতিরে হইয়া ইহার ছিরজ্জন ।।
তার পাছে বন্দনা করি পূব আর পছিম
পূবেতে উদয় ভানু পচছিমে তার সীম ।।
উত্তর দক্ষিণ বন্দি দু'নিয়ার চারিধার
উত্তরে হিমানী পর্বত দখিনে দরিয়ার নাই পার ।।
ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠি বাইয়া বাইয়া যায়
যাইতে যাইতে শেষে পথেতে মিলায় ।।
উপরে আকাশ বন্দি নীচেতে পাতাল
মাঝখানে মাটির দুনিয়া বনিয়াছে জালাল ।।
সবদিক বন্দিয়া আমি মন থির করলাম
ইমাম শহীদের পালা অখন ধরিলাম ।।

পালা শুরু

দিশা : কত দুঃখ সইমু হে
মাটির মানুষ অইয়া হে ।।

হায় রে
আছমানের দিক মুখ করিয়া হুছন
দুঃখিত অইয়া সাহেব বলিলা বচন ।
কি গুনা করিলাম মাবুদ তুমার দরবারে
এমন দিতেছো সাজা মুই কমিনারে ।

হায় রে
দুঃখ দিতেছ তুমি সহিছি সকল
জলিল জব্বার তুমি আমি তো দুর্বল ।
রাখ মার যাহা কর তব এখতিয়ার
জনম লইয়াছি আমি সব সহিবার ।

হায় রে
এলাহী আলীম তুমি কাদির ছফান
কি তারিফ করিব আমি তোমার শান ।
জনম দিয়াছ তুমি মরণ তোমার হাতে
যা করিবায় মানিয়া নিমু আমি নত মাথে ।

হায় রে
এতেক বলিয়া সাহা বান্নুরে ডাকিয়া
কহিতে লাগিলা ইমাম কাতর অইয়া ।
যতেক পাইলে ছিওম আমার খাতির
মাফ কর বিবি জান চাইয়া দিকে এলাহীর ।

হায় রে

ভাই বন্ধু সব মরিলা ছাবাল কিবা বুড়া
অখন আমাকে বিবি লড়তে হয় খুড়া।
হারি জিতি খোদায় জানে সব তার হাতে
অখন আমায় যাইতে হয় দুশমন সাক্ষাতে।

হায় রে

একথা শুনিয়া বিবি জুড়িলা কান্দন
পরবোধ বুচন বুলইন ইমাম হুছেন।
শুনো বিবি নাহি কান্দো থাকো ছবর করি
কপাল আজ মাইয়া চাহি কি করতে পারি।

হায় রে

নিচ্চয় মরণ জানি কারবলার রণ
তবুও মোকাবিলা করিমু এখন।
খিসায় বসিয়া থাকা নহে মর্দের কাম
যা হয় হইবে শেষে আখেরের আঞ্জাম।

হায় রে

শুনো বিবি কইয়া যাই আখেরী কালাম
দুশমন সাক্ষাৎ নাহি গেলে অইব বদনাম।
আজি মরণ কালি মরণ মরণ একদিন আছে
তে কেনে শরমিন্দা অইমু দুশমনের কাছে ?

হায় রে

আমি যে চলিয়া যামু না আইমু আর
জয়নালরে রাখিও তুমি যতন করিয়া।
সে যেনো নাহি যায় কারবালার রণ
তে হইলে না থাকিব চেরাগ বাত্তি ধন।

হায় রে

জয়নাল সামলাইয়া রাখা তোমার যে কাম
আখের আঞ্জাম কথা তোমায় বলিলাম।

আর না হইব দেখা এ দুনিয়ার পরে
শেষের দেখা হইব বিবি ময়দান হাসরে।

হায় রে
এইসব কথা যবে বলিলা হুছন
পায়ে ধরি বানুবিবি জুড়িলা কান্দন।
তুমি যে চলিযা যাইবে শুনো প্রাণপতি
দুশমনের মাঝে আমরার হইব কি গতি ?

হায় রে
পতি ছাড়া নারী যেমন মাঝি ছাড়া নাও
পতি ছাড়া নারী যেমন শীতের লেংগা পাও।
পতি ছাড়া নারী যেমন মা ছাড়া ছাও
পতি ছাড়া নারী যেমন বস্ত্র ছাড়া গাও।

হায় রে
পতি ছাড়া নারী যেমন জল ছাড়া মীন
পতি ছাড়া নারী যেমন সূর্য ছাড়া দিন।
পতি ছাড়া নারী যেমন চন্দ্র ছাড়া রাইত
পতি ছাড়া নারীর নাই কুলমান জাত।

হায় রে
পতি না থাকিলে বিরথা যৌবন
পতি না থাকিলে বিরথা রাজাসুখ ধন।
পতি না থাকিলে বিরথা আড়াই বড়াই
পতি না থাকিলে সাহা অসার দুনিয়াই।

হায় রে
পতিহীনা নারী যেমন ঝরা বাইয়া ফুল
পতিহীনা নারী যেমন রুক্ষা শুকনা চুল।
পতিহীনা নারী যেমন এওতিয়া পথ
পতিহীনা নারী যেমন পেচা নাকো নথ।

হায় রে
এই রূপে বানু করইন বিলাপন
রণের সাজৈন মিয়া ইমাম হুছন।
কাফির লস্কর মাঝে পাড়িল ঝন্‌ঝনা
হুছন আসিলে রণে কেউরর পরান রইবনা।

দিশা ঃ   হে চূড়ার উপর ময়ূরা
সাজন কাজন হে
চূড়ার উপর ॥

হে-এ
জেরাবস্ত পোষ পৈন্দেন হজরত আলীর
মাথায় পাগুড়ী বান্দেন দেওয়া নানাজীর।
ঘাড়ের সমান চুল দেখিতে সুন্দর
চেয়ার ঝলমলি ইছুপ নবী বরাবর।

হে-এ
কমরে বান্দিলা পেটি দাউদ নবীর
পায়েতে পিন্দিলা মোজা ছালেহ নবীর।
গায়েতে পরিলা জুব্বা ইবরাহীম নবীর
পূর্ণিমার চান যেছা মুখের তছবীর।

হে-এ
আমীর হামজার ঢাল বান্দিলা পিঠেতে
আলী মরতুজার তেগ লইলা হাতেতে।
জলফুকার নাম তেগ পরচার জগতে
সেই তেগ লইলা হুছন তুলিয়া হাতেতে।

হে-এ
ছোরা ছুরি নেজা গুর্জা খনজার তামাম
একে একে লয় সাহা সব ছরনজাম।
কোন ঘড়ি লাগে কামে কে কহিতে পারে
সব চিজ লৈল হুছন সহিত হুসিয়ারে।

হে-এ

ছংগ কাশি নেজা আর হীরার কাটারী
এক এক করি লয় করিয়া হুসিয়ারী।
জামা জোড়া পরাইয়া ঘোড়ারে সাজায়
বড় উচ্চা মোট্টা ঘোড়া দেখতে দেখা যায়।

হে-এ

ঘোড়ার টাবেতে বান্দে দুধারী খঞ্জর
সেনোর জিন গাদ্দি বান্দে পিঠের উপর।
মুখেতে লাগায় সাহা রেশমের লাগাম
সুন্দি জালি বেত লয় খেচিতে বাদাম।

হে-এ

রূপার কদম ফুল ঘোড়ার লাগামে
গলায়ে ঘণ্টা বান্দে টনটন ডাকে।
দেখিতে সুন্দর ঘোড়া অতি উচ্চা মোটা
বেরা দেখলে দুশমনের হুস যায় টুটা।

হে-এ

ঘোড়ারে সাজাইলা নিজে সাজিলা হুছন
ধরিলা ভয়াল রূপ আজরাইল যেমন।
কষ্টে দুঃখে দুই চোউখ লাল জবা ফুল
মনের জোসেতে হুছন চড়িলা দুল দুল।

হে-এ

দুল দুল চড়িয়া সাহা তাম্বুর ধারে যায়
জয়নালেরে কোলে দিতে বানুরে বুলায়
জয়নালে লইয়া কোলে মুখে বুছা দিয়া
আরবার বানুরে সাহা দিল সমঝিয়া।

হে-এ
কারবলার জংগে গেলা ইমাম হুছন
কেমন জংগ করে সবে শুনেন দিয়া মন।
দিশা ঃ
হুলাহুল লাগিল রে
লাগিল রে
বিলু বিলু করে পরাণ
ইমামের ডরে ।।

হায় হায়-এ
যখন ইমাম সাহা ময়দানে পউছিল
এজিদার সৈন্য সেনা ডরে ডরাইল।
সাহস হিম্মত হক্কলের অইয়া গেল ভং
বড় মুসকিলের বাত আজি ফুয়ার জং।

হায় হায়-এ
হুছনে হাঁকিয়া কৈন শুন কাফিরাগণ
আজিকু আসিছি আমি করিবারে রণ।
যার যত আফছুছ আছে এ দুনিয়াইর পরে
মিটাইয়া আসিবায় সবে আমার গোচরে।

হায় হায়-এ
এ কথা জানিও ঠিক যার জির দিলেতে
সামনে আসিলে ফিরি না যাইবায় কনুমতে।
এর লাগি কইলাম কথা ঠিকিয়া বুঝিয়া
আসিবায় ছামনে সকল ঋণধার সুদিয়া।

হায় হায়-রে
ইমামের হাঁক শুনি বুদ্ধি হইল নাশ
কেউরর না রহিল বাঁচিবার আশ।
ডরে ডরাইয়া সবে অবায় হবায় চায়
চউখে জুনিপুক সবে দেখিবারে পায়।

হায় হায়-এ

কাফির বুঝিলা ছুনিয়া তামাম হইল

আজি থনে আশা ভরসা সক্‌কলি যে গেল।

যে যাইবা ছামনেতে না আইবা ফিরিয়া

ভবলীলা সাংগ করবো জুলফুকার মারিয়া।

হায় হায়-এ

এই না ভাবি কেউ না আয় হুছনের সাইক্ষ্যাত

হুছন সাহা গালি দেইন কমিন কম জাত।

তবু নাই সে আসে কেউ আজরাইল হুজুর।

ডরে ডরাইয়া সব হইয়াছে কমজুর।

হায় হায়-এ

হুছন হাঁকিয়া কৈন কেবা পালোয়ান

কেন নাহি আইসোরে দুষ্ট নাই নাকি শানমান।

ছুধের সারাংছা ছাবাল শুন রে কমজাত

আজিকু লইমু দাদ বুকে মারি লাথ।

হায় হায়-এ

বাচুকাঠি বলিয়াছে তোমাদের হাত

মশা মারি আইছো বীর নাদান কমজাত।

ধুড়া সাপ মারিয়া জাহির করছি পরতাপ

ছামনে আইসে দেখি খাঁটি কার বাপ।

হায় হায়-এ

আইস আইস ত্বরা করি বীরের ছাবাল চলি

আজিকু দেখিমু সবে কে কত মলি।

বাঘ কেবা ভেড়া কেবা করিমু ফরক

চুপ হইয়া থাকিলে জান না বাঁচব বরহক।

দিশা :

হেই ঘুর ঘুর সিংহনাদ
গগন বেরিল রে ঘর ঘুর ॥

হে···ঐ

কত কষ্টে কত কথা কহিলা ছজন
গালাগালি কইলা যেন শিলা বরিষণ।
চোর ছুচ চামার চুওর কাফির বেঈমান
কুত্তা ভেড়া নেউল হিয়ান নাকিস নাদান।

হে ··এ

কুবাই মেরওয়া ওলিদ কুবাই জিয়াদ
ছামনে আইসহ দেখি পুরউক মনের সাধ।
ছুছু সাজি চিঠি লেখি আনলে রে নাদান
জলদি জলদি সামনে আয় দেখি মুখখান।

হে হে

কত মনে কত কথা কহ লান তান
শুনিয়া রহিল চুপ যত কাফিরান।
কেউ না সামনে আসে ডরে ডরাইয়া
থর থর কাঁপেন লছন গোস্বায় জ্বলিয়া।

হে হে

অত কথা লান তান শুনি কাফিরান
আসিল বেদিন এক নামে রহিমান।
বর জবরদস্ত পাপী উচ্চ মোটা বড়
দুই হাত ছিনার পানা সাহস তার দড়।

হে হে

ছামনে আসিয়া কয় ছাড়ো সুরসার
অখন দেখিমু সাহা মর্দামি তোমার।

দেখিত মারোহ দেখি আমার উপর
এ কথা শুনিয়া কৈন হুছন শুনরে কুছর

হে হে

আলীর ফরজন্দ আমি রসুলের নাতি
তুই যে কহিলে কথা তোর মুখে মারি লাথি।
পয়লা উয়ার করা নিয়ম না হয় আমরার
মার দেখি কত বড় তুই জরুয়ার।

হে হে

হুছনের কথা শুনি কাফির বেঈমান
হুছনে করিল উয়ার মনেতে করিয়া গুমার।
পয়লা খেচিল উয়ার কাফির বেকুব
ঢালেতে ফিরাইলা হুছন তার এই কুব।

হে হে

তার পাশে হুছন সাহা হাকিলা হায়দরী
সামাল সামাল দেখিছ উয়ার আমি করি!
এতেক বলিয়া হুছন করিলা উয়ার
দুইখান হইল পাপী ঠিক উয়ার পার।

হে হে

এই পাপীর দশা দেখি আর পাপীগণ
ডরে ডরাইয়া সবে অইলা অচেতন।
ময়দানে যাহাতে কারো মনে না দেয় আগ
হুছনের সুরত দেখে নাগেশ্বরী বাঘ।

হে হে

কেউ দেখে বাঘ ভালুক কেউ দেখে সাপ
কেউ দেখে সিংহ খাড়া উঠছে মনে কাঁপ।
কার ঘাড়ে পড়িব কখন ভাংগি খাইব লউ
কেউ দেখে উপরে পড়ছে কেউ দেখে অউ।

হে হে

কত বাইল খাড়া হইয়া দেখিলা হুছন
কেউ নাহি ছামনে আসে কাফির দুরজন।
ভাবিয়া দেখিলা সাহা যাচিয়া না আসিবে
এখন আমাকেই যাইতে হইবে।

হে হে

শোকে দুঃখে সাহার বিদরে পরান
পিয়াছে পিয়াছে সাহার হুকনা জিগর খান।
উবাইয়া উবাইয়া সাহার গোস্বায় যে উঠিল
গোস্বার দাপটে সাহার মগজ বাউলা কৈল।

হে হে

দুই পরি বেলা যেমন রইদের লাগে তাপ
শিকার দেখিলে যেমন বাঘে ধরে খাপ।।
বেঙ দেখিলে যেমন হাপে লেংগুড় লাড়ে
নাগেশ্বরী বাঘে যেমন ফালদি পড়ে ঘাড়ে।

হে হে

সেই সব হুছন সাহা দুলদুল দৌড়াইয়া
এজিদার লস্করে সাহা পড়িলা কুদিয়া।
দু'ধারী তলোয়ার সাহা হাতেতে লইয়া
কলার বাগান যেছা চলিলা কাটিয়া।

হে হে

কাহার কাটিছে মাথা কাহার কাটে গাও
কারো কাটে পিঠ বাজু কারো কাটে পাও।
কাহারে উপরে তুলে নেজায় গিথিয়া
কাহারে শূন্যতে উডায় ঝুলফিত ধরিয়া।

হে হে

মুগইরে কাহার মাথা ভাংগি করে ডাইল
খঞ্জরের খুচা খাইয়া কেউ হয় ঘাইল।

ঘোড়ার উষ্টায় কেউ অইয়া পড়ে ঘাইল
কেউ বলে মইলাম রে কেউ বলে আইল।

হে হে
এই মতে ইমাম হুছন লড়লা কতক্ষণ
লউয়ে নদী বইয়া গেল কারবলার ভূবন।
যাহারে ছামনে পায় তার রক্ষা নাই
দেখা মাত্র কাটি পালায় আর রক্ষা নাই।

হে হে
মারিয়া হুছন সাহা করিল কাৎলাম
ভাগিয়া চলিয়া গেলো লস্কর তামাম।
ছাফছুফা হইয়া গেল ফোরাতের পার
একজনও না রহিল পানির কিনার।

হে হে
ঘোড়া দৌড়াইয়া পরে ঈমাম হুছন
ফোরাতের পারে গেলা শুন দিয়া মন।
ফোরাত কিনারে গিয়া লইলা ঘোড়া থামি
জিরান করিলা হুছন ঘোড়া হইতে নামি।

হে হে
ফোরাতের কিনারে সাহা দুলদুলকে রাখিয়া
পানিতে নামিলা সাহা পানি পিইবার লাগিয়া
দশদিন গুজরিয়া গেছে পানি না খাইয়া
পিয়াছের চোটে গৈছেন বেতাব হইয়া।

হে হে
হাতেতে তুলিলা পানি মুখের কাছে নিলা
তার পাছে সেই পানি আরবার ফিকি দিলা।
ছাবাল ফরজন্দের কথা মনের মাঝে আইল
স্মাজগর আকবরের দুখ মনেতে উঠিল।

হে হে

এই পানির লাগি মইলো দুধের তিফিল
এই পানির লাগি জান আকবর যে দিল।
পানি পানি করি মইলা না পাইলা আহা
এমন লাজুক পানি কেমনে খাই আহা।

হে হে

এই পানি বিনে মোর তামাম ইয়ার
পানি পানি করি মইলা রণে কারবলার।
এই পানির লাগি মইলা নয়া নউসা কাসিম
পানির লাগি কান্দি বেতাব সকিনা ছুল্‌হীন।

হে হে

ইয়ার ফরজন্দ শোক এই পানি বিনে
হায় হায় করি মইলা পানি বিহনে।
বিমার আজারী কত তাম্বুর ভিতর
পানির লাগিয়া তারার হালাক জিগর।

হে হে

সকলি আছিলা মোর জিগরের সার
পানির লাগিয়া মৈলা রণে কারবলার।
তাহাদের থইয়া আমি পানি কেমনে খাই
এতো বলি হুছনে দিলা পানি যে পালই।

হে হে

কানিয়ে কাছায় যারা লুকাইয়া আছিল
ইমামে না খাইলা পানি নজরে দেখিল।
নজরে দেখিয়া তারার বাড়িল হিম্মত
ফিরিয়া আসিল যত টুটিয়া ছিল তাককত।

হে হে
মনেতে বুঝিল তারা এইবার শেষ
ঘিরিয়া রহিলে হইব এই দফা শেষ।
আর না লড়িতে পারবো হুচন দুর্বল অইছইন
কথা বরহ আকরবার বুঝিলে মরবা হুছ নবেশক।

দিশা :

ঘিরিল রে ঘিরিল রে
দিনের সুরুজ আবে ঘিরিল রে।

হায় হায়
যখন ইমাম হুছন না খাইলা পানি
কাফিরে বুঝিলা লইবা হুছনের পরানী।
আর না পারিবা হুছন উঠিয়া লড় দিতে
এবার মরিবা ঠিক আমাদের হাতে।

হায় হায়
আবদুল্লা জিয়াদ আর উম্মত কাফির
শেরওয়া উজির আর সেমর বেপীর।
সকল মিলিয়া তারা ডাকিলা লস্করে
সবল ফিরিয়া আসে ফোরাতের পারে।

হায় হায়
জিহাদের ডাক শুনি কাফির লস্কর
এক এক করি তারা ফিরিলা পর পর।
ইমাম আছিলা দেখে পানির উপর
কিনারে উঠিলা দেখে আসিছে কুফর।

হায় হায়
উঠিলা ইমাম সাহা ঘোড়ায় চড়িলা
কাফির লস্করে গিয়া মোকাবিলা অইলা।

চারিদিকে ঘিরি রইলা কাফির তামাম
মরণের দিন আন্ধাইর বুঝিলা ইমাম।

হায় হায়
হুছনে ঘিরিলা যেমন সুরুজে ঘিরে আবে
মুগরিবের কালে যেমন আন্ধাইরে ছায়লাবে।
আগুনের উপরে যেমন ঢালি দিলে পানি
কমিয়া নিবিয়া যায় অগ্নির তেজ খানি।

হায় হায়
তে-মতে ঘিরিলা আসি ইমাম হুছনে
কাছে নাহি আসিলে কেউ মারে দূর হনে।
দূরে থাকি তীর মারে ইমাম দিশাদিশি
হুছনের গায় লাগে পলকেতে আসি।

হায় হায়
কত তীর মারিল যে কত কাফিরানে
কত তীর চলিয়া গেল ডাইনে আর বামে।
কত তীর কত খানে জখম করিল
হুছন সাহার খিয়াল তাহাতে না ছিল।

হায় হায়
এক তীর আসি সাহার গর্দ্দানে লাগিল
বিষ মিশাইল তীরের ঘায় বড় কষ্ট হইল।
জ্বলিয়া উঠিল যেন আগ বরাবর
এমন লাগিল তীর গর্দ্দান উপর।

হায় হায়
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জবানে বলিয়া
গর্দ্দানেতে নিজ হাতে আসলা বুলাইয়া।
লউয়ে নদী বইয়া যায় দেখিয়া ইমাম
বুঝিলা আপনার মনে জিন্দেগী তামাম।

হায় হায়
যাইবার কা'লো খাইবার লিদ মনেতে ভাবিয়া
লস্কর ভিতার গেলা দুলদুল দৌড়াইয়া।
কাটিলা বহুত লোক করিয়া হিম্মত
এবার কাফিরে কিন্তু না পাইলা ছইসত।

হায় হায়
হুছনের শরীল হইতে লউ পড়ে বাইয়া
বেহুশ হইলা সাহা লউর দিকে চাইয়া।
ঘোড়ার উপর হইতে জমিনে পড়িলা
চারিদিকে দুশমন আসি ঘিরিয়া লইলা।

হায় হায়
হুছন ঘিরিলা যদি জমিনের উপর
দেখিয়া হইলা খুশী এজিদার লস্কর।
আবদুল্লা জিয়াদ তখন কহিলা হাকিয়া
আগু নাহি বাড় কেউ থাকো খাড়া হইয়া।

হায় হায়
কিরাম কিরাম হুছন আলী অচৈন হইলা
পূর্ণিমার চান যেছা গরনে গিলিলা।
চন্দ্রের উপরে যেমন পড়িল গোপর
রাত্রির আছর যেমন সুরুজের উপর।

হায় হায়
বেঙয়ে গিলিল যেমন মাছুলিয়া সাপ
বাঘ মারিতে দুলা যেমন বসিয়া ধরল খাপ।
সিংহের রাজত্বে যেন ভেড়ার অধিকার
হুছন উপরে ছিওম এমত পরকার।

হায় হায়

যখন বুঝিল তারা হুছন কাহিল
ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে আগুয়ান হইল।
সেমর নামেতে পাপী বড বেদ রদ
চউখে মুখে ফুটিয়া বারর জাহিলীর হদ।

হায় হায়

চিৎ হইয়া হুছন আলী আছিলা পড়িয়া
সেমর লাল্লতা বনে বুকেতে চাপিয়া।
বুকেতে চাপিয়া বসি খঞ্জর চালায়
আছমান জমিন কান্দে বলি হায় রে হায়।

হায় হায়

হুরী কান্দে নারী কান্দে চান্দ ও সিতারা
জীব জানোয়ার কান্দে কইতরী কইতারা।
বনের হরিণী কান্দে বাঘ আর ভাল্লুক
সাপ বিছু আগি কান্দে মনে পাইয়া দুখ।

হায় হায়

থাম থাম সেমর হায় রে থামারে খঞ্জর
আর নাহি ছিওম দেও নবীর বংশের পর।
আকাশে বাতাসে কয় থামরে বেপীর
কোনু কথা নাহি শুনে সেমর কাফির।

হায় হায়

ইমাম বলেন তুমি শুন রে সেমর
গর্দ্দান উপর মোর চালাও রে খঞ্জর।
তবু তো ধড় হনে ছির হবে জুদা
নাইকো মেনত যাইব বরবাদ বেহুদা।

হায় হায়

হুছনের কথা কিনি সেমর মানিল

গলা ছাড়িয়া গর্দ্দানেতে খঞ্জর চালাইল ।

খঞ্জর চালাইতে মেনত না গেল বেহুদা

এক টানে ধড় হইতে ছির হইল জুদা ।

ঢাকা

ঢাকা থেকে 'খতনামার পালা জারীটি' সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম—সিধুনগর, ডাকঘর—তেরশ্রী, জেলা— ঢাকা।

খতনামার জারী

কভু নি শুইন্যাচাও[1] মমিন
ইমামের জারী
ঘরের গুলাম বান্দির ছেইল্যা
মজাইল পুরী।

যারে দিচাও তলোয়ার
তলপ করচেন সাঁই
ছাহেব মাইর‍্যা দিচেন আল্লা
এজিদ্যার বাদশাই।

হোসেন আলী মহাবলী
জোরে জমিন কাঁপে
এজিদ গুদি[2] হইয়া বাদী
জবাই কইল্ল তারে।

জঙ্গ করে দুই বাই তারা
রণে শহীদ হইল
খালি পৃষ্ঠে দুলদুল ঘোড়া
বাড়ী চইল্যা এইল।

বিবি মুছে ঘুড়ার কাছে
শুনরে দুলদুলি
আমার ছেরে-ছওর[3] কুথায় রাইখে
খালি পৃষ্ঠে আসিলি।

দুষ্ট যারা সামনে খাড়া
শুনেন আম্মাজী

১। শুনেছ। ২। এজিদের গোঁদ ছিল বলে এজিদ গুদি নামে পরিচিত। ৩। মাথার মুকুট।

অহেঙ্কারে মইর‍্যাছে মেরাজ[১]
আমার দোষ কি।

শিয়ালে শকুনে পানি
ঘিন্নায় নারে খায়
সেই পানি নবীর বংশ
মাগিয়া না পায়।

আবে জাল্লা খুদা তাল্লা
বকসিয়াছেন যারে
ঝাঁপ দিয়া পড়িল সাহেব
কুইয়্যার মাঝারে।

কুইয়্যার কুলে কাফের মিলে
করছে বালাজুরী[২]
ছাহেব বইল্যা না মানে কেউ
গলায় দিল ছুরি।

এহিবাত হকিকত
ঘুড়ায় যখন কইল
পুরী সুইদ্ধা কাইন্দ্যা সবে
গড়াগড়ি গেল।[৩]

জয়নাল কান্দিয়া বলে
বাপজান কুথায় গেল
জীতা জান থাকিতে বাপজান
মদীনাতে রইল।

১। সাহেব। ২। রাহাজানির ষড়যন্ত্র। ৩। পুরীর সকলেই গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এহি ভয় মনে নয়
দরিয়ায় উঠে ঢেউ
জয়নাল কান্দিয়া বলে
আমার নাই রে কেউ।

আল্লার একদমে
হাজার নাম তার
জয়নাল উঠে কাইন্দে
মালুম করছে ছাহেব আল্লা
কাছ-কুইড়ায় বসিয়া।

আল্লায় বলেন তো জিব্রাই।
যাও তো মেলা দিয়া
কাইন্দ্যাছে জয়নাল আর আসগর
আইস গা বুঝিয়া।

এই কতাডি কইও যাইয়া
জয়নালের কাছে
তেনাগরে এক চাচা
দুনিয়াতে আছে।

উত্তরে পশ্চিমে কানুটে
আলুইপ্যা শহর
সেখানেতে আছে
চাচা হানিফ সাহাজন।

জয়নাল আপন হস্তে খত লিখিয়ে
পাঠাও হানিফার কাছে
হানিফ আইসা করবে জঙ্গ কাফেরের সাতে
সুখে বাদশাই করবা জয়নাল শহর মদীনাতে।

॥ ধুয়া ॥

[আপন হাতে দস্তখত রে
লেখিলাম লিখন
কাসেমকে পাঠাইয়া দিল
আলুইপ্যা শহর
চাচা আসলে বইল্যা দিত
নিদানের খবর।

পানি খাইব্যার নামল্ হোচেন
দারিয়ার মাঝার
পানি বিনে নবীর বংশ
হইল আন্ধার
আমি তো খাইবো না রে পানি
যা করে খুদায়।

ফাতেমা জগতের মা রে
কুরাণে শুনি
ও নবীর দামন ধইরে পুল ছুইর্যাতে
বান্দা হইয়া যাইবা পার।
কি না পুত্র পাইল না পানি রে
আল্লা কারবলার মাঝার।]

অচম্বিতে সুমাচার ডি
জিব্রাইল আইসা কইল
আসমানের চন্দ্র জয়নাল
হস্তে নাগর পাইল।

গর্জ্জন তর্জ্জন করে
গরম করে আঁখি
কাহারে বেদীন কাফের
আগু হয় হাম দেখি।

এই কতাডি কইল দুই ভাই
আল্লাজীর খাস্তন
কেল্লাসে চলিয়া গেল
ভাই দুইও জন।

জয়নাল কুলে বইসে মুছে
বিবিগণের কাছে
মোহাম্মদ হানিফা নামে
মর্দ্দা নি কেউ আছে ?

মদিনার বিবিগণ
শুইন্যা হইল বাম
কোন দিন শুনি নাই মোরা
হানিফার নাম।

মক্কায় মদিনায় তারে
কভু দেখি নাই
দাই দুলালী বলে
ও সেই হোছেন আলীর ভাই।

বিবি হনু রণে যান
বিয়াবণ শহরে
আপ্ত বইলে হজরত আলী
আইন্যাছিল তারে।

নয়বার গর্ভ বিবির
দুনিয়ার পরে
ফাতেমার আদেশে গর্ভ
পাত হইয়া গিরে।

আব্দুস পেগাম্বর আইসে
কইর‍্যাছিল দুয়া
সেই বিবির বেটা হইল
নাম হানিফা।

হানিফারে ফেইল্যা দিল
হস্তীর পোষাণে
শত হস্তী নিয়া গেল
বিন্দাবন শহরে।

আবদুল জীয়াদা নাম
শ্যাম শহরে ঘর
তার ঘরে জন্মিল কন্যা
ছুইর‍্যাত জামাল।

ছুইর‍্যাত জামাল বিবি
ছুইর‍্যাত ভাল দেইখ্যা
খুশী হালে বড় ইমাম
কইর‍্যাছিল লিখ্যা।

বিধির কারণে ভেজলো রণে কাফেরের সাথে
সাত রোজ লড়িয়া পাপী
জঙ্গে ভঙ্গ দিল শ্যাষে
রণে হাইর‍্যান না পারিযা
গেল সে পলাইয়া

বড় ইমাম মারছে বিবি
জহর খাওয়াইয়া।

নমাজ পড়তে গেল হানিফ
জংলিমা শহরে
সেখানে নিনাইত্যা কাফের
মাইর‍্যাছিল তারে।

শুন শুন শুন বাবা
শুন হে খবর
গুপ্ত ভাবে বেস্তে গেল
দয়ালু বরকত।

মারা গেছে হাশেম কাশেম
জয়নাল আছে একা
হালখানাতে কয়াদ রয়
হয় বা না হয় দেখা।

জয়নাল তখন লেখে লিখন
হইয়া আকুল
পয়হেলা হরফে উহার
হইবেন রাসুল।

লেইখ্যা পইড়া সই করিয়া
কাইন্দ্যা উঠে পুরী
ফতে মামুদ কাসেদ দেইখে
করছে মিন্নত জারী।

॥ ধুয়া ॥

[গগন উপরে হইল আড়াইপোর বেলা
আমার বিধির কি খেলা
ইমামের সামনে আইল রে
আজগুবি জহরের পেয়ালা।

দেইখে আকুল কল্লেন কবুল খাইয়া জহর
সে তার আঁখি হইল ঘোর
কদবানুকে ডাইক্যা বলে রে হায়
বিবি কি দুশমন ছিলাম তোর।

সে সুমক্যা বলছিলাম বাছা যাইও না রণে
আর বাছা যাইও না রণে
তুমার মওতের খবর
কানউল্যা কুরাণে তাই লেখা।

আমার ভাইকে হোছেন আলী
তারে আনো বুলাইয়ে
আমি যাই কইয়া বুইলে
কাসেমের সঙ্গেতে ভালরে
তোমরা দিও ছকিনার বিয়ে।]

লেইখ্যা পইড়া সই কইর‍্যা
পরনায় কল্ল কাম
খতনামাতে লেইখ্যা দিল
হানিফার নাম।

তার পাছে লেইখ্যা দিল
জয়নালের ছালাম

তিন ছিরি কাসেদ গিরি
করচাও আমাগোরে।

করিব নিমকের কার্য
ঠেইক্যাচি নিদানে
কাসেদ বলে পানির তলে
শুনেন বাদশাজী
করিব তোমার কার্য
ভাবনা আছে কি।

হানিফার দেশে যাইতে
মওত যদি হয়
তবুও যাইব আমি
যা করে খুদায়।

পাইতারা করিল কাসেদ
নিমুকের আকতারে
বাদ-ব্রহ্মা হইয়া চলে
যাচ্ছে ব্রহ্মচারী।

কেহ যাবি আমার সাথে
দেখতে জগনাথ
মহাপ্রসাদ বইল্যা
বাজারে বিকায় ভাত।

কড়ি দিয়া কিনা খাব
মহাপ্রসাদ বইলে
দায় ঠেকিয়া মিথ্যা কইয়া
কাসেদ গেইছে চইলে।

এভেক বইলে কাসেদ যখন
পন্থে দিল মেলা

কপালে তিল্লকের ফোঁটা
গলে হাড়ের মালা।

সর্ব অংগে মাখে তৈল
যেমন ভজন তুলসী
জিজ্ঞাসা করিলে বলে
যাব তীর্থ বাসে।

এতেক বলে কাসেদ যখন
পন্থে দিল মেলা,
কপালে তিল্লকের ফোঁটা
গলে হাড়ের মালা।

কত শহর বাজার ছাইর‍্যা আইলাম
লেখা জোখা নাই
কত নদী ছাড়িয়া আইল্যাম
বাদশার বাদশাই।
ছয়মাস হাঁটিয়া আমি
উইড়্যা হইলাম পাখী।

সেও দ্যাশ ছাড়িয়া কাসেদ
করিলেন গমন
ফাল্গুন নদীর কূলে যাইয়া
দিচ্ছে দরশন।

দেইখ্যা দইড়া আবেশ কইরা
কাসেদ কাইন্দা উঠে
কেমনে হইব পার আল্লা
খেয়া নাইরে ঘাটে।

কি খ্যানে জয়নালের খতরে
বাইন্দা ছিলাম মাথে

পার হইবার না পারিয়া
ফিরা৷ যাওগা ঘরে ।

কি মুখ নইয়া দিদার
করিব মক্কায়
ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া মরিব
দরিয়ার মাঝার ।

এতেক বলে কাসেদ যখন
ঝাঁপ দিল দইর‍্যাতে
ফাল্গুন নদী চর হইল
আল্লার কুদরতে ।

ছয় মাস বাইয়্যা খেয়া
দেও যে পাটুনী
সোনার পুল বন্দী হইয়া
শুকায় দইরার পানি ।

আল্লা সখা ঘুছলেন দুখা
দরিয়া হইল পার
ময়দান ছাড়িয়া গেল
জঙ্গলের মাঝার ।

এহি মন নিরঞ্জন
পয়দেশ করছেন খোদাতাল্লা
তিন পহরের পন্থ নইয়া
হাইড়্যা ম্যাঘের কালা ।

কাসেদ বলে, পইলাম ফ্যারে
পথের না পাই দিশে
কান্দাচে ফতেমা মাবুদ
দেয়াকের নীচে বইসে ।

মালুম করছেন ছাহেব আল্লা
কাংকুইড়ায়ায় বসিয়ে
আল্লায় বলেন তো জিব্রাইল
যাও তো মেলা দিয়ে।

কানতাচে জয়নালের কাসেদ
পন্থ হারা হইয়া
এই কতাডি কইও যাইয়া
কাসেদের কাছে
আলুইপ্যার ডাইনের পথ
যেখানে বইসে আছে।

কাসেদ বলেন তো জিব্রাইল
শুন সমাচার
মক্কা থিক্যা আলুইপ্যার শহর
কয় রোজের পথ।

জিব্রাইল বলে কাসেদ
শুন বাবাজী
মক্কা থিক্যা আলুইপ্যার শহর
ছয় মাস নাগে যাইতে।

জিব্রাইল বলে কাসেদ
শুন সমাচার
তুমি যাও ডাইনের পথে
আমি যাব বাঁয়।

বুঝিতে কাসেদের মন রে
বাঘরূপ সাজে
জঙ্গল ভ্রমনা কইরে
মহাদেব সাজে।

হইয়ে বাঘ কইরে রাগ
ছামনে হইলো খাড়া
কাসেদ বলে আল্লার দোহাই
খানি মুর্তেক দাঁড়া।

আমারে যে খাইবা বাঘ রে
তার নাইরে দায়
জয়নালের পরনা বান্দা
আমার মাথায়।

নিদানকালে তানগো কাজে
ভেইজ্যা দিচেন মোরে
যাও রে বনের বাঘ
আদালত কইরে বুইজে।

এই কথাড়ি শুইনে বাঘের
কিছু হইল মায়া
বাঘরূপ ছাড়িয়া হইল
মুনিষ্যির কায়া।

বুইজে মন খাস তনু
গলে গলে মিলে
বনের যত পশু পাখী
আল্লা রসুল বলে।

সাবাস রে জয়নালের কাসেদ
সাবাস রে জয়নালেব হিয়া
এ্যারো আয় আলুইপ্যার পন্থ
দেই দেখাইয়া।

দুপুর তুরি হাটে দুই ভাই
হইয়ে একান্তর

জঙ্গল ছাড়িয়া গেল
ময়দানের মাঝার ।
আড়াই পোর আলুইপ্যার পন্থ
ছামনে থাকিতে
হানিফ্যার বাড়ীর মসজিদ
পাইল দেখিতে ।

জিব্রাইল বলে বাবা
দেখা যাচ্ছে ঐ
তুমি যাও আলুইপ্যার পন্থে
আমি বিদাই হই ।

কইয়্যা বুইল্যা চইল্যা গেল
জিব্রাইল গুণধাম
তিন পহরের পথ ছামনে থাকতে
হইল নিমাসাম ।

বেলা গেল সন্ধ্যা হইল
কাসেদ রাহা পথে
সেই রাইত্রে খুয়াপ আল্লা দেখায়
হানিফা যে শুইয়াছিল পালঙ্গের উপরে ।

ছট বটাইয়া উঠে হানিফ
পালঙ্গে থাকিয়া
ভাল মন্দ না কয় কিছু
ঘুম নাহি আসে ।

পড়িল নবীর আমল
পুসাইল রজনী
আনিয়া গোলাম হাজির
করল অজুর পানি ।

অজু বানাইয়া নামাজ
পরে সাহাবর
সেহি দিনে হানিফ সাহা
তখতের নিচ্ছেন ভার।

সেই দিনে আসমানে বেলা
হইল ছয় ঘড়ি
সকালে লাগিবে কাচারি
ডঙ্কায় পইল বাড়ি।

ভাল ভাল সিপাই যত
বল্লা নিয়া হাতে
আওয়াজ কলম কল্ল
হানিফ তখতে যাইয়া বসে।

আওয়াজ কর তওহিদ ধর
মোরে বলে দাও
কু-মঙ্গল দেইখ্যাছি খুয়াপে
কি হবে তাই কও

কেহ যাইয়া বলে যেমন
বাদশাহ্‌জীর কাছে
তোমার ইয়ার বন্ধু ভাই বেরাদর
আছে কুন দ্যাশে ?

কেহ যাইয়া বলে যেমন
বাদশাহ্‌জীর ঠাঁই
বুঝিব দৈবকের সাতে
হইব নাড়াই।

নইড়া চইড়া আসপে তইড়া
হেন কেন বসি

এই সকল খোয়াপ আল্লা
দেখাইয়াছে রিশি।

হানিফ বলে কুরাণেতে
পাইয়াছি খবর
হজ্জ মক্কার শহরে আছে
আলী সাহা জন।

তিনি আমার হয় গো পিতা
বরকত জননী,
এমাম হোছেন দুই ভাই আমার
সবের কাছে বলি।

হানিফা বসিয়াছিল
মজলিশ করিয়া
সে শহরে জয়নালের কাসেদ
পেঁৗছিল যাইয়া।

এক আদ্‌মী দেইখ্যা বেটা
পুছে হকিকত
আমি যাব আলুইপ্যার শহর
দেখাইয়া দেও পথ।

সেও আদমী বলে ব্যাটা
তর কি হ'ল দশা,
শহরে আসিয়া কর
আলুইপ্যার জিজ্ঞাসা।

আরুক আদমী দেইখ্যা ব্যাটা
পুছে হকিকত

হানিফার বাড়ী যাব
দেখাইয়া দেও পথ।

সেও আদমী বলে ব্যাটা
তর বাড়ী কুন দ্যাশে
হানিফ বলে কও যে কথা
ভয় নাইক্যা পরাণে।

কেহই মারে চড় থাপুর
কেহই মারে কিল
কাসেদ বলে পৈলাম ফ্যারে
এও তো এক মুস্কিল।

শহরে আসিয়া হইলাম
দারুণ বিধাতা
জয়নাল বাছার খবর বুঝি
হানিফ পাইল না।

হানিফা বসিয়াছিল
মজলিশ করিয়া
সে স্থানে জয়নালের কাসেদ
পৌঁছিল যাইয়া।

কাসেদ দেখিয়া হানিফ
পুছে সমাচার,
কি খাতিরে আইচাও কাসেদ
দরবারে আমার।

কাসেদ বলেন তো বেটা
মোরে ক্যান জালো
যত কিছু হকিকত
এই পরাণেতে দেখ।

কাসেদ বলেন তো বেটা
মাল গুইম গুম নাই
পত্র খুলিয়া দেখ
মরছে তুমার ভাই।

ভাই ভাই বলিয়া হানিফ
লাগিল কান্দিতে
পটকান খাইয়া হানিফ
জমিনেতে গিরে।

আহা রে গুণের ভাই রে
এমাম আমার ভাই
আমারে ছাড়িয়া জাগা
কল্লা কুন ঠাঁই।

জীতা জান থাকিতে ভাইজান
খবর দিতি মোরে
তবে কি মারিতে পারে
দুর্জন কাফেরে।

দামেস্কের শহর
পুইড়া করতাম ছাই
দরিয়ার ভাসাইয়া দিতাম
এজিদার বাদশাই।

।। ধুয়া ।।

কাসেদ বলে ধর লিখন আমি এখন যাই
মুখ জবানী বলব কত বাদশাজীর ঠাঁই।
জয়নালের লিখন পড় বিদায় ছাড়
আমি এখন মদিনাতে যাই
লিখন পড় বাদশাজী
মইর‍্যাছে তুমার ছুন ভাই।

শহরেতে বড় ইমাম শহীদ হইয়াছে
কহরেতে হোছেন মইল কারবলার মাঠে
শইম্যার এক নায়ত আইসে হৃদয়ে বইসে
নিয়া গেছে তার কল্লা কাইটে
বিবি গো সব রাখছে ঘিরে কাফেরে
মদিনা শূন্যকার কইরে।

মাবিয়ার ব্যাটা এজিদ গুলাম বাজাইল জুনজাল
সেই জন্যেতে লিখন লিখে পাঠাইল জয়নাল।
আসিয়া চইড়্যা বুড়ি মাবিয়ার বান্দি
তার ঘরে জন্মিল সন্তান
তাই বলেছেন বারেক তাল্লা হক আল্লা
লা-ইলাহা পইড়াছেন মোল্লা।

মোমেনশাহী

মোমেনশাহী জেলা থেকে 'নমরুদ বাদশার পালা জারীটি' সংগ্রহ করেনেছ বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর, গ্রাম—বিন্নগাঁও, ডাকঘর—কিশোরগঞ্জ, জেলা—মোমেনশাহী।

নমরুদ বাদশার পালা জারী

॥ ধুয়া ॥

আরে ও ও দেখ্ দেখ্ দেখ্ ভাই
নমরুদের বাখানি
লেংড়া মশার কামুড় খাইয়া
বাহির হৈল পরানী ॥

আয় হায় রে
তাইরিয়া নাইরিয়া নারে রে
নাইরে নাইরে নার,
বল্লক শহরে ছিল নমরুদ নামদার
সেই বাদশা করত পূজা ভুতের না আর।
রাইজ্যের যত পরজাগণ ভুতের পূজা করে
সকলি ভুতের গো মুর্তি আছে ঘরে ঘরে।
একদিন দেখ ভাইরে ভুতে স্বপন দেখাইল
নমরুদের সাইক্ষাতে ভুত কহিতে লাগিল।
শুন শুন নমরুদ আরে শুন কই তোমায়
তোমার রাজ্যে থাকা হইবে যে দায় ॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া নমরুদ লাগছে কহিবার
কি দুখেতে মাগো তুমি ছাড়িবা যে আর।
ভুতে বলে শুন নমরুদ, কহি তোমার আগে
বচ্ছরের মাইধ্যে দুষমন জনম লইবে।
এই কথা শুনিয়া নমরুদ কয় থরে থরে
কি করিয়া লইবে জনম আমার রাইজ্যের মাঝারে।

যত নারী আছে দেখ রাইজ্যেতে আমার
সব নারী রাখব আমি জেলখানার মাঝার ॥

আয় হায় রে
পশা পশা কইরা রাত্তি পশাইয়া গেল
নফরে ডাকিয়া নমরুদ আদেশ করিল।
যত নারী আছে দেখ রাইজ্যেতে আমার
সব আনিয়া কয়েদ কর জেল খানার মাঝার।
আদেশ পাইয়া নফর কোন কাম করিল
রাইজ্যের যত নারী ছিল জেলখানায় ভরিল।

আয় হায় রে
নমরুদের রাইজ্যে ছিল আজর বাবুন নামে
দিন অইলে থাকে বাবুন জজমানীরই কামে।
রাত্তি অইলে যায় গো বাবুন নমরুদেরই ঘরে
সারা রাত্তি খাটায় আরও নমরুদের সামনে।
নমরুদের সামনে খাড়য় বাত্তি লইয়া হাতে
একে একে বইরা কাটায় নমরুদের সাইক্ষাতে।

আয় হায় রে
একদিন দেখ বাবুনী মনেতে করিল
বাবুনের লগে আরও সাইক্ষাত করিব।
এই কথা বাবুনী আরও মনেতে ভাবিয়া
জেলখানা হইতে বাবুনী গেল গো পলাইয়া।
আল্লায় বুলে জিব্রীল আরে শুন কই তোমারে
শীঘ্র বইয়া যাও গো তুমি নমরুদ বাদশার ঘরে।
আজর বাবুন খাড়া আছে নমরুদের সামুনে
তার হাতের বাত্তি তুমি লইবা যে হাতে ॥

আয় হায় রে
হুকুম পাইয়া জিবরীল আরে তুরিছে গমন
নমরুদের বাড়িত গিয়া দিল দরিশন ।
আজর বাবুনের হাতের বাতি লইল নিজ হাতে
বাবুনের রূপ ধরিয়া খাড়াইল নমরুদের সাইক্ষাতে ।
এইখান দিয়া বাবুনী আরও কোন কাম করে
তুরিছে চলিয়া আইলো ময়দান মাঝারে ।
জিবরীল যেন খাড়া রইল সাইক্ষাতে যে তার
আজর বাবুন চলিয়া আইল ময়দান মাঝার ॥

আয় হায় রে
বাবুনীর লগে দেখ সাইক্ষাত হইল
কিসের লাইগ্যা আইছ বাব্নী বাবুন জিজ্ঞাসা করিল
বাব্নী বুলে এসো বাবুন শুন সমচার
হানেক দিন গত হয় দেখিনা তোমায় ।
এই কথা বাব্নী আরও যখনে কহিল
আলাপ-সালাপ দেখ দুইজনে করিল ।
আলাপ সালাপ দেখ দুইজনে করিয়া
খাওয়া বইসা করল তারা খুশালীত হইয়া ॥

আয় হায় রে
খাওয়া বইসা কইরা বাব্নী করিছে গমন
জেলখানার ঘরে গিয়া দিল দরিশন ।
অজু গোছল কইরা বাবুন কোন কাম করে
দাখেল হইল গিয়া নমরুদেরই ঘরে ।
জিবরীল যে খাড়া ছিল হাতে বাত্তি নিয়া
বাবুনের হাতে বাত্তি দিল উঠাইয়া ।
বাত্তি লইয়া বাবুন আরে খাড়া রইল ঘরে
জিব্রীল চইলা গেল আল্লার দরবারে ॥

আয় হায় রে

এই ভাবে কতক দিন যাইতে লাগিল
সাত মাসের গর্ভকালে ভূতে স্বপন দেখাইল।
শুন বলি নমরুদ বাদশা শুন কই তোমারে
দুশমন জন্ম লইল তোমার রাজ্যের মাঝারে।
তোমার রাইজ্যে থাকা আমার না হইল আর
আজি কালি চইলা যাইব আরেক রাজ্যির মাঝার ॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া নমরুদ লাগছে কহিবারে
শুন বলি দুগগা মা গো বলি গো তোমারে।
কি করিয়া দুশমন জন্ম লইল রাইজ্যেতে আমার
যত নারী আছে দেখ রাইখ্যাছি জেলের মাঝার।
ভূতে বলে ওগো নমরুদ বলি তোমার ঠাঁই
জেলখানাতে লইছে জন্ম দেখিতে যে পাই।
সাত মাসের গর্ভে দুশমন আবু-টাবু যায়
উদুরে থাকিয়া আমায় ধইরা মারত চায় ॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া নমরুদ কোন কাম করিল
তেলে-মেলে দুই আরও গোস্বায় জ্বলিল।
কি কহিলে দুগগা মাগো না শুনিব আর
যত নারী আছে দেখ মারিব কালিকার মাঝার।
জেলখানাতে যত নারী রাইখ্যাছি ভরিয়া
সবের গর্ভ খালাস করব আণ্ডির পাঁড়া দিয়া ॥

আয় হায় রে
পশা পশা কইরা রাতি পশাইয়া গেল
মাহুতের আগে নমরুদ কহিতে লাগিল।

শুন শুন মাহুত আরে বলি গো তোমারে
শীঘ্র কইরা আত্তি লইয়া যাও জেলের মাঝারে।
যত নারী আছে আমার জেলখানার পর
আত্তি দিয়া পাঁড়াইবা সবের গর্ভের উপর।

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া মাহুত তুরিছে গমন
আত্তি লইয়া জেল খানাতে দিল দরিশন।
তারপরে নমরুদ আরে হুকুম না দিল
একজন একজন কইরা নারী বাহির করিল।
একজন একজন নারী আরও বাহির করিয়া
মাহুতে যেন আত্তি আরও দিল উলাইয়া।
এইভাবে যত নারী জেলখানাতে ছিল
আত্তি আরও সকলের গর্ভে পাঁড়াইতে লাগিল॥

আয় হায় রে
অবশেষে যেই নারী ছিল গো জেলখানাতে
সেই নারীর নাম দেখ কহিব সবাতে।
খলিলুল্লার মাও আরও সেই নারী ছিল
মাহুত দিয়া তারে নমরুদ বাহির করিল।
সেই সময় না আত্তির সামনে শুয়াইয়া দিল
পেটটা গিয়া পিটের লাগে লাগিয়া রহিল।
এই দেইখ্যা মাহুত আরে কহিতে লাগিল॥

আয় হায় রে
শুন বলি নমরুদ বাদশা কহি যে তোমারে
এই নারীর পেট দেখ পিটেতে লাগিছে।
আমার আত্তি যুদি উলাইয়া দিব
পাঁড়া খাইয়া এই নারী মইরা নাইসে যাইব।
এই কথা শুনিয়া নমরুদ লাগছে কহিবারে
আমার হুকুমের কথা রদ নাহি হবে॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া নমরুদ কোন কাম করিল
খলিলুল্লার মায়রে আইন্যা শুয়াইয়া দিল।
আস্তিরে উলাইয়া দিল পাঁড়া দিতে তারে
সেই সময় খলিলুল্লা গেল বুকের না তলে।
এই ভাবে নারীগণের গর্ভ খালাস করিয়া
যত নারী আছিল জেলে দিল রে ছাড়িয়া।
যত নারী ছিল দেখ জেলের মাঝারে
সকলি চলিয়া গেল যার যার ঘরে ॥

আয় হায় রে
এই ভাবে কতদিন যাইতে লাগিল
বাবুনীর দশমাস দশদিন পুনিয্যত হইয়া গেল।
বাবুনীর দশমাস দশদিন পুনিয্যত হইয়া গেল
ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দেখ জনম লইল।
শিশু দেখিয়া মায় গো ভাবিতে লাগিল
কেমুন করিয়া শিশু পালন করিব।
নমরুদ যুদি জাস্তে পারে নিব রে ধরিয়া
জল্লাদেরই হাতে দিব ফালাইব মারিয়া ॥

আয় হায় রে
বাবুনী গো তখন মনেতে ভাবিয়া
ঘরের ভিতরে গাড়া করি শিশু রাখিল ভরিয়া।
দিনের বেলায় রাখে শিশু গাড়ার ভিতরে
রাত্রিকালে রাখে শিশু কাঁখে আরও উরে।
এই ভাবে কতক দিন যাইতে লাগিল
বাইছ্যা গিইছ্যা মায় গো তবে 'ইবু' নাম যে রাখিল

আয় হায় রে
এই ভাবে পাচ বছর গাড়াতে রাখিল
আর একদিন ইবু মায়ের কাছে কহিতে লাগিল।

কি কারণে মাগো আমায় রাখছ গাড়াতে
শীঘ্র কইরা কহ শুনি আমার সাইক্ষাতে।
এই কথা শুনিয়া মায় লাগল কহিবারে
শুন বলি বাবা ইবু বলি গো তোমারে।
নমরুদ বাদশা দেখ আরও নেউম খুলাইয়াছে
তার রাজ্যে শিশু পাইলে ধইরা ধইরা মারে ।।

আয় হায় রে
তার রাইজ্যে শিশু পাইলে ধইয়া ধইরা মারে
এই কারণে রাখছি তোমায় গাড়ার ভিতরে।
এই কথা শুনিয়া ইবু গোস্বাতে জ্বলিল
মায়ের আগেতে আরও কহিতে লাগিল।
শুন বলি মা' জননী বলি গো তোমারে
বেটা হইয়া লইছি জনম তোমারই না ঘরে।
একদিন দেখ আরও মরিতে যে হবে
সেও দিন তুমি রাখবা কিও মতে ।।

আয় হায় রে
শুন বলি বাবা ইবু শুন বলি আর
নমরুদ বাদশা সমবাদ পাইলে ধইরা নিব আর।
এই শুনিয়া ইবু আরও লাগল কহিবারে
নিচিন্তেতে থাক মাগো আন্দর মাঝারে।
যাহা আছে কপালেতে কি করিবে তার
দারুণ বিধি মারছে কলম না ফিরিবে আর ।।

আয় হায় রে
এই ভাবে দিন আরও যাইতে লাগিল
একে একে ইবু আরও সিয়ান হইল।
একদিন দেখ আরও দুগগা পূজা দেশেতে আইল
আজর বাবুনের ঘরে পূজার আয়জন করিল।

একদিন বাবুন চইলা গেল জজমানেতে আর
বাবনীরে কইয়া গেল ভোগ লাগাইবার।
এই দিন বাবনীর সাইল মন্দা হইল
ইবুরে ডাকিয়া তবে কহিতে লাগিল ।।

আয় হায় রে
শুন বলি বাবা ইবু বলি গো তোমারে
তোমার বাবা চইলা গেছে জজমানের ঘরে।
বোর গোছল কইরা তুমি ঠাকুর ঘরে যাও
চাউল কলা দিয়া তবে ঠাকুররে ভোগ লাগাও।
এই কথা শুনিয়া ইবু গাছল কইরা আইল
ভোগের সামগ্রী মায় ভাও কইরা দিল।
খঞ্চাভরা ভোগ লইয়া ইবু ঠাকুর ঘরে গেল
ঠাকুরের সামনে গিয়া কহিতে লাগিল।

আয় হায় রে
শুন বলি ঠাকুরানী বলি গো তোমারে
আমার বাবা চইলা গেছে জজমানেরই ঘরে।
দয়া কইরা ভোগখানি খাও শীঘ্র করি
খাও খাও ঠাকুরানী তোমার পায়ে ধরি।
তবে ও ত ঠাকুরে দেখ ভোগ নাহি খায়
ইবু বলে ওগো ঠাকুরাইন ধরি তোমার পায়।
শীঘ্র কইরা থালখানি আজাইর কর তবে
না খাইলে বাবা আমার মারিবে যে তবে ।।

আয় হায় রে
তবেও ঠাকুরে যখন ভোগ না খাইল
গোস্বাতে জলিয়া ইবু আন্দরে চলিল।
ঘরেতে যে ছিল কুড়াল তাহা বাহির করিল
ইবুর মায় সেই কাণ্ড দেখিতে না পাইল।

সেইখান থাইক্যা ইবু আরে তুরিছে গমন
ঠাকুর ঘরের সামনে যায়া দিল দরিশন।
শুন বলি ঠাকুরাণী বলি গো তোমারে
ভালাই যুদি থাকে বলি খাও শীঘ্র করে॥

আয় হায় রে
ভালাই যুদি থাকে ঠাকুর খাইয়া ফালাও তবে
লেইলাপে কুরাইসিন আছে আমার হাতে।
তবে ও ত ঠাকুরে দেখ ভোগ নাহি খায়
আল্লার নাম লইয়া ইবু কুড়াল উঠায়।
পইলা বাড়ি দেখ আর দুগগাকে মারিল
দশ হাত ভাইঙ্গা তবে চুরমার করিল।
এই ভাবে ইবু আরও বাইরাইতে লাগিল
ছোডু বড় সব মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥

আয় হায় রে
এইখান থাইক্যা ইবু আরে তুরিছে গমন
আরেক বাড়ীর ঠাকুর ঘরে দিল দরিশন।
এই বাড়ীরও ঠাকুর ঘরে ভোগ দেখা গেল
সেই খানেও ইবু গিয়া কহিতে লাগিল।
আজ কেনে না খাও ঠাকুর করিলা যে গোসা
পির-পিরাইয়া চাইলেও আর বাঁচনের নাই আশা।
তার পরে ইবু দেখ কোন কাম করিল
একে একে মূর্তি আরও ভাঙ্গিতে লাগিল॥

আয় হায় রে
দুছরা বাড়ীর মূর্তি সব শেষ কইরা দিল
তেছরা বাড়ীতে ইবু দাখেল হইল।
সেই বাড়ীর মূর্তি ইবু নজরে দেখিয়া
কলিজার আগুন তার উঠিল জ্বলিয়া।

আল্লার নাম লইয়া মূর্তি ভাঙ্গিতে লাগিল
দেখতে দেখতে সব মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
সেইখান থাইক্যা ইবু আরে তুরিছে গমন
চতুর্থ বাড়ীতে যায়া দিল দরিশন ॥

আয় হায় রে
চতুর্থ বাড়ীর গো মূর্তি নজরে দেখিল
সেই খানের মূর্তি আরও ভাঙ্গিতে লাগিল।
সেই বাড়ীর মূর্তি ভাইঙ্গা তবে করিল গমন
পঞ্চতম বাড়ীর ঠাকুর ঘরে দিল দরিশন।
দরিশন দিয়া ইবু কোন কাম করে
ধারে ছিরে মূর্তি আরও ভাঙ্গে ধারে ধারে।
সেই বাড়ির মূর্তি ভাঙ্গিয়া যে তবে
ঠাকুরের কান্দে কুড়াল থইল যে আরে ॥

আয় হায় রে
কুড়াল থইয়া ইবু ভাগিয়া চলিল
পাড়া জুইড়া লোকজনের সাড়া পইড়া গেল।
কেমুন জনে এমুন কাম করল হায় রে হায়
দেব দেবী ভাংছে এখন কি হবে উপায়।
দৌড়া দৌড়ি কইরা লোকজন কেউরে না পাইল
অবশেষে এক জাগায় দলা হইয়া গেল ॥

আয় হায় রে
কুড়াল সামনে নিয়া লোকজন চিন্তা ভাবনা করে
কার বাড়ীর কুড়ার আরে দেখ খুজ করে।
সকলে খুঁজিয়া তবে যে দেখিল
আজর বাবুনের কুড়াল দেখিতে পাইল।
তৎখনাতে বাবুনের কাছে লোকজন লাগছে কহিবার
তোমার ঘরেতে তবে দুশমন আমরার।

যত ঠাকুর ছিল দেখ আমারার গেরামে
সকলি ভাঙ্গিল ঠাকুর তোমার না ইবু যে ॥

আয় হায় রে
সেই বিছার করব দেখ নমরুদ বাদশা আর
ইবুরে মারিয়া বাদশায় করিব ছারখার।
এই বলিয়া লোকজন ভুরিছে গমন
নমরুদ বাদশার দরবারে যায়া দিল দরিশন।
শুন শুন নমরুদ বাদশা বলি যে তোমারে
আমরার দুশমন লইছে জনম আজর বাবুনের ঘরে।
আমরার গেরামে আছিন ঠাকুর যত আর
বাবুনের ছাইল্যায় সব করিছে ছারখার ॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া নমরুদ কোন কাম করে
ডাকিয়া পাঠাইল তবে আজর বাবুনেরে।
শুন বলি আজর বাবুন বলি গো তোমারে
দুশমন বিলে লইছে জনম তোমারই না ঘরে।
শীঘ্র কইরা কও বাবুন তারে মারবে কি না আর
কও কও আজর বাবুন কও সমাচার ॥

আয় হায় রে
এই কথা শুনিয়া বাবুন কাঁপে থরে থরে
যেই ভাবে খুশী বাদশা মারেন ইবুয়ে।
তৎক্ষণাতে নমরুদ বাদশা ভাবে মনে মনে
এমুন দুশমনরে আমি মারিব কেমুনে।
মারব মারব তারে আমি আগুনে জ্বালিয়া
মারব মারব তারে আমি চরক গাছ দিয়া ॥

আয় হায় রে
চরক গাছের কথা যেই মনেতে হইল
দেশের কাইট্যারা সবে ডাকিয়া পাঠাইল।

একশ' বিরাশী কাইট্যারা তলব পাইয়া আর
দৌড়াদৌড়ি কইরা আইল নমরুদের দরবার।
নমরুদ বুলে কাইট্যারা গো বলি যে তোমরারে
যত গাছ আছে দেখ জঙ্গল মাঝারে।
যত গাছ আছে দেখ জঙ্গল মাঝারে
সকল গাছ কাইট্যা আনবা মাঠের কিনারে ।।

আয় হায় রে
মাঠের কিনারে আইন্যা আগুন ধরাইব
দুশমন ইবুরে আমরা জ্বালাইয়া মারিব।
এই কথা শুইন্যা কাইট্যারা যে আর
সকলি চলিয়া গেল জঙ্গলের মাঝার।
গাছের কাছেতে গিয়া যখন খাড়া হইল
আল্লার কুদ্রতে গাছ জবান করিল ।।

আয় হায় রে
শুন বলি কাইট্যারারে বলি যে তোমরারে
নমরুদের হুকুমে আইছ আমরারে কাটিবারে।
আমরা ত দেই গো দোহাই খলিলুল্লার তরে
তার আগুনে দেখ না যাইব তবে।
এই ভাবে যত গাছ ছিল জঙ্গল মাঝারে
সকলি যে দেয় দোহাই খলিলুল্লার তরে ।।

আয় হায় রে
একশ' বিরাশী কাইট্যারা গো ছিল জঙ্গলের মাঝার
গাছের জবান গো শুনিয়া হইল চমৎকার।
তৎক্ষণাতে তারা কোন কাম করে
সকলি চলিয়া গেল নমরুদের দরবারে।
শুন বলি নমরুদ বাদশা বলি তোমার ঠাঁই
এমুন আচানক কথা কবু কানে শুনি নাই।

বাপ-দাদা চইদ্দফিরি গ্যাছ কাইট্যা গেছে
গাছে যে গো কথা কয় কেহ না শুনিয়াছে ।।

আয় হায় রে
জঙ্গলেতে যাই গো যখন গাছ কাটিবারে
সকল গাছ দেয় গো দোহাই খলিলুল্লার তরে ।
এই কথা শুনিয়া নমরুদ গোস্বায়ে জ্বলিল
তাড়াতাড়ি গাছ আনিবার আদেশ করিল ।
শীঘ্র কইরা যাও গো তোমরা জঙ্গল মাঝারে
যেই গাছে দেয় না দোহাই কাইট্যা আন তারে ।
আদেশ পাইয়া কাইট্যারারে সকলি চলিল
অঘোর জঙ্গলে যায়া দরিশন দিল ।।

আয় হায় রে
একে একে কাইট্যারা গো গাছের কাছে গেল
নমরুদের কুণ্ড দিতে রাজি না হইল ।
অবশেষে জঙ্গলেতে ছিল যত ছাউ আর ঝাউ
নমরুদের কুণ্ড দিতে রাজি হইয়া গেল ।
সত্তুইর হাত লম্বা এক ঝাউ গাছ ছিল
সেই গাছ ছাঁইয়া ছিলিয়া ভাও যে করিল ।
কাছি লাগাইল তবে গাছের মাঝারে
দুরে থাইক্যা সবে তখন লাগল টানিবারে ।।

আয় হায় রে
আল্লায় বুলে জিব্রীল আরে শুন কই তোমারে
শীঘ্র কইর্যা চইলা যাও গাছের মাঝারে ।
তুমি গিয়া ধইরা রাখ গাছের উপরে
কাফিরগণে গাছ যেন তুলিতে না পারে ।
আদেশ পাইয়া জিব্রীল আরে তুরিছে গমন
গাছের মাঝারে আইসা করিল বসন ।।

আয় হায় রে

বড় কষ্ট লোকজন আরে করিতে লাগিল
তবুও গাছ দেখ খাড়া না হইল।
একে একে দেখ আরও কয়েক দিন যায়
তার পরে ভুতে দেখ স্বপন দেখায়।
শুন বলি নমরুদ বাদশা বলি তোমার কাছে
এই গাছ তুলতে তুমি পারিবানা যে।
এই গাছ তুলতে তুমি পারিবানা আর
জিব্রীল ফিরিস্তা ধইরা রাখছে গাছের মাঝার ॥

আয় হায় রে

এই কথা শুনিয়া নমরুদ গাছকে কহিবারে
কি পরকারে তুলব গাছ সন্ধান বল মোরে।
তৎক্ষণাতে ভুত দেখ কহে ঠাঁই ঠাঁই
গাছ কেমনে উঠাইবা না দেখি সন্ধান।
এক উপায় আছে দেখ বলি যে তোমারে
দুই চাইর জনরে করাও জীনা গাছের উপরে।
তবে যেন ফিরিস্তা চইলা যাইব আর
তৎক্ষণাতে গাছ উঠাইবা ময়দানের মাঝার ॥

আয় হায় রে

এই কথা শুনিয়া নমরুদ কোন কাম করে
দুই চাইর জনরে জীনা করায় গাছের উপরে।
ফিরিস্তা যে ছিল গাছের মাঝার
চল্লিশ হাত দূরে তবে চইলা গেল আর।
তৎক্ষণাতে লোকজন কাছি লাগাইল
কাছি লাগাইয়া গাছ টানিতে লাগিল।
কাছি লাগাইয়া গাছ টানিতে লাগিল
তার পরে নিয়া গাছ খাড়া যে করিল ॥

আয় হায় রে
গাছ খাড়া কইরা নমরুদ কোন কাম করে
দেশের মেস্তরী সব আনিল দরবারে।
শুন বলি মেস্তরী আরে বলি গো তোমরারে
তোমরা সবে আত্তি ঘোড়া বানাইবা যে।
কেউ বানাও বাঘ-ভাল্লুক কেউ বানাও ঘোড়া
কেউ বানাও সিদ্ধি আরও কেউ বানাও বোড়া ।।

আয় হায় রে
আদেশ পাইয়া মেস্তরীগণ পুতলা বানাইল
পুতলার পিষ্টেতে দেখ রসি লাগাইল।
চরকের গাছ আরে বানাইয়া আর
পুতলা নিয়া নটকাইল ডাইলের মাঝার।
শতে শতে পুতলা দেখ লাগাইল ডালে
একটাত ধইরা ঘুরান দেয় সবটি ঘুরে তালে ।।

আয় হায় রে
চরক গাছ বানাইয়া বাদশা লাগছে কহিবার
আমার রাইজ্যেতে চরক পূজা হইবে যে আর।
রাইজ্যেতে ঘোষণা দিল পরজা বরাবর
ঘরে ঘরে পঁছল তারও পূজার খবর।
দিন তারিখ নমরুদ আরও ঠিক কইরা দিল
সেই দিন তারিখ গো আর ও সমবার ছিল ।।

আয় হায় রে
যেই তারিখ আরে চরক পূজা ছিল
সেই তারিখ ইবু আরে মায়েরে কহিল।
শুন শুন মা জননী বলি তোমার ঠাঁই
চরক পূজা দেখতে আমি মাঠে চইলা যাই।

এই কথা শুনিয়া মায় গো লাগছে কহিবারে
শুন বলি বাবা ইবু বলি গো তোমারে।
তোমার লাগি চড়ক পূজা নমরুদ করিল
এই চরকে তুইল্যা তোমায় আগুনে ফেলিব ।।

আয় হায় রে
ইবু বুলে মা জননী বলি গো এখন
আমার লাগি মনে ভয় না নিও কখন।
এই ভাবে মরণ যুদি কপালের লেখা হয়
আল্লার নাম লইয়া আমি মরিব নিচ্ছয়।
মায়ের চরণে ইবু ছেলাম করিয়া
ঘরতে না বাইর অইল কলিমা পড়িয়া।।

আয় হায় রে
কাইন্দা কাইন্দা ইবু আরে লাগছে যাইবার
রহম কর গো আল্লা উপরে আমার
সেইখান থাইক্যা ইবু আরে তুরিছে গমন।
চরক গাছের মেলায় গিয়া দিল দরিশন।
আর ও কত লোক আইছে তামশা দেখিবারে
দেখিয়া ইবু যখন উঠিল চরকের উপরে।
ইবু যখন উঠিল চরকের উপরে
সাত দিনের আগুন নমরুদ জ্বালাইল মাঠে রে।।

আয় হায় রে
নমরুদের কইন্যা ছিল তাহার আন্দরে
উঠিয়া দেখিল কইন্যা তে-তালার উপরে।
কেমুন ছুরতের পুরুষ ফালাইব আগুনে
দেখিবার লাগি কইন্যা বসিল ছাঙরে
ছাঙরে বসিয়া কইন্যা নজর কইরা চায়।।
ইবুর রূপেতে তার ধান্দা লাইগ্যা যায়।।

আয় হায় রে
আগুন জ্বলিলে নমরুদ হুকুম করিল
আরও জুরে চরক গাছ ঘুরাইতে লাগিল।
দাঁ দাঁ কইরা আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিছে
তৎক্ষণাতে চরকের ডাল কাইট্টা দিছে।
ঘুরান খাইয়া ইবু আরে কোন কাম করে
ঘুরতে ঘুরতে পড়ল গিয়া আগুনের মাঝারে।
আগুনে পড়িয়া ইবু আল্লাকে স্মুরন
আল্লায় বুলে জিব্রীল তুরিছে গমন ॥

আয় হায় রে
কুণ্ডেতে পড়িয়া ইবু আল্লাকে স্মুরন
আল্লায় বুলে জিব্রীল তুরিছে গমন।
আমার দুস্তের কাছে যাহ রে চলিয়া
আল্লতল কুরছির আয়াত আরও দেহ রে বলিয়া।
এই আয়াত দুস্তে যুদি জপে মনে মনে
পশম না পুড়বে তার কুণ্ডর আগুনে ॥

আয় হায় রে
আদেশ পাইয়া জিব্রীল তুরিছে গমন
আগুনের কুণ্ডিত গিয়া দিল দরিশন।
ইব্রাহিমের কাছে তখন আয়াত বলিয়া
তৎক্ষণাতে জিব্রীল আরে আসিল ফিরিয়া।
আয়াত হিকিয়া ইবু মনেতে স্মুরন
আয়াতের জোরে তার না পুড়ে পশম।
যেইখানে গিয়া ইবু আগুনে পড়িল
সেইখানের আগুন দেখ নিবিয়া যে গেল ॥

আয় হায় রে
নমরুদের কইন্যা ছিল তেতালার উপরে
সকলি দেখিল কইন্যা বসিয়া ছাপ্পরে।
যা আছে কপালেতে তা হইবে আর
এখনেই চলিয়া যাইব আগুনের মাঝার।
এই কথা ভাইব্যা কইন্যা তুরিছে গমন
আগুনের কুণ্ডিত গিয়া দিল দরিশন।
দৌড় দিয়া যেই কইন্যা আগুনে পড়িল
সেইখানের আগুন জিইম্যা রাস্তা হইয়া গেল।।

আয় হায় রে
এইভাবে কইন্যা আরও দৌড়িতে লাগিল
ইবুর কাছেতে গিয়া বসিয়া পড়িল।
ইবু বলে ওগো কইন্যা বলি গো তোমারে
কোথা হইতে আইলা তুমি পুইড়া মরিবারে।
কেবা তোমার মাতা-পিতা কিবা জাতি হও
সব কিছু খুইল্যা কইন্যা আমার কাছে কও।
কইন্যা বুলে, নাহি আমার মাতা-পিতা, নাহি কোন জাতি
অবলা ভাবিয়া আইছি আপনি আমার পতি।।

আয় হায় রে
এই দিগে দেখ আরও কোন কাণ্ড হইল
নমরুদের বাড়িত কইন্যা বিছড়াইতে লাগিল।
কিছুখানে কইন্যার খবর না পাইয়া
সকলে যে হয়রান হইল কান্দিয়া কান্দিয়া।
ঠাকুর আনাইয়া তবে গনা যে গনাইল
আগুনের কুণ্ডিত কইন্যা উদ্দিশ হইল।।

আয় হায় রে
একে একে আগুন দেখ সাতদিন জ্বলিল
সাত দিনের পরে আগুন নিবিয়া যে গেল।
সেইদিন নমরুদ আরে কোন কাম করে
লোকজন পাঠায় আরও মাঠের মাঝারে।
মাঠের মাঝারে গিয়া লোকজন নজর করিল
ছাইয়ের টালের মাইঝে দুনুজন বসিয়া রহিল।
তৎক্ষণাতে লোকজন আরে কোন কাম করে
শীঘ্র কইরা চইলা গেল নমরুদের দরবারে ॥

আয় হায় রে
নমরুদের কানে লোকজন সমবাদ বলিল
আপনার কইন্যা লইয়া ইবু বাঁচিয়া রহিল।
আপনার কইন্যা লইয়া ইবু বাঁচিয়া রহিল
আগুনের কুণ্ডে তাদের পশম না পুড়িল।
নমরুদ বুলে ওগো লোকজন বলি গো তোমরারে
কইন্যারে ধরিয়া আনবা আমার দরবারে ॥

আয় হায় রে
হুকুম পাইয়া লোকজন তুরিছে গমন
কইন্যার সাইক্ষাতে যায়া দিল দরিশন।
কইন্যার সাইক্ষাতে যায়া লাগছে কহিবারে
বাদশার হুকুম অইছে ধইরা নিতাম তুরে।
শীঘ্র কইরা লও গো কইন্যা শীঘ্র কর আর
না অইলে জোরে নিব বাদশার দরবার ॥

আয় হায় রে
কইন্যায় বুলে শুন লোকজন বলি গো তোমরারে
আমি ত না যাইব আর বাবার দরবারে।
এই কথা লোকজন আরে যখনে শুনিল
দশে বিশে কইন্যা আরও টানিতে লাগিল।

বইসাছিল কইন্যা আরও জমিন উপরে
টানাটানি কইরাও কইন্যা লড়াইত না পারে ।।

আয় হায় রে
তৎক্ষণাতে লোকজন আরে তুরিছে গমন
নমরুদের দরবারে গিয়া দিল দরিশন ।
শুন বলি নমরুদ বাদশা বলি গো তোমারে
তোমার কইন্যা জোর করিলাম না আসিল ঘরে !
ঘরে না আসিল কইন্যা কইছে আমারায় আগে
কইন্যায় বুলে জাতি দিব ইবুর না সনে ।।

আয় হায় রে
এই কথা নমরুদ আরে যখনে শুনিল
অজর বাবুনের আগে দেখ কহিতে লাগিল ।
শুন বলি বাবুন আরে শুন কই তোমারে
তোমার ইবুর গো লগে যুদ্ধ দিব তবে ।
বাবুনে কয় শুন বাদশা শুন কই তোমারে
যেই ভাবে খুশী হয় মার গো তাহারে ।।

আয় হায় রে
দিন তারিখ ঠিক হইল যুদ্ধ করিবার
হাজার হাজার সেনা-সৈন্য নমরুদ সাজাইল আর ।
কামান বারুত লইয়া গেল মাঠের মাঝারে
ইবুরে সমবাদ দিল যুদ্ধে আসিবারে ।
সমবাদ পাইয়া ইবু মায়ের কাছে গেল
মায়ের সাইক্ষাতে তবে কহিতে লাগিল ।।

আয় হায় রে
শুন বলি মা জননী বলি গো তোমারে
এখনি হইবে মরণ আমারই না তরে ।

নমরুদ সাজাইল সেনা-সৈন্য আমায় মারিবার
তে কারণে চলছি আমি মাঠের মাঝার।
তোমার দু'খের ধার মাগো না পারিব দিতে
দোয়া কইরো চইলা যাই মাঠের মাঝারে।
এই কথা কহিয়া ইবু বিদায় চাহিল
আর দেখ মায়ের পায়ে ছেলাম জানাইল ॥

আয় হায় রে
এইখান থাইক্যা ইবু আরও তুরিছে গমন
মাঠের মাঝারে গিয়া দিল দরিশন।
ইবুরে দেখিয়া নমরুদ লাগছে কহিবার
শুন বলি ইবু আরে সেনা কই তোমার?
তৎক্ষণাতে ইবু আরে লাগছে কহিবার
বিছরাম কইরা লই মাঠের মাঝার।
সেই সময় না ইবু আরে কোন কাম করিল
মাঠের মাঝেতে দুই রেখাত নমাজ পড়িল ॥

আয় হায় রে
মনাজাত করে ইবু আল্লার দরবারে
তুমি আল্লা রহম কর তোমার বান্দার উপরে।
আল্লায় বলে জিব্রীল আরে শুন কই তোমারে
ছাইড়া দেও দুজখের মশা নমরুদ মারিবারে।
ইব্রাহিমের সাইথ্যে মশা দেও পাঠাইয়া
সেন সইত্যে নমরুদেরে ফালাওক মারিয়া।
তৎক্ষণাতে জিবরীল আরে দুজখেতে গেল
আল্লার হুকুমে মশার কপাট খুলিয়া যে দিল ॥

আয় হায় রে
ছাড়া পাইয়া গেল মশা মাঠের মাঝারে
ইব্রাহিমের কাছে গিয়া লাগছে কহিবারে।

শুন বলি ইব্রাহিম ভাই বলি গো তোমারে
আল্লায় পাঠাইছে তোমায় সাহ্য করিবারে।
শীঘ্র কইরা কর হুকুম আমরার উপর
কি করিতে হইবে আরও দেও বুঝাইয়া ॥

আয় হায় রে
ইব্রাহিমে বলে মশা শুন কই তোমরারে
নমরুদের লগে আইছি যুদ্ধ করিবারে।
শুন বলি মশা আর ও শুন সমাচার
সেনা সৈন্য মারবা আর নমরুদ বাদশার।
হুকুম পাইয়া মশা তুরিছে গমন
সেনা-সৈন্যর মাথায় ছোঁট করিল তখন।
পইলা ছোঁটে মইরা গেল আত্তির মাহুত
তার পরে মারল কামুড় আত্তির উরে ॥

আয় হায় রে
তার পরে মারল কামুড় আত্তির উপরে
আত্তি পইড়া মারা গেল মাঠের মাঝারে।
যত আছিল সেনা সৈন্য কামান ছাড়িল
নমরুদের গর্জানে মাটি কাঁপিতে লাগিল।
এই ভাবে গুলি বারুদ যত ইতি ছিল
নিমিষেতে সব দেখ ফুরাইয়া গেল।
ধুমার আন্দাইর গিয়া যখন পশর হইল
সব মশা বইসা রইছে নমরুদ দেখিল ॥

আয় হায় রে
তার পরে মশায় দেখ কোন কাম করিল
ধারে ছিরে সেনা আরও কামড়াইতে লাগিল।
এই ভাবে সেনা আরও কামড়াইতে লাগিল
আত্তি ঘোড়া থইয়া সেনা ভাগিয়া চলিল।

মশার কামুড়ে নমরুদ তিষ্টিতে না পারে
আত্তি লইয়া নমরুদ আরও লাগছে দৌড়িবারে।
দৌড়িতে দৌড়িতে বাদশা আন্দর না গেছে
লেংড়া একটা মশা দেখ লাগে তার পিছে ॥

আয় হায় রে

দিশা বিশা না পাইয়া মশা আরও তবে
নাঁকো দিয়া সাপ্পাইল নমরুদের মস্তকে।
মস্তকে না গিয়া মশা বসিয়া পড়িল
আস্তে আস্তে দেখ আরও কামুড় মারিল।
মশার কামুড়ে নমরুদ পাগলের আকার
মস্তকে আঘাত করে, করে বারে বার ॥

আয় হায় রে

মশায় যখন রাও করে মস্তকে বসিয়া
লোকজন আনল নমরুদ কাছেতে ডাকিয়া।
শুন বলি লোকজন আরে শুন কই তোমরারে
তাড়াতাড়ি কর আঘাত আমার মস্তকের উপরে।
এই কথা শুনিয়া লোকজন ঠেঙ্গা লইল হাতে
জোরে জোরে মারল বাড়ি নমরুদের মস্তকে ॥

আয় হায় রে

তবুও ত মশায় দেখ রাও বারণ নাহি করে
লোকজনে বলে বাদশা শুন কই তোমারে।
শুন কই তোমারে বাদশা দিয়া শুন মন
ইবুর দোহাই দিলে মশা হইবে বারণ।
এই কথা শুনিয়া নমরুদ ইবুর দোহাই দিল
তৎক্ষণাতে মশা দেখ বারণ হইল ॥

আয় হায় রে

এই ভাবে কিছুক্ষণ রহিল জিম্যারিয়া।
খলিলুল্লার নাম বাদশা গেলগা ভুলিয়া।

নমরুদ বলে লোকজন আরে শুন কই তোমরারে
ইবুর দিন দেখ আমি মানিবনা যে।
এই কথা নমরুদ যখন মনেতে করিল
তৎক্ষণাতে মশায় দেখ কামুড় মারিল।
তৎক্ষণাতে মশায় দেখ কামুড় মারিল
এই কামুড় খাইয়া নমরুদ মরিয়া যে গেল ॥

আয় হায় রে
তার পরে রাইজ্যে যত বাবুন না ছিল
একে একে সবে আরও ইব্রাহিমের দীন কবুল করিল
নমরুদের কইন্যার নাম সাহেরা রাখিয়া
ইব্রাহিমে করল বিয়া কলেমা পড়িয়া।
কলেমা পড়িয়া বিয়া যে হইল
ইব্রাহিমের মায় বউ ঘরেতে তুলিল।
কলেমা পড়িয়া সবে মুছলমান হইল
এই খণ্ড জারী আমার শেষ হইয়া গেল ॥

আয় হায় রে
আমি অতি মুর্খমতি এইখানে ইতি দিয়া যাই
সবার জনাবে আমি ছেলাম জানাই।
আপ্তর আলী নাম গো আমি সভায় করি জারী
হয়বত নগর জঙ্গলবাড়ি মইধ্যে কাডাকালী
বত্রিশ গরগণা গো বগাদিয়া বাড়ি ॥

ঢাকা

ঢাকা থেকে আদমের জারী, চাচা ভাতিজার জংগ, বড় এমামের জারী, মাদার মনির জারী, মুনছুরের জারী, লম্ব মতির জারী, শাহজালালের জারী, শেখ ফরিদের জারী, সাদ্দাদের জারী ও সোলায়মান নবীর জারী গানগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব কহিনূর রহমান, গ্রাম : পাইকপাড়া, ডাকঘর : উয়াশী পাইকপাড়া, জেলা : ঢাকা।

আদমের জারী

হায় রে একটি মানুষ যাইতেছিল মাঠের উপর দিয়া
বাঘ একটি আসিল তাহাকে তাড়াইয়া ॥
সেই ব্যক্তি তখন কি কার্য করিল
দৌড়িয়া তখন ভাই রে এক কূপের মাঝে গেল ॥
দৌড়িয়া গেল ভাই রে সেই কূপের ধারে
এক বিন্না ছোপা ছিল সেই কূপের কিনারে ॥
বিন্না ছোপ ধরিয়া সে ঝুলিয়া পড়িল
কুয়ার মধ্যে তখন এক সাপ দেখিতে পাইল ॥

কুয়ার মধ্যে যখন ভাই রে সাপ ফণা ধরে
ঐ ব্যক্তি ভাবিতেছে তখন অন্তরে ॥
উপরেতে বাঘ ভাই রে নীচে সাপের ফণা
এমন সময় রক্ষা করে তাকে কোন জনা ॥
মুখে লইয়াছে তখন হক আল্লার নাম
হক আল্লা হাকিম তাহার পুরণ করল মনস্কাম ॥

হায় রে হক আল্লা হাকিম তখন আরশে বসিয়া
জীব্রাইলকে বলছে তুমি যাও এখন চলিয়া ॥
আমার নাম লইয়া যদি বান্দা মারা যায়
দুনিয়াতে থাকবে না কেউ আমার নাম লইবার ॥
এই কথা শুনিয়া জীব্রাইল কি কাম করিল
হায় রে কুয়ার উপরে বট গাছে এক মধুর চাইক করিল ॥

হায় রে কুদরতী মধুর চাইক ভাই কে বুঝিতে পারে
ক্ষুধা লাগলে ঐ ব্যক্তির মুখে মধু ফোঁটা ফোঁটা পড়ে ॥

উদর পূর্ণ হইলে মধু যায় বন্ধ হইয়া
এইভাবে গেল হায় রে কয়েকদিন কাটিয়া ।।
মধু খাইয়া ঐ ব্যক্তির ভরিল অন্তর
আল্লার নাম তার ভুল হইল ভাবিল কিমর ।।

হায় রে আল্লার নাম যখন তাহার ভুল হইয়া গেল
বিন্না ছোপার গোড়ে তখন ইন্দুর লাগিল ।।
একদিন যায় আর একটি শিকড় কাটে
মানুষের ভারে বিন্না গাছ ফট করে উঠে ।।
ভাব আল্লা ভাব পাষাণ মন মরণ নয় তো দূরে
ইন্দুর লাইগাছে সবার হায়াত গাছের গোড়ে ।।
আইছ বান্দা ভবের পরে বাইঞ্জা গিটে চাইল
চাইল ফুরাইলে যাইতে হবে তোমার আজি কিংবা কাইল ।।

হায় রে মন শিক্ষা বলতে আমার হবে অনেক দেরী
মন দিয়া শোনেন সবে আদমেরী জারি ।।

হায় রে আল্লা বলছে কোরানে লক্ষ্য করিয়া
সুরা বাকারার ত্রিশ আয়াত পড়িয়া ।।
ফেরেস্তাদের ডেকে আল্লা বলিতেছে ওরে
খলিফা তৈরী করব আমি এই দুনিয়ার ভিতরে ।।
ফেরেস্তায় বলছে আল্লা পাক ছোবাহান
কখনও করিও না তুমি এমন ঝুকের কাম ।।
দুনিয়াতে মানুষ জন্ম নিয়া—
ঝগড়া ঝাটি করে তারা যাবে বরবাত হইয়া ।।
তার চেয়ে ভাল আল্লা দেখ লক্ষ্য করে
আমরা আছি সর্বদাই তোমার এবাদতের তরে ।।

বলছে আল্লা ফেরেস্তাদের শোন ফেরেস্তা
আমি যাহা জানি হয় তোমরা জান না ।।

আল্লা তখন আদমেরে সৃষ্টি করিয়া
রুহকে দিলেন আল্লা ভিতরে ফুকিয়া ॥
সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী আল্লা আদমকে করিল
সব ফেরেস্তারে আল্লা সেজদা করিতে বলিল ॥
সব ফেরেস্তায় সেজদা করে
আল্লার হুকুম পাইয়া ॥
মকরুম ফেরেস্তা সে গর্ব করিয়া
বিরত রহিল সে সেজদা হইতে
লান্তের তক্ত পড়ল তাহার গলেতে ॥

আল্লায় বলছে ওহে মকরুম শয়তান
বিতাড়িত হও তুমি নাই কোন কাম ॥
শয়তান বলছে তখন আল্লার দরবারে
লক্ষ বৎসর এবাদত করেছি তোমার তরে ॥
আজ একটি কথা আল্লা তোমার পাক-দরবারে
কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু আল্লা দাও তুমি আমারে ॥
আদমেরে আমি যেন কুমন্ত্রণা করিয়া
রাখিতে পারি এবাদত হইতে গাফেল করিয়া ॥
আর একটি কথা আছে আল্লা পাক-দরবারে
যে কোন ছুরত ধরিতে শক্তি দাও আমারে ॥
আদমের জন্যেই যদি আমার লান্নত হইল
দেখিব এবার আমি আদম কত বড় ॥

আল্লা বলছে তখন মকরুমের ঠাঁই
বান্দা আমার খাটি হইলে তোমার সাধ্য নাই ॥
মোমেনের অন্তরে আমি থাকি বসিয়া
মোমেন বান্দায় দিবে তোমায় বিতাড়িত করিয়া ॥
কবুল করিলাম আমি প্রার্থনা তোমার
কিয়ামতের পর বাস হইবে তোমার দোজখ মাজার ॥

তোমার কথা শোনে যারা যাবে গাফেল হইয়া
তাহাদের দিব আমি দোজখে ফেলিয়া ॥
বেহেস্তের মাঝে থাকে আদম অনেক সুখের ঘরে
হাওয়া সৃষ্টি করিল আল্লা আদমের তরে ॥
হাওয়া সৃষ্টি করিয়া আল্লা একটি গাছ দেখাইয়া
আদমকে বলিতেছে সতর্ক করিয়া ॥
সব জিনিষ আছে দেখ বেহেস্তের ভিতরে
সব খাইতে পার তোমার মনে যাহা ধরে ॥
সাবধান তোমাকে দেই সতর্ক করিয়া
কখনও খাইও না তুমি গন্ধমের লাগিয়া ॥
সব খাইতে বলিল আল্লা আদমেরে
কেবল মানা করিল ঐ খাইতে গন্ধমেরে ॥

বেহেস্তের মাঝে আদম হাওয়া দুইজনায়
বেহেস্তের ফল খেয়ে তারা সুখেতে কাটায় ॥
একদিন বলছে শয়তান সর্পরূপ ধরে
একবার খেয়ে দেখ আদম ঐ গন্ধমেরে ॥
বেহেস্তের মাঝে হায় যত ফল আছে
সব কিছু তুচ্ছ বাবা এই গন্ধমের কাছে ॥
হাওয়া বলছে তখন আদমেরই তরে
খেয়ে একবার দেখিব আমি ঐ গন্ধমেরে ॥

হায় রে যখন দুইজনে ভাই রে গন্ধম খাইল
দুইজনের মধ্যে তখন লজ্জা আসিল ॥
বলছে আল্লা তখন আদমেরে
দুনিয়াতে যাও তুমি খাইয়াছ যখন গন্ধমেরে ॥
দুনিয়াতে আসিয়া তারা তখন কি করিল
আরাফাতের ময়দানে কান্দিতে লাগিল ॥
আল্লা বলছে আদম আমি বলি তোমারে
তোমার তৌবা কবুল হইল আমার দরবারে ॥

তোমাকে দিলাম আমি নবী করিয়া
তোমার আওলাদ সৃষ্টি হইল আমার এবাদতের লাগিয়া।
পাহাড় সমান গোনা করে যদি কোন বান্দায়
আল্লার দরবারে খাস দেলে ক্ষমা চায় ॥
আল্লা রাব্বুল আল-আমিন দয়াবান হইয়া
তাহার গোনা তখন দেন মাফ করিয়া ॥

যার খেলা সেই খেলে জীবের লাগে গোলা
কে বুঝিতে পারে তোমার খেলারে আল্লা
কে বুঝিতে পারে তোমার খেলা ॥

চাচা-ভাতিজার জংগ

কান্দিয়া জয়নাল আবদিন বলে মাগো জননী
রণ করিতে যাব রে আমি খাইতে একটু দাও পানি।
পিপাসেতে প্রাণ বাঁচে না হলকোম গেছে শুকাইয়া
রণ করিতে যাব রে আমি আমারে দেও সাজাইয়া ॥

খিদার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না চক্ষে দেখি অন্ধকার
নবীর বংশ রে কল্লো এজিদ বেইমান কুফর ॥
আল্লায় যদি বাঁচায় মোরে দেখব এজিদের শক্তি
বিদায় দাও মা মা জননী তুমি দেও অনুমতি ॥

নয়নমণি বংশের বাতি কোন প্রাণে দিব বিদায়
আহা রে দারুণ রে বিধি এই কি মায়ের পানে সয় ॥
কি করিব কোথায় যাব বিধি বুঝি হইছে বাম
যার পাতের ভাতে মানুষ হইচাস এই কি এজিদ তোমার কাম ॥

পারবনা পারবনা রে জয়নাল তোমারে বিদায় দিতে
অভাগী মায় কাইন্দা রে মরবে তুমি যাইবা রণেতে ॥
আয় রে আমার নয়নমণি মা বোল বইলে কোলে আয়
তোর শোগে কাইন্দা রে মরবে তোমার অভাগী মায় ॥

ঘরে নাই মোর দানা পানি সাত দিনের তুই অনাহার
তোরে বিদায় দিয়া রে আমি চোক্ষে দেখব অন্ধকার ॥
তোমার আশায় প্রাণ রইয়াছে তবু আছি বাঁচিয়া
কোন প্রাণে যাবি রে জয়নাল আমাকে তুই ছাড়িয়া ॥

ফুরাত নদী ঘিরে রাখছে এজিদ কাফের বেইমান
পানি বিনে বাবজান মইল কি ফল হবে রাইখা জান ॥

অনাহারে রাখছে এজিদ অন্ধকার কয়াদ ঘরে
পায় ধরি মা বিনয় করি বিদায় দেও মা আমারে ।।

কোথায় আছাও দারুণ বিধি আছাও বুঝি ঘুরাইয়া
নবীর বংশে এত রে দুঃখ দেখছাও বুঝি চাহিয়া ।
কি দোষ কইরাছি রে বিধি তোমার ঐ দরবারে
পুরী সমেত ঘিরিয়া রাখছে বেইমান এজিদ কাফেরে ।।

আইজ মরিব কাইল মরিব মরণে কি আছে ভয়
আমার জীবন দিয়া মাগো যদি বংশ রক্ষা হয় ।
কাইন্দ না কাইন্দ না মা গো দোয়া কর আমারে
তোমার দোয়ায় রণেতে জয় কে মোরে মারতে পারে ।।

পুরী সমেত কাইন্দা রে ওঠে হায় পানি হায় দেও পানি
জয়নাল কান্দে করজোড়ে কোথায় তুমি রব্বানি ।
আহা রে দারুণ রে বিধি তোর মনে কি এই ছিল
চাচা মইল জহর খাইয়া পানি বিনে বাবজান মইল ।।

জিব্রিল বলে বারিতালা তোর মহিমা বুঝা ভার
তোমার খেলা তুমি খেল জীবে দেখে অন্ধকার ।
বংশের দুলাল একই রে জয়নাল তারে পাঠাও রণেতে
দেখিয়া এজিদ কাফের তীর মারিবে বক্ষেতে ।।

পুরী সমেত কাইন্দা রে উঠে পানি পানি বলিয়া
জিব্রাইল বলে বারিতালা কে বোঝে তোর মহিমা ।
ভাই বিরাদা সব গিয়াছে বংশে আছে এক জয়নাল
দুনাই ভরা কত রে পানি নবীর বংশে পায় না জল ।।

পশু কান্দে পক্ষিরে কান্দে কান্দে আসমান জমিন
দুঃখের ছাইলা জয়নাল কান্দে কোথায় রব্বেল আলামিন
পাথরকে ভাসাইতে পার সোনাকে ডুবাও তুমি
নবীর বংশ রক্ষা রে কর আমার জীবন নেও তুমি ॥

দুলদুল সাজিল রে রণে জয়নাল হইল সোয়ার
কাফেরগণে দেইখা তারে চোক্ষে দেখে অন্ধকার।
ঘোড়ার উপর বইসা রে জয়নাল মারিতে লাগিল তীর
দৌড়া দৌড়ি কইরা পলায় কাফের হইল অস্থির ।

খুষ্য দেলে হানিফ সাহা বইসা আছে দরবারে
কওতো তোমরা ওহে লোকজন প্রাণ কেন এমন করে ।
না জানি কোন বিপদ আসে ঝরে আমার দুই আখি
কও তো দেখি মদিনার খবর আমি শুনে হই সুখী ।।

কাসেদ হইল রে হাজির লইয়া জয়নালের খত
পড়িয়া জয়নালের চিঠি শিরেতে মারিল হাত।
আসমান ভাইংগা পইল যেমুন হানিফার মস্তকে
আহা রে জয়নাল ওরে বাচা না দেখিলাম দুই চোক্ষে ।।

ছাড়িল দুলদুল রে ঘোড়া বতাশের ভরেতে ।
রক্ষা কর বারিতালা চোক্ষে পাই যান দেখিতে ।
আমার ভাইকে যে মাইরাছে রাখব না এই দুনিয়ায়
উদ্ধারিব নবীর বংশ যাব আমি মদিনায় ।।

মহাম্মদ হানিফারে যখন পাইল জয়নালের লিখন
পাইয়া কাসেদের হাতে বড় খুশি হইল মন।
হারে লিখন পাইরা ঢোইলারে পইল ভাইয়ের কারণ ।।

আহা রে জোরের ভাই মোর হোচেন ভাই তুই গেলিরে ছাইড়ে
আর না ডাকিলাম তোরে ভাই ভাই বইলে ।
ভাইয়ের শোগ দারুণ শোগ রে আছে যার দেলে ।।

আহা রে প্রাণের ভাই মোর হোচেন আমারে সংগে না নিলি
একেলা ফেলিয়া ভাই তুই ছাড়িয়া গেলি
জন্মের মতন গেলি রে ছাইড়া না দেখলাম চোক্ষে ।।

দেখিয়া হানিফের ঘোড়া পলাইল কাফেরগণ
কোথা হইতে আইল রে পওলান আইজ বুঝি হইল মরণ।
কারে মারে লাথিরে গুতা কারে মারে তলোয়ার
দেখিয়া দুলদুল রে ঘোড়া চোক্ষে দেখে অন্ধকার ॥

দেখিয়া জয়নালের ঘোড়া হানিফ থাকে চাহিয়া
কার মায়ের মানিক আইজকা রণে দিছে পাঠাইয়া ॥
কেমন ছাইলার কেমন রে মাতা দয়া ময়া নাই কি তার
দুধের ছাইলা রণে পাঠায় এই কি মায়ের ব্যবহার ॥

হানিফ বলে ওরে সোনা কোথায় তোমার বাড়ী ঘর
দুধের ছাইলা রণে আইচাও ঘোড়াতে হইয়া সোয়ার।
মায়ের পুত্র মায়ের কোলে যা, মার কলিজা ঠাণ্ডা কর
তোর সংগেতে নাইংকারে বিবাদ কি কাম আছে রণে তর ॥

সিংহের মতন গইর্জা উঠি বলে, কাফের খবরদার
রণে আইচাস রণ কইরা যা, কথা তুই বারাইস না আর ॥
প্রাণে যদি মায়া থাকে, থাকে যদি জানের ভয়
রণেতে জয় করবরে আমি এ কথা জানিস নিশ্চয় ॥

লম্ফ দিয়া ধরলো রে হানিফ জয়নালের বাজুতে
সামলাইতে নারে জয়নাল গিরিল জমিনেতে।
কোথায় আচাও হানিফ চাচা সম্মুখেতে একবার আয়
তোমার ভাইস্তা জয়নাল আইজকা জন্মের মতন চইলা যায় ॥

ছাড়িয়া জয়নালের বাজু বুকে ধরে জড়াই।
কোলে আয় রে ও নীলমণি আয় রে আমার বাচা।
আমার নামটি হানিফ সাহা আমি তোমার হই চাচা
কোলে তুমি আস আমার ওরে নীলমণি ওরে বাচা ॥

চাচা ভাইস্তার হইল মিলন আল্লা রছুল বল ভাই
অসময় নিদানের কালে আল্লা বিনে গতি নাই ॥

বড় এমামের জারী

এমাম হোসেন গেলেন বেহেস্তে চলিয়া
মাটির পিঞ্জিরা রহে দুনিয়ায় পড়িয়া।
পড়িল দারুণ শোক মোমিনের দেলেতে
আশুরার চাদের দিনে সেই মদিনাতে।

জয়নাব বিবি ধুলায় পড়ে পটকান খাইয়া
ধরিয়া এমামের পায় কাঁদে লুটাইয়া।
আসমান ভাংগিয়া যেন পড়িল মাথায়
বুকে হাত মারে আর করে হায় হায়।

বিবি বলে আল্লাহতালা কি করিলে মোরে
দু:খীনি তাপীনি কৈল দয়া নাই তোরে।
বড় গাছ দেখে আমি ছায়া নিয়াছিলাম
ডাল মুখে ওখড়াইয়া সকলি খাইলাম।

কদবানু বিবি কাঁদে ছাড়িয়া হুতাশ
ময়মুনা বজ্জাত মোরে করিল সর্বনাশ।
কান্দিতে লাগিল বিবি পটকান খাইয়া
আহলে খানার বিবি সব ঘিরিল আসিয়া।

হায় হায় কান্দে সবে ঘরে আর বাইরে
কলিজা ফাটিয়া যায় না দেখে হাসেনেরে।
জয়নাব কদবানু এছা কাঁদে দুইজনে
এতদিনে বক্ষ মোদের জ্বলিল আগুনে।

হায় হায় শোর হইল মদিনা শহরে
রোজ কিয়ামত যেন হইল ঘরে ঘরে।

কাশেম আবছুল্লা কাঁদে মনে পাইয়া ছুখ
কাঁদন শুনিয়া সবার ফেটে যায় বুক।

বাপের মুখে মুখ দিয়া কান্দে জারে জার
আঁখিতে দেখিল ছুনিয়া ঘোর অন্দকার।
কাদের ছালেমা বিবি পতির লাগিয়া
আমাদের সবাকারে গেল পাথরে ফেলিয়া।

কে মারিল ভাই মোর প্রাণধনে
কলিজা কাবাব হয় সহিব কেমনে।
আবু ইউস্লুফ কান্দে আর তৈয়াব রহিম
এমামে দেখিয়া তাদের বিন্ধিল ছাতিম।

আবছুর রহমান আর আবছুল্লা উমর
কান্দেন হোসেন শাহা হইয়া জারে জার।
ভাতিজার গলা ধরে কান্দেন এমাম
হায় হায় শোর হইল মদিনা তামাম।

কান্দেন হোসেন সদায় বলে ভাই ভাই
ছুনিয়াতে কোথায়ও আমার দাড়াবার নাই।
হেলায় খোয়ায়নু ভাইকে নিলো কাড়িয়া।
কাফেরে মারিবে মোরে একলা পাইয়া।

না জানি কে গালি দিল কি দোষ পাইয়া।
আচম্বিতে কি খাতেরে গেলে ছাড়িয়া।
কাহার ভাণ্ডারেতে না জানি কৈনু চুরি
তাহার কারণে মোর ভায়েরে নিলো কাড়ি।

ভরসা আছিলো ভাই হয়ে রইনু একা
নৈরাশ করিলে আর না হবে দেখা।
ভাইয়ের ভরসা ছিল আসমান সমান
হারাইনু ভাই একে মারা যাবে জান।

পহেলা মউত কেন না হইল আমার
কলিজা ফাটিয়া শোকে হইল ছার খার।
উঠ ভাই হাসেন জওয়াব দেও মোরে
একেলা পাইয়া মোরে মারিবে কাফেরে।

পালিয়া পুষিয়া মোরে শেয়ানা করিয়া
আখেরে কাফেরের হাতে গেলেন সঁপিয়া।
কাহাকে ডালিয়া যাও জালেমের হাতে
উঠিয়া বৈস হে মোরে লও সাথে।

জারে জারে এমাম ভাইয়ের কারণে
কহিতে লাগিল সবে এমাম হোসেনে।
আল্লাকে ইয়াদ কর হে এমাম
কান্দিলে কি হবে আর সব তার কাম।

কার ঘর কার বাড়ি কার জরু জাত
মিছা এ ধন্দের বাজী রোজ পাচ সাত।
খলিল রহমান বলেন, শাহা বলি যে তোমারে
আপনি কোথায় আছ ভাবনা অন্তরে।

তামাম মুলুক আছে কাফেরে ঘিরিয়া
একেলা আছ হে তুমি দুশমন হইয়া।
হাসেন গেলেন আজি সবাকে ছাড়িয়া
পিছে কাল মোরা সব যাব মিলাইয়া।

যেমন লিখন ছিল হইল মোদের
জন্মিলে মউত আছে কান্দিলে কি হবে।
সবুরি করিল হোসেন ছাড়িয়া নিশ্বাস
না জানি কি গোনা হইতে হইল সর্বনাশ।

তামাম মদিনার লোক ঘিরিল আসিয়া
কাফন করিল ভাল কাপড় আনিয়া।

ওলিদা শুনিয়া সুর হজরত পাইয়া
ময়দানে হইলো খাড়া কোমার বান্ধিয়া।

বুঝিল হোসেন শাহা আইলো লড়িতে
এ খাতিরে চলিয়া আইলো দাফন করিতে
ওতবা ওলিদ তার পাইল খবর
নবীর রওজায় দিবে হাসেনের গোর।

ওলিদ বলিল ইহা না হইবে কখন
না দিব রওজায় আমি করিতে দাফন।
তবে যদি নাহি মানো দিব খুব ফল
রওজায় আসিল নিধি নিয়া সব দল।

হাঁকিয়া কহিল শুন সবাই
হাসেনের গোর দাও হে দোছরা জায়গায়।
নারাহেম হইল যদি কমজাদ কাফের
শুনিয়া হোসেন আলী আগ বরাবর।

বলে হারামখোর এত দেমাগ তোমার
মগজ তুলিব আজ মারিয়া পয়জার।
আলবত্তা রওজায় আমি করিব দাফন
লড়িতে তলোয়ার খোলে এমাম হোসেন।

আবহুল্লা দেখিয়া বাত বুঝিল এমাম
আজ কাম নাই কিছু ঝগড়া ও মহিমা।
একেলা এলে তুমি ভাই হারাইয়া
তামাম কুফর ঘিরে মারিবে তোমারে।

ঝগড়া লড়াই আর নাই কিছু কাম
মরিবার কালে মানা করেছে এমাম।
এমাম হাসেনের গোর দিবো সেইস্থানে
আল্লার রহমত উতরিবে সেইখানে।

শুনিয়া এয়ছাই বাত মানিল হোসেন
দোছরা জায়গায় গিয়া দাফন করেন।
হেথায় ওলিদা গিধি লিখিল লিখন
বিষ দিয়া মারিয়াছি এমাম হাসেন।

নবীর রওজায় ছিল দাফন করিতে
খেদাইয়া দিনু আমি তোমার দোয়াতে।
হোসেনের তরে যেইদা হুকুম করিবে
তেয়ছাই করিব আগে বসিয়া দেখিবে।

হাসেন মরিল এ যে নাহি কিছু ভয়
এয়ছাই লিখন দিয়া কাসেদ পাঠায়।
লিখন পেঁৗছিল যদি দামেস্ক শহরে
পড়িয়া এজিদ হইল খোসাল অন্তরে।

সুরুজ উদয় যেন কমল হরিষ
ওতবা ওলিদ গিধি করিল বকশিস।
কমজাত তবে ওলিদের তরে
হোসেন মরিলে হাত বাড়াইবে তোরে।

জামা-জোড়া হাতি-ঘোড়া সোনার মহর
দিব যে উজিরী তার সবার উপর।
পড়িয়া কুফর বড় খোলস হইল
হোসেনেরে মারিতে যুক্তি করিতে লাগিল।

এমাম হোসেন হেথা রছুলের রওজায়
হাজির হইল সদা বাহির না হয়।
কুফর গিধি শয়তান লড়িতে না পারে
কি ছুরতে লড়িবেক রওজার উপরে।

তবে গিধি কোন মতে দাও না পাইয়া
নিশি ভোর রাতে হোসেনের কাছে গিয়া।

এজিদা কুফর যত খত লেখেছিলো
তামাম পড়িয়া হোসেনেরে শুনাইল।

দেখ শাহা সে কমজাত যেমন বাপের
এছাই সর্বদা লেখে আমার খাতের।
তোমারে পায় যদি লড়াই করিয়া
আমাদের সবারে তবে ডালিবে মারিয়া।

দুনিয়াতে পানা তুমি শোন শাহাজাদা
আমি যে গোলাম তেরা কভু নহে জুদা।
আমি কি করিব বুড়া এজিদা কমজাত
চাকর তাহার আমি আমার কি হাত।

মেরা সাথে আছে যে মেরে ছিল মার
সেই গিধি বড়ই গরম তেরি উপর।
তাহার কথায় যদি নাহি করি কাম
এজিদের আগে লেখে আমার বদনাম।

বসিয়া থাক হে তুমি নবীর রওজাতে
এজিদা হইতে কিছু না হইবে হেথা।
এমামের এতবার হইল ওলিদার কথা
ওলিদার মকর ভেদ বুঝিতে পারি।

এমামের মনের কথা খুলে বলে সব
কইয়া গেছেন মোরে দীন মোহাম্মদ।
আমার কাতলের দোস্ত কারবালার জমিতে
কাফের আমারে নাহি পারিবে মারিতে।

ওতবা শুনিয়া ভেদ আইল লস্করে
কেতাব ও লেখে গিধি এজিদের তরে।
হোসেনেরে মারিতে পারে কুদরত কাহার
হামেসা বসিয়া আছে যেথা পয়গম্বর।

কভু না বাহির হয় শুন হে এজিদ
দোস্ত কারবালায় তার মউত সবিদ।
কভু না যাইবে সে কারবালার জমিনে
জানা গেল ভেদ নাহি মারিবে এখানে।

এহি বাদ লিখি আসি হইল ইয়াদ
কুফর শহরে আছে আবদুল্লাহ্ জিয়াদ।
এমামের সাথে আছে পিরীতি তাহার
কোন মতে পারে তারে করিতে বাহার।

জঙ্গনামার কথা হেন সহদের কাসা
নাহি ছাড়ে একবিন্দু যে হয় পিয়াসা
অধম খলিল কয় পিয়ে মন সুখে
কেয়ামতে এক যে রহিবে মন দুখে।

মাদার মণির জারী

হায় রে একদিন আলী যাইতেছিল
মরুভূমির উপর দিয়া
বনে যাইতেছিল আলী শিকারের লাগিয়া ॥
যাইতে যাইতে আলী ক্লান্ত হইয়া গেল
খেজুর গাছ দেখিয়া আলী সেখানে বসিল
বসিল আলী এক খেজুর গাছ দেখিয়া
পথের পরিশ্রমে তার গেল ঘুম আসিয়া ॥
ঘুমের ঘোরে আলীর স্বপ্ন দোষ হইল
বীর্য আসিয়া তাহার ঘাসেতে পড়িল ॥
তারপরেতে আলী ঘুম হইতে উঠিয়া
চলিয়া গেল আলী শিকারের লাগিয়া ॥

ঘাসের উপরে যখন আলীর বীর্য পড়িল
হরিণী আসিয়া এক সেই ঘাস খাইল ॥
ঘাসের সাথে হরিণী বীর্য ফেলিল খাইয়া
সেই সময় হরিণী গেল গর্ভবতী হইয়া ॥
এক দিন দুই দিন করে মাস গত হইল
এক মাস দুই মাস করে নয় মাস গেল ॥
একদিন হরিণী প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া
সেই গাছের তলায় তখন আসিল দৌড়াইয়া

দৌড়াইয়া আসিয়া হরিণী শুইয়া পড়িল
শুইয়া হরিণী তখন প্রসব করিল ॥
মাংসপিণ্ড হরিণী তখন প্রসব করিয়া
বনেতে গেল হরিণী হরিণের লাগিয়া ॥

এমন সময় আলী শাহ মককার শহর হইয়া
আসিল সেই গাছের তলে কি জানি ভাবিয়া ॥
আসিয়া আলী দেখিল মাংসপিণ্ড এক
ঘাসেতে পড়িয়া আছে কিমুন যেন ভেক ॥
হাতে নিয়া হজরত আলী তখনই দেখিল
সেই মাংসপিণ্ডের মধ্যে প্রাণ দেখিতে পাইল ॥
নিয়া সেই মাংসপিণ্ড ফাতেমারে দিল
ফাতেমা সেই মাংস তুলাতে জড়াইল ॥
তুলাতে জড়াইয়া ফাতেমা তাহারে
বান্ধিয়া রাখিল তাহা আপনার উদরে ॥

একদিন দুই দিন করে কিছু দিন গেল
একদিন সেই মাংসপিণ্ডের চোখ ফুটিল ॥
আলী তাহার নাম দিল মাদার মণি
সেই তো ভাই হইয়া গেল দুনিয়ায় ধনী ॥
দমের মাদার নামে তাহার খ্যাতি হইল
নবীজির সাতে মাদার লুকোচুরি খেলিল ॥

একদিন নবী বলিতেছে মাদারের ঠাঁই
লুকোচুরি খেলিব আজি তোমাকে জানাই ॥
মাদার বলছে তখন নবীজির তরে
খেলিব লুকোচুরি বলিলাম তোমারে ॥
এই বলিয়া নবীজি লুকাইয়া গেল
আসমান জমিন পাতাল মাদার খুঁজিতে লাগিল ॥

খুঁজিয়া দমের মাদার কি কাম করিল
দমের ঘরে গিয়া মাদার দম চাপিয়া ধরিল ॥
সাগরের এক মাছের পেটে নবীজি ছিল
দম আটকানোর পরে মাছ ভাসিয়া উঠিল ॥
মাছের পেট হইতে নবী বাহির হইয়া
দমের মাদার তখন গেল গায়েব হইয়া ॥

নবীজি সপ্ত আসমান পাতাল খুঁজিয়া
তবু না পাইল নবী মাদারকে খুঁজিয়া ।।
শেষে নবী মাদার বলে তিন ডাক দিল
কোথায় লুকাইলি ভাই রে আমার কাছে বল ?
দমের মাদার নবীজির মস্তকে থাকিয়া
উত্তর দিল মাদার বিনয় করিয়া ।।

নবী বলছে ওরে আমার গুণধর ভাই
তোমার সমান গুণী ভাইরে এই ভবে আর নাই ।।
আজ থেকে হইয়া গেলি তুই জিন্দা আউলিয়া
আমি নবী গেলাম তোরে আশীবাদ করিয়া ।।

আর একটি ঘটনা ভাই এখানে যাই কইযা
দমের মাদার কি করিল যাই আমি বলিয়া ।।
এক রাজার একটি ছেলে ভাই রে ছিল
একদিন সেই ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল ।।

সেই ছেলের আতমা লইযা আজরাইল
যখন যায় চলিয়া
দমের মাদার দাঁড়াইল সামনে আসিয়া
দমরের মাদার বলছে তখন
আজরাইলের কাছে
কি লইয়া যাচ্ছ তুমি বল তা আমারে ।।

আজরাইল বলছে তখন মাদার মণির কাছে
আমার হাতে এক বাদশার ছেলের জীবন আছে ।।
মাদার মণি বলছে তখন আজরাইলের ধারে
কিছুক্ষণ দেরি কর দেখি আমি তাহারে ।।
আজরাইল বলছে তখন হায় রে মাদার মণির কাছে
আল্লার হুকুমে কবুল করি জান দিব না কারো কাছে ।।

দশ বার জন লোক মাদারের জটের বোঝা বইতো
জ:ট ঝাড়া দিয়া মাদার আজরাইলকে বলিলো ॥
ম দার মণি বলছে ওরে শোন আজরাইল
কিছুক্ষণ দেরী কি আল্লা তোর কপালে ল্যাখে নাই ॥

আজারাইল বলছে চোক্ষের নিমিষে যাই আল্লার দরবারে
আমার মত শক্তি নাই কারো এই ভব সংসারে ॥
আল্লা যখন হুকুম করছিল মাটিরও লাগিয়া
একে একে সব ফেরেস্তা জমিনে আসিয়া ॥
মাটিতে হাত রাখিয়া তারা মাটি নিতে যায়
মাটির ভিতর হইতে তখন আল্লার কালাম শুনতে পায় ॥

দোহাই দিল আল্লার মাটি কান্দিয়া
ফিরিয়া গেল সব ফেরেস্তা আল্লার ভয় পাইয়া ॥
আমি আজরাইল আল্লার হুকুম তখন পাইয়া
জমিনে এসে মাটি নিলাম জমিন কাপাইয়া ॥
তখন হইতে আমার উপর দিল আল্লা জান কবুলের ভার
আল্লার কালাম মানি আমি শুনি না দোহাই আল্লার ॥

এই কথা যখন মাদার মণি শুনিল
এক ঝামটা দিয়া জান মাদার মণির হাতে নিল ॥
বলছে আজরাইল তখন মাদার মণির ঠাঁই
আমার জান আমায় দাও আমি আসমানে যাই ॥
মাদার মণি বলছে তখন আজরাইলের তরে
দিব না দিব না জান আমি বল তর আল্লারে ॥

আজরাইল তখন ভাইরে কি কাম করিল
সপ্ত আসমান ছেদিয়া তখন আল্লার দরবারে গেল ॥
বলছে আজরাইল তখন আল্লার হুজুরে
খতম করেছি জান আমি বাদশার গোলারে ॥
এক পাগলা আমারে পথেতে দেখিয়া
আমার কাছ হইতে জান লইল কাড়িয়া ॥

আল্লা বলছে তুমি আজরাইল মালেকাল মউত
তোমারে দেখে ডরায় না নাই এমন মায়ের পুত ॥
রাখিল পাগলায় জান কহ তাহার পরিচয়
কিবা নাম হয় তাহার কোথায় বা তার ঘর ॥
আজরাইল বলছে আল্লা জান তুমি সব
তবু কেন জিজ্ঞাসা কর আজি আমার পর ॥

মাদার মণি নাম তাহার আরব শহরে
তাহার জটের বোঝা দশ বার জনে বহন করে ॥
আল্লা বলছে মৃতের জান তুমি আস নিয়া
মরছে যেভাবে একবার কভু যাবেনা ফিরিয়া ॥
আজরাইল তখন মাদার মণির কাছে গিয়া
চাইল বাদশার ছেলের জান অতি ক্রোধ হইয়া ॥

মাদার মণি তখন জোরে হাঁক দিল
আকাশ পাতাল তাহার হাঁকে কাঁপিয়া উঠিল ॥
ভয় পাইয়া তখন আজরাইল আরশেতে যায়
তখনই মাদার মণি পড়িল সেজদায় ॥
একদিন গেল সেজদায় কবর হইতে এক হাজার লোক উঠিল
সত্তর দিন এই ভাবে মাদার সেজদায় রহিল ॥

সত্তর হাজার লোক যখন গেল তাজা হইয়া
আরশে বসিয়া দেখে আমার আপে সাই কিবরিয়া ॥
বলছে আরশের আল্লা শোন রে মাদার শোন
বাদশার ছেলের জান দিলাম ফিরাইয়া এবার সেজদা তোল ॥
বাদশার ছেলের জান আল্লায় দিল ফিরাইয়া
হাত উঠাইয়া শোকর করে মাদার মণি গিয়া ॥

হাত উঠাইয়া মোনাজাত করে মাদার মণি গিয়া রে
আমার আমার কি জানি কি পাইয়া ॥
কি দেখিলাম রূপের ছবি আমি পাগল হইয়া রে
আমার আমার কি জানি কি পাইয়া ॥

মুনছুরের জারী

আল্লার কি সুরত আছে ভোলা মন
আল্লার কি সুরত আছে
আদমের সুরতে আল্লার কুদরত আছে।
আল্লার প্রতিনিধি আদম তৈয়ার করিয়া
লা শরিক হয়েছে আল্লায় তার কাজ দিয়া ॥

আপন চিনা হইলে পরে চিনে অচেনায়
আল্লা-আদম-নবী বান্ধা আছে এক সুতায় ॥
যে নিজকে চিনেছে
সে কি আমি সেকি গো
দুইয়ে এক হইয়া গেছে ॥

দুইয়ে এক হইয়া মুনছুর আয়নাল হক নাম কয়
কেহ নাহি বুঝিতে পারে এই সকল বিষয়।
বাদশার দরবারে মুনছুর ওয়াজ করতে গেল
বাদশাহ্ ওজির সব ওয়াজ শুনিতে বসিল ॥
সেথায় কাজী সাবও আছে
আলেমের দল যত ছিল গো
তারা এক লাইনে বসেছে ॥

বাদশা বলে, হে আলেমগণ আমার কথা ধর
নতুন মৌলানারা তোমরা আগে ওয়াজ কর।
আগে যদি ওয়াজ করে নতুন মৌলানায়
তোমাদের ওয়াজ শুনিবে না আর কোন জনায় ॥

বাদশায় আলেম গো বলিতেছে
কাজী সাব ইহা শুনিয়া গো
ওয়াজ করিতে দাঁড়াইতেছে ।।

কাজী সাহেব ওয়াজ করিতে দাঁড়াইল
সবে মিলে তখন কহিতে লাগিল ।
কাজী সাহেবের ওয়াজ মোদের বহু শোনা ভাই
তাহার ওয়াজ শুনিতে কেহ আসি নাই ।।

ইহা সবে বলিতেছে
কাজী সাব ইহা শুনিয়া গো
চুপ করিয়া বসিয়াছে ।।

জনগণ বলিতেছে নতুন মৌলানা
বাদশা বলে অন্য কেহর ওয়াজ শুনিব না ।
এই কথা শুনিয়া মুনছুর বিসমিল্লাহ বলিয়া
ওয়াজ আরম্ভ করিল দরুদে টান দিয়া ।।

সবে চুপ হইয়াছে
সকলের মনের খবর গো
মুনছুর ওয়াজে বলিতেছে ।।

মনের নাড়ী ধরিরা মুনছুর ওয়াজেতে কয়
যার যার অন্তরের খবর তার কাছে হয় ।
কোথা হইতে আইছ বান্দা যাইবা কোথায়
কি করিতে আইসা কি করিতেছ হেথায় ।।

কিছু মনে নি আছে
হাসর মিজান পুলছেরাতে গো
যেমন চক্ষে দেখিতেছে ।।

ভাবের বাতাস যেমন লাগলো সবার গায়
মনের কথা সবার স্মরণ হইয়া যায় ।
কেহ আজ কেহ কাল কেহ দুইদিন পরে
মায়াময় দুনিয়া সবার যেতে হবে ছেড়ে ।।

শেষের পুঁজি কি আছে
লাভ করিতে আইসা ভবে গো
কেন লোকসান হইয়া যাইতেছে ॥

ওয়াজে যা বলে সবে চক্ষে দেখতে পায়
নিজে কান্দে সভাশুদ্ধ সবারে কান্দায় ।
বাদশা কান্দে ওজির কান্দে কান্দে সর্বজন
কাজী কান্দে, আলেমগণ করিতেছে ক্রন্দন ॥
সভায় সবে কান্দিতেছে
মেয়ে পুরুষ যত ছিল গো
সব নয়নজলে ভাসিতেছে ॥

ওয়াজ যখন শেষ হইয়াছে বলিতেছে সবাই
এই মত ওয়াজ আর কভু শুনি নাই ।
কাজী সাহেব তখন কি কাম করিল
দাওয়াত কইরা মুনছুরেরে তার ঘরে লইয়া গেল ॥
নিয়া কি কাম করিয়াছে
দুই জনে এক সঙ্গে গো
খানা খাইতে বসিয়াছে ॥

খানা যখন শেষ হইয়া আসিল
মুনছুরকে কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিল ।
বিয়া করিয়াছ কিনা বল আমার ঠাঁই
মুনছুর বলে আমি কোন বিয়া করি নাই ॥
কাজী কয়, তোমার নিকট গো
আমার একটা কথা আছে ॥

মুনছুর বলে, কিবা কথা বলেন শুনি তাই
কাজী বলে, শোন বাবা তোমাকে জানাই ॥

মুনছুর বলে মনে মনে কাজী আন্ধা কানা
বাবা বইল্যা বলে মোরে সে তো আমার নানা ।।
খবর নাই আগে পাছে
কাজী বলে এই দুনিয়ায় গো
আমার মাত্র একটা মাইয়া আছে ।।

একটা মাত্র মাইয়া আমার আর তো কেহ নাই
তোমার কাছে তারে আমি বিয়া দিতে চাই ।
আমার যাহা আছে তোমায় দিব দিয়া
রাজী আছ কিনা তুমি কও মোরে খুলিয়া ।।
তোমার কি বলবার আছে
মুনছুর বলে মনে মনে গো
সে তো আমার মা আছে ।।

প্রকাশ্যে বলে মুনছুর কাজী সাহেবের ঠাঁই
পীরের একটা হুকুম আছে আপনাকে জানাই ।
যারে আপনি আমার কাছে বিয়া দিতে চান
আগে তাহার বুকের দুধ খাব এক টান ।।

বিয়া করবো কিনা বলব তার পাছে
কাজী বলে এমন কথা গো
আর শুনি নাই কারো কাছে ।।
এমন বেশরা কথা কভু শুনি নাই
তোমার কাছে মাইয়া আমি বিয়া দিতে চাই ।।

এ কথা শুনিয়া মুনছুর হইল বিদায়
কাজী ভাবে ছাইড়া যদি যায় এমন জামাই ।

তবে পারনি খুঁজে
গোপনে কাজ করিব আমি গো
কেহ টের পাবেনা সমাজে ॥
আমি শুধু জানিব আর জানিবে মাইয়ায়
যার জিনিষ সে জানিবে জানিব তিনজনায় ॥

এই ভাবিয়া কাজী সাহেব কি করিল ভাই
গেল মুনছুরের কাছে
তোমার কথা রাখিব গো
চল আজ বাড়ীর মাঝে ॥

ফিরাইয়া মুনছুরেরে বাড়ী আনিল
মাইয়ার কাছে গিয়া কাজী কহিতে লাগিল।
তুমি চলে যাও মাগো আন্ধা কোঠা ঘরে
একটান দুধ দিবা নতুন মৌলানারে।
মা কই গো তোমার কাছে ॥
এই কথা শুনিয়া মাইয়া
থামিয়া বলিতেছে ॥

নির্দোষীকে দোষী একবার কইরাছে মওলায়
এবার বুঝি বাবার মাথা খারাপ হইয়া যায়।
বেগানা পুরুষকে দুগ্ধ দিতে কয়
ভাবে বুঝি বাবার মাথা খারাপ হয় নিশ্চয়।
মাইয়ায় মনে ভাবিতেছে
জোর করিয়া মাইয়া নিয়া কাজী
আন্ধা কোঠায় দিয়াছে ॥

এই দিকেতে মুনছুরকে গেল তখন লইয়া
আন্ধা কোঠার ভিতরে গেল তারে দিয়া ॥
দরজাতে কাজী সাহেব পাহারা রহিল
আন্ধা কোঠার ভিতরে মুনছুর দেখিতে লাগিল

মাইয়ায় কোন খানে আছে
দেখিল ঘোমটা দিয়া গো
কাজীর মাইয়ায় কানতেছে ।।

ইহা দেখিয়া মুনছুর হাল্লাজ কি কাম করিল
যেইরূপ মাইয়ার গর্ভে সেইরূপ ধরিল ।
লাফ দিয়া মাইয়ার কোলে বসিল তখন
যেইরূপ মায়ে শিশু দেখছিল স্বপন ।।
এইরূপ তখন দেখিতেছে
এইরূপ দেখিয়া গো মায়ে
কেন্দে কেন্দে বলিতেছে ।।

কোথায় ছিলে বাছা আমার বুকের চিরধন
তোমারেই বারা দেখিলাম স্বপন ।
কি খাওয়াইয়া বাবা তোমারে বাঁচাই
আমার বুকের মাঝে দুগ্ধ এখন নাই ।
বাবা কই তোমার কাছে ।
বলে বিছমিল্লাহ বলিয়া মাগো
তুলে দাও মুখের মাঝে ।।

বিসমিল্লা বলিয়া দুগ্ধ মুখে তুলে দিল
বত্রিশ নালেতে দুধ বাহির হয়ে এলো ।
মা আর পুত্র এইখানেতে হইলো মিলন
দরজায় বইস্যা শোনে কাজী শিশুর ক্রন্দন ।।
শুইন্যা কাজী ভাবিতেছে
আন্ধা কোঠা ঘর হইতে গো
কেন শিশুর কান্দা আসিতেছে ।।

কাজী বলে আস মাগো ঘরের বাহির হইয়া
কাজীর মাইয়া বাহির হইল শিশু কোলে লইয়া ।

মৌলানা খুঁজিতে কাজী আন্ধা কোঠায় গেল
ঘরের ভিতর গিয়া কিছু দেখিতে না পাইল ॥
দেখে খালি ঘর আছে
আশ্চর্য হইয়া কাজী গো
চইল্যা যায় মাইয়ার কাছে ॥

কাজী গিয়া তখনেতে দেখিবারে পায়
গোলাপ জলে সন্তানেরে গোছল করায় মায় ॥
আসমানের সূর্য আইসা ছালাম করে তারে
সমসের তাবরেজ নাম হইল কাজীর মাইয়ার ঘরে ॥
কাজীর বুঝ হইয়া গেছে
সেইখানে বড় হইয়া গো
কাজীরে মুরিদ কইরাছে ॥

বাদশা ওজির নাজির সবাই মুরিদ হইল
এই পর্যন্ত জারী আমার শেষ হইয়া গেল ।
ইহার পর কইতে গুরু নিষেধ দিছে করি
গুরু শিষ্যের খেলা তথায় সবার মাথায় বাড়ি ॥
তাতেই নিষেধ কইরাছে
খালেকে কয় দয়াল গুরুরে
সদায় যাইবেন মোরশেদে ॥

লক্ষমতির জারী

হারে মুখে লও তুমি আল্লার নাম
হারে ভাব আল্লা ভাব নিরাঞ্জন।
ভোল রে আল্লার নাম কেউ করবে না মানা
যে জায়গায় আল্লাজীর নাম সে জায়গায় বেহেস্তখানা
সতী সতী লোকে বলে কভু মিথ্যা নয়
যুগে যুগে এই দেহেতে চন্দন বৃষ্টি হয়।
সর্পেতে পাইলে ফোঁটা লাল পয়দা হয়
সেই সাপ গিয়া জঙ্গলেতে পালাইয়া রয়।
বেঙেতে পাইলে তারে মানিক বলে কয়
সে বেঙ আর কভু আসে না লোকালয়।
শামুকে পাইলে তাতে মুক্তা পয়দা হয়
গরুতে পাইলে তারে গোররোশ বলে কয়।
হরিণে পাইলে ফোঁটা কস্তুরী কয় তারে
বৃক্ষেতে পাইলে ফোঁটা চন্দন বলে তারে।
হাতীতে পাইলে পরে হয় গজমতি
ঝিনুক পাইলে তার পয়দা হয় মতি।
আদম জাত পাইলে পাগল হইয়া যায়
জঙ্গলে গিয়া সে আল্লার নামে বেভোর হয়ে যায়।
আমার মনশিক্ষা বলতে গেলে হইবে অনেক দেরী
মন দিয়া শোনেন সবে লক্ষমতির জারী।

জারী শুরু

আলী কয় ফাতেমারে লক্ষ মতি দাও তুলে
লুলু দরিয়ার মাঝে মতি গিয়াছে পরে।
ফাতেমা জহুরা বলে স্বামীরে
নারী হয়ে যাই কেমনে লুলু দরিয়ার পরে।

কেন্দে কেন্দে বলে আলী ফাতেমার ঠাঁই
তুমি বিনা মতি তুলিতে কারো সাধ্যি নাই।

স্বামীর বাক্য ফরজ মেনে মায় কি কাম করিল
লুলু দরিয়ার দিকে রওনা হইল।
আস্তে আস্তে যায় চলে লুলু দরিয়ার পারে
বলে কোথায় রইলে খোয়াজ খিজির দেখা দাও আমারে।
মা ফাতেমার ডাক শোনে কি কেউ ঠিক থাকিতে পারে
খোয়াজ খিজির হাজির হইল মায়ের হুজুরে।

খোয়াজ বলছে ফাতেমারে শোন ফাতেমা
কি জন্য ডাকিছ মোরে বল না।
ফাতেমা বলছে তখন খোয়াজ হুজুরে
লক্ষমতি পড়িয়া গেছে দরিয়ার ভিতরে।
মতি বিনে স্বামীর জান বেড়িয়ে যায়
মতি ছাড়া স্বামীর আর নাই কোন উপায়।

খোয়াজ খিজির বলছে তখন মা জননীর ঠাঁই
মতির জন্য মা জননী কোন চিন্তা নাই।
যার যার মতি রাখছি আমি তাহার ভাগেতে
লক্ষমতি দিব আমি কয় ডুবে তুলে।
ডুব দিয়া খোয়াজ খিজির মতি তুলে দিল
একটা একটা করে মতি গুণিতে লাগিল।
লক্ষমতি লইল ফাতেমা তার আঁচল বিছাইয়া
তারপরে আসিল স্বামীর কাছেতে চলিয়া।

মতি এনে তুলে দিল স্বামীর হুজুরে
মা ফাতেমা গেল তখন রান্না করিবারে।
একটা একটা করে মতি আলী গণিতে লাগিল
হায় হায় করিয়া আলী কান্না করিয়া উঠিল।

কান্দন শুনিয়া ফাতিমা আসিল চলিয়া
বলেন স্বামী কি জন্য কান্দেন আমাকে ছলিয়া।

কেন্দে কেন্দে বলছে আলী ফাতেমার ঠাঁই
লক্ষমতি হতে এক মতি কম পাই।
এই মতিটা রাখছ বুঝি তুমি গোপনে
মা ফাতেমা কহিতে লাগিল এই কথা শোনে।
স্বামীর সাথে স্ত্রীর কভু মিথ্যা কথা নাই
এই মতিটা স্বামী আমি রাখি নাই।
এই মতিটা বিনে এখন আমার জীবন যায়
এই মতিটা এনে দাও এখন আমায়।

মা ফাতেমা বলছে তখন হযরত আলীর ঠাঁই
শোন শোন প্রাণের স্বামী তোমাকে জানাই।
বহু শক্তি দিল আল্লা তোমার বাহুতে
ইচ্ছা করলে এই দুনিয়া পার উল্টাইতে।
একটা মতি তুলিয়া লও আপন বলেতে
এই কথা শুনিয়া আলী লাগিল কহিতে।
মতি বিনা এখন আমার কোন শক্তি নাই
শোন শোন জহুরা তোমাকে জানাই।

মতি তুলিতে তুমি বিনা সাধ্য নাই কার
এই কথা শুনিয়া ফাতেমা হইল বাড়ীর বার।
ধীরে ধীরে তখন দরিয়ার পারে চলে যায়
খোয়াজ খোয়াজ বলে তখন ডাকছে বরকত মায়।
কোথায় রইলে খোয়াজ খিজির দেখা দাও মোরে
খোয়াজ খিজির হাজির হইল মায়ের হুজুরে।
আবার কি জন্য ডাকিলা বল মা আমারে
বলে, লক্ষমতি হইতে একটি মতি কম পরে।

এক মতি বিনে আমার স্বামীর জীবন যায়
মতিটা কোথায় আছে এনে দাও আমায় ।
ভাবে বুঝি মতি তুমি রেখছ ছাপাই
খোয়াজ খিজির বলছে তখন মা জননীর ঠাঁই ।
মার সনে ছেলের কভু মিথ্যা কথা নাই
আমি তো মা তোমার মতি রাখি নাই ।
পানির মালিক যখন মোরে করিয়াছে সাই
খুঁজিয়া আনিব মতি যদি পানির মধ্যে পাই ।

এই বলিয়া খোয়াজ কি কাম করিল
সাত-সমুদ্র তের নদী খুঁজিয়া আসিল ।
পাতাল খুঁজিয়া দেখে পাতালেতে নাই
খবর এসে বলে তখন মা জননীর ঠাঁই ।
এই মতিটা মাগো পানির মধ্যে নাই
টানেতে পড়েছিল মতি ভাবে বুঝতে পাই ।
ফেরেস্তা নিয়াছে মতি ভাবে বুঝতে পাই
তুমি চলে যাও গো মা জিব্রাইলের ঠাঁই ।

সে বিনে ফেরেস্তার সংবাদ অন্যের জানা নাই
ফেরেস্তা নিয়াছে মতি তোমাকে জানাই ।
এই কথা শুনিয়া মায় কি কাম করিল
জিব্রাইল জিব্রাইল বলে ডাকিতে লাগিল ।
মা জননীর ডাকে কি আর কেউ ঠিক থাকিতে পারে
জিব্রাইল এসে হাজির হইল মায়ের হুজুরে ।
কি জন্য ডেকেছ মা কউ দেখি মোরে
মা ফাতিমা কইতে লাগল জিব্রাইলের তরে ।
লক্ষমতি পড়লো স্বামীর ল‍ুল‍ু দরিয়ায়
লক্ষমতি হইতে একটি মতি কম পাই ।

টানেতে পড়েছিল মতি ফেরেস্তায় তুলে নিল
এই মতিটা বিনে স্বামীর জান পেরেশান হইল।
কোন ফেরেস্তায় নিল মতি শীঘ্র দাও আমায়
এই কথা শুনিয়া জিব্রাইল আরশে চলে যায়।

সত্তুর হাজার ফেরেস্তা জিব্রাইল ডাকিয়া লইল
একে একে সবাইকে জিব্রাইল জিজ্ঞাসা করিল।
অস্বীকার করিল তখন সকল ফেরেস্তাই
জিব্রাইল বলে এই মতি মা টানে পরে নাই।
ভাল করে জিগাও তুমি খোয়াজের ঠাঁই
তাহার কাছে পাইবা খবর আমি বইল্যা যাই।
এই শুনিয়া মা ফাতেমায় কি কার্য করিল
আবার খোয়াজ খিজির বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

খোয়াজ খিজির বলছে তখন মা জননীর ঠাঁই
আবার কি জন্য ডাকলা মোরে আমি শুনতে চাই।
মা ফাতেমা বলছে তখন খিজিরের ঠাঁই
তুমি ছাড়া মতির সংবাদ অন্যের জানা নাই।
সত্য করে বল তুমি আমার কাছে
স্বামী আমার বড়ীতে বেহুশ হইয়া আছে।

এই শুনিয়া খোয়াজ খিজির কি কার্য করিল
মায়ের কাছে তখন বলিতে লাগিল।
শোন শোন জননী গো কই তোমার কাছে
এই জগতে জিন্দাপীর মোর নাম হইয়া গেছে।
চাঁন সুরুজের মরণ আছে আমার মরণ নাই
মতির সংবাদ বললে আমার মরণ হইয়া যায়।
এই কথা শুনিয়া জান্নাত মায় বলিতে লাগিল
শোন শোন খিজির বাবা আমার কথা শোন।

আমার বাবার উম্মত আছে ত্রিজগত জুড়ে
তুমিও আমার বাবার উম্মত কও দেখি মোরে।
আমার বাবা দেহ ত্যাগ করিবে সংসারে
তুমি মরবা না খেজের কিসের খাতিরে।
মইরা জিন্দা থাকবা তুমি এই না সংসারে
এই দোয়া আমি করিলাম তোমারে।

তবু মতির সংবাদ বল আমার ঠাঁই
তোমার সংবাদে আমি মতি যদি পাই।
জিন্দা ফুলের মালা গেঁথে দিব তোমার গলে
আর তোমায় আমার করব এ কূলে ও কূলে।

খোয়াজ বলছে তখন মা জননীর ঠাঁই
শোন শোন মা জননী তোমাকে জানাই।
তুমি চলে যাও সপ্ত আসমানের উপরে
খোদ খোদায় নিয়াছে মতি কই গো তোমারে।
এই কথা শুনিয়া মায় কি কাম করিল
এক আসমান দুই আসমান করে যাইতে লাগিল।
এক কথাটি দেহতত্ত্বে আমি বইলা যাই
সপ্ততালা আসমান জমিন দেহে আছে ভাই।
দেহের সপ্ত আসমান মায় পার হইয়া যায়
সত্তুর হাজার পরদা তখন দেখিবারে পায়।
এক পরদা বাকী থাকতে ডাকছে জগত মায়
কোথায় রইলে আল্লাতালা দেখা দেও আমায়।

হাতের কাঙ্কনে আল্লার আরশ করিতে চায় চুর
তুই বড় চতুর আল্লা তুই বড় চতুর।
আল্লা হাজির আল্লা নাজির বসলেন পর্দার আড়ালে
কি জন্য এসেছ মাগো বলো আমারে।

ফাতেমা কয় বারে এলাহী তোমাকে জানাই
স্বামীর লক্ষ মতি পড়ল লুলু দরিয়ায়।
সেই মতিটা তোমার কাছে সংবাদ আমি পাই
শোন শোন বারে এলাহী তোমাকে জানাই।
লক্ষমতি হতে এক মতি কম হইয়া যায়
এই মতিটা বিনে আমার স্বামীর জীবন যায়।

স্বামী বধের পাতকিনী হব দুনিয়ায়।
এই মতিটা বারে এলাহী তোমার কাছে চাই।
আল্লা বলছে ছিল সত্য এখন যে গো নাই।
এই কথা শুনিয়া মায় রওনা হইয়া যায়॥

মাকে সম্বোধন করে বলছে পাক সাই
শোন শোন মা জননী তোমাকে জানাই।
রোজ হাসরের দিন মাগো যেদিন হইবে
জরা জরা হিসাব সকলের দিতে হবে।
রতি মাশা কম হইলে ছাড়াছাড়ি নাই
এই মতি বিহনে ফেলবো দোজখের ঠাঁই।

এই কথা শুনিয়া মায় তখন বলে
কি বলিলে বারে পাক সাই কি কথা বলিলে।
কি বলিলে কি বলিলে কি বলিলে তুমি
দোজখে দিবা কি তুমি আমার স্বামী।
শোন শোন বারে এলাহী তোমাকে জানাই
স্বামী আমি বেহেস্তে নিব দিয়ে সতীত্বের দোহাই
তোমার নিকাশের আগে আমার নিকাশ চাই।
শোন শোন বারে এলাহী তোমাকে জানাই।
আল্লায় কয় আমার কিবা নিকাশ মা
ফাতেমা কয় আগুন নিগুন তোমার সব জানা।
এ দুনতে সবাই মোরে মা বলিয়া কয়
দাদী, ফুফু কেহ নাহি বাকী রয়।

তুমিও বলেছ মা ওগো পাক সাই
আল্লায় বলছে মা তোমাকে জানাই।
দোস্তের মেয়ে বলে তোমাকে মা বলিয়া ডাকি
এই জন্য হিসাবের দায়ে ঠেকিয়াছি নাকি?

বলছে তখন ফাতিমায় আল্লা পাকের ঠাঁই
ঠেকিয়া না মা বল্লে কি আর মা বলে সবাই।
আমার কিসে ঠেকা হইল বলে পাক সাই
ফাতেমা কয় তোমার মত চতুর কেহ নাই।
মকরুনা মাকেরিন কোরানেতে জানা
তোমার মত মক্কর আল্লা কেহ জানে না।

সকলে মিলিয়া তুমি কিছুর সাধ্য নাই
শরিক ছাড়া শরিক্ষ তুমি অধর চান গোসাই।
তোমার হুকুম তোমার মানা তোমার রংমহলে।
আদমেরে করলে মানা গন্ধম খাইতে।
গন্ধমেরে করলে হুকুম মুকে যাইতে।
চোরেরে পাঠাইলে ভরে চুরি করিতে।
গিরস্তেরে বললে তুমি সজাগ থাকিতে।
তোমার মত চতুর আছে কিজগতে

ধরা পড়েছ তুমি ভক্তের কাছে।
ভক্তের কাছে আছে ভক্তির ডুরি।
সেই ডুরিতে লইলাম তোমায় বন্ধন করি।
ছুটিতে পারে কখনও ভক্তি ডোরে বাঁধলে॥
তোমার কিসের ঠেকা তোমাকে জানাই
পহেলাতে একা ছিলে জগতে গোসাই।
আশেকেতে নুর ঝড়িয়া হইল দেশর
আদ্যাশক্তি হইয়েতে হইল সুন্দর।
ছিয়ামে ময়নার গলার হার চৌথায় সেতারা
সত্তুর হাজার বৎসর উদয় আরশ কুন্দরা।

ডিম্বুর খোসা আমাকে বানাইলে তখন
খোসার ভিতর পয়দা ইমাম হইল একজন।
বিজলী রূপ ছিল তখন আলী মোর্তজার
কুসুমের উপর পয়দা আর একজনার।
কুসুম রূপে ছিলেন দীনের নবী তখন
তার ভিতরে আল্লা রূপে ছিলে তুমি সাই।

সেই সময় প্রতিজ্ঞা আমার তোমাকে জানাই
তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দুগ্ধ দিব নাই।
তারপর যুগ যুগান্তর গেল গুজারিয়া
তিনশ' বার নবীর পরে আখেরী নবী যায় হইয়া।
নবীর নন্দিনী হলেন আলীর ঘরণী
সেই প্রতিজ্ঞা বিন্দুমাত্র আমি তো ভুলিনি।
ইমাম হাসান যখন গর্ভেতে রহিল
সেই সময় এই প্রতিজ্ঞা ম'নতে পড়িল।
ইমাম হাসান যখন ভূমিষ্ট হইল
সেই সময় সেই প্রতিজ্ঞা মনেতে পড়িল।

আমি তো ফিরিয়া চাইনা হাসানের দিকে
দাইয়েরা কয় অভাগিনী দেখলি না চেয়ে।
সোনার চান জনম নিয়াছে তোমার উদরে
দেখিলে হেন চাঁন বদন সবার পরাণ হবে।
হা করিয়া হাসান যখন ছিল কান্দিতে
আড়ে আড়ে ফিরে চাইলাম তার মুখের দিকেতে।
আলেক শহর আল্লা তুমি বসা আছ
তুমি কানছ না হাসান কানছে কও দেখি খুলে।

তোমাকে দেখিয়া দুগ্ধ দেই তাহার মুখে
তা হলে কি দুগ্ধ দিতাম হাসান কে।
আল্লায় বলছে শোন মাগো তোমাকে জানাই
তোমার সাথে আমার সাথে রাগারাগি নাই।

মতি গিয়া পাইবা তুমি আপন ঘরে
পাইয়া মতি পাঠাইলাম আমার দোস্তের ধারে।

বাপ বেটিতে কি ভাবে মতি হয় লেন-দেনা
ইহার বেশী বলতে আমার ওস্তাদের মানা।

শাহজালালের জারী

হারে পিছন দিকে চাইয়া দ্যাখ রে
তর ডুইবা গেল বেলা
দিন থাকিতে ভাসাও মন তোমার
ভব পায়ের ভ্যালা ॥

সুন্দর দালান ঘর বাড়ি
হায় রে সবই ছাড়িয়া
যাইতে হইবে তোমায়
হায় রে দুনিয়া ছাড়িয়া ॥

আইছ ভবে যাইতে হবে
মরণ আপন নয়
দিন থাকিতে ও পাষণ মন
একবার ডাক দয়াময় ॥

জারী শুরু

হা রে মনশিক্ষা বলতে আমার হবে অনেক দেরী
মন দিয়া শোনেন সবে শাহজালালের জারী ॥
একদিন হযরত শাহজালাল বসে হুজরার বাহিরে
কেল্লা দেখা গেল ভাই রে গৌর গোবিন্দে রে ॥

হজরত শাহজালাল বলছে মওলার দরবারে
নরকবাসী হইয়াছে কেল্লার মালিকে ॥
কেল্লা কেন ধ্বংস হয় না পাক পরোয়ার
ধ্বংস হয়ে যাক কেল্লা হুকুমে আল্লার ॥

এই কথা বলার পরে কি কাম হইল
গৌর গোবিন্দের কেল্লা হায় রে ধ্বংস হইয়া গেল ॥
হায় ! একদিন শাহজালাল হুজরার বাহিরে
বসেছিল তাহার শিষ্য সমাহারে ॥

কাছেই একটি পুষ্কুনী সেখানে ছিল
হিন্দু একটি মেয়েলোক সেই পুকুরের পাড়ে ছিল ॥
পানিতে পড়েছিল ছায়া সেই স্ত্রী লোকের
হঠাৎ হযরতের চোখ ফিরিল সেই দিকে ॥

বলছে হযরত শিষ্যদেরে শোন শিষ্যগণ
মাথায় কেন কাল লম্বা চুল, আর বুকে ঝোলা কেন ?
বলছে শিষ্যগণ তখন হুজুরের দরবারে
মেয়েলোক হয় এই জন্য বলি আপনারে ॥

মাথায় ঘন লম্বাচুল সৌন্দর্যের কারণ
বুকে আছে দুধের স্তন সন্তানের ভক্ষণ ॥

প্রসব করিলে সন্তান মায়ের দুধ খায়
এই ভাবে শিশু সন্তান বড় হয়ে যায় ।।

হযরত জালাল বলছে তখন শিষ্যদেরে
পুকুর ছিল বলে আমি দ্যাকলাম মেয়েলোকেরে।
পুকুর যদি না থাকিত হুকুমে আল্লার
দ্যাকতাম না চোখে আমি মেয়েলোকের ভার ।।

হযরত শাহজালাল আউলিয়ার আউলিয়া
জীবনে করেন নি তিনি কোন বিয়া ।।
ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সিলেট আসিয়া
ত্রিশ বৎসর এবাদত করেন হুজরায় বসিয়া ।।

বাংলার নবার তখন ছিল গাজী সেকান্দার
তাহার উপরে ছিল ভাই রে বাংলাদেশের ভার ।।
একদিন বলছে হযরত সেকান্দার গাজীরে
শীত এবার বেশী আছে ফেরাও শীতেরে ।।

সেকান্দার গাজী ভাবে হযরতের কি মত
এতদিনে হইলো বুঝি তাহার বিয়ার সখ ॥
এই ভাবিয়া সেকান্দার গাজী কি কার্য করিল
সুন্দরী এক মেয়ে তখন যোগাড় করিল ॥

সোনার গহনা পরিয়ে তারে উকিল সাথে দিয়া
পাঠাইল হযরতের কাছে দিতে তারে বিয়া ॥
হজরত শাহজালাল বলছে উকিলেরই তরে
আমার প্রেম একমাত্র হক মওলার তরে ॥

এক ফুলে দু'টি ভোমর স্থান নাহি পায়
এক মাথায় দুই মগজ রাখা নাহি যায় ।।
এক প্রেম নাহি থাকে দুই বন্ধুর তরে
এ কথা যাইয়া তুমি বল সেকান্দারেরে ।।

নিজে যেমন গিয়াছে ভাই দুনিয়ায় ডুবিয়া
আমাকেও যাইতে বলে তার মত হইয়া ।।
এই কথা হযরত যখন বলিল
সেকান্দারের উপরে কথার তাছির হইল ।।

সুরমা নদী পার হইতেছিল গাজী সেকান্দার
ডুবিয়া মরিল নদীতে ছায়া ঢেউ আর ঝড় ।।
তিন দিন পরে তাহার লাশ ভাসিয়া উঠিল
জনগণ তাহাকে দাফনও করিল ।।

হায় রে জালাল আসিল যখন দিল্লীর তরে
নিজামুদ্দীন ছিল আউলিয়া দিল্লীর ভিতরে ॥
শিষ্যগণ খবর গিয়া দিল নিজামেরে
আউলিয়া আসিল একজন দিল্লীর ভিতরে ।।

চিরকুমার দরবেশ তিনি বড়ই পরহেজগার
তাহার কাছেই জমা হয় বেলায়েতের ভাণ্ডার ।।
দিল্লী হইতে আসিলেন হযরত সিলেটের দিকে
সামনে পাইলেন তিনি সুরমা নদীকে ।।

জায়নামাজ বিছাইয়া পার হইয়া যায়
গৌরগোবিন্দ তখন ছিল রাজসভায় ॥
চর গিয়া বলছে গৌরগোবিন্দেরে
ফকির একজন আসিতেছে দেশের ভিতরে ।।

গৌরগোবিন্দ খবর পাইয়া কি কাম করিল
অগ্নিবাণ ফকিরের দিকে চালাইয়া দিল ॥
শাহজালাল বলছে তখন মওলার দরবারে
ফেরাউনের যাদু নষ্ট করে নাই মুছারে ॥

তেমনি করে গৌরগোবিন্দ যাদু বিদ্যার বলে
অপমান করিতেছে দীন ইসলামেরে ॥

এই বলিয়া শাহজালাল দোয়া করিল
অগ্নিবাণ তখন ফিরিয়া চলিল ॥

গৌরগোবিন্দের তাবু ছিল জ্বলিয়া গেল
এই দেখিয়া গৌরগোবিন্দ কান্দিতে লাগিল ॥
গৌরগোবিন্দ আইস্যা বলছে জালালেরই তরে
কি কাজ করিতে পারি বলুন আমারে ॥

হযরত বলছে গোবিন্দের ঠাঁই
রাজ্য দিয়াছি গাজীকে তোমার করার কিছু নাই ॥
যদি পার পাথর এনে বানাও মসজিদ
এই কাজ রইলো তোমার বললাম আমি ঠিক ॥

গৌরগোবিন্দ পাথর এনে মসজিদ গড়িল
সেই মসজিদের পাশেই হযরতের মাজার হইল ॥
হযরত শাহজালাল ইবনে বতুতার তরে
একদিন জালাল ভাইরে বলছে ধীরে ধীরে ॥

চীন দেশে যাবেন কিনা বলুন আমারে
জামা একটা দিয়া দিলাম আপনার হুজুরে ॥
কথা একটি বলে দেই সাবধান করিয়া
জামাটা রাখবেন কিন্তু গোপন করিয়া ॥

যদি কোন বাদশা জামা দেখে একবার
কাড়িয়া লইবে জামা আপনার হুজুরে ॥
ইবনে বতুতা বলছে তখন জালালের তরে
রাখিলাম জামা আমি বাক্সের ভিতরে ॥

একদিন হযরতের জামা গায়ে দিয়া
ঘুরিতেছিল বতুতা চীনের প্রাচীর দিয়া ॥
এমন সময় বাদশা তাহার জামাটি দেখিল
জামাটি দেখিয়া সে জামাটি চাহিল ॥

ইবনে বতুতা তখন রাজী হইয়া গেল
জামাটি তখন বাদশায় নিয়া গেল ।।
জামাটি নিয়া যখন বাদশায় গায়ে দিল
বাদশার পেটে তখন ব্যথা শুরু হইল ।।

তার পরেতে হযরত শাহজালালের শিষ্যরে দিল
শিষ্য জামাটি নিয়া গায়ে পড়িল ।।

শেখ ফরিদের জারী

পরথমেতে আল্লাজীর নাম নিতে কল্লাম শুরু
অনাথের নাম গো আল্লা দয়া কর গুরু ॥
গুরু গুরু বলতে আমার এহোজনম গেল
নিজ গুরুর সংগে কভু দেখা নারে হইল ॥
গুরু যেমন ভবের মাঝে আর কে এমন হবে
গুরুর নামে কত অধম ভেলায় ভোইরে যাবে ॥

আহা গুরু কল্পতরু তুই নৌকার বেপারী
সমুদ্দুরে ধরচি পারি গুরু হও কাণ্ডারী ॥
কারে ডাকি দিনবন্ধু কোথায় রে সেই নাথ
কেমনে পাইব আমি তার হকিকত ॥
তুমি বিনে মা এই অধমের নাই তো কোন গতি
আমার জিব্বায় বইসে যোগাও কথা লক্ষ্মী সরস্বতী

আমার আসর ছাইড়া যদি মা আন্য কোথাও যাস
দুহাই লাগে দেব ধর্ম্মের গয়ানশের মাথা খাস ॥
মনশিক্ষা বলতে আমার হবে অনেকক্ষণ
শেখ ফরিদের জারী বলব তাই করেন শ্রবণ ॥
শেখ ফরিদের জারী শুইনলে দেল করিবেন ছাপ
এক চন্দ্রের গুনা আল্লা তারে করবেন মাফ ॥

শেখ ফরিদের মাতা বলে বাবা রইলা কার আশায়
চাইয়া দেখ পশ্চিমেতে বেলা ডুইবা যায় ॥
শেখ ফরিদ কয় মা জননী আমি কামাই করতে যাব
কামেল হইয়া আমি গৃহেতে ফিরিব ॥

দুয়া করে মা জননী পুত্রের লাগিয়া
কামেল হইয়া তুমি আসিও ফিরিয়া ॥

নীল দরিয়ায় যায় ফরিদ কামাই করিবারে
দেখিয়া দরিয়ার ঢেউ ভয়ে থর থর করে ॥
নীল দরিয়া বিষম দরিয়া নীল বরন তার পানি
নীল দরিয়ায় কুল কিনারা না দিছে রব্বানী ॥
নীল দরিয়ায় শেখ ফরিদের কামাই ভাল হইল
কহুতর পাহাড়ে যাইয়া উপনীত হইল ॥

সেখানেতে যাইয়া ফরিদ কিনা করে কাম
হরদমেতে মুখে নেয় আল্লা নবীর নাম ॥
বান্দিয়া হাপনা পাও উবদা হইয়া ঝুলে
বার বছর সাধন করে থাইকা একই হালে ॥
আল্লায় বলে জিব্রাইল তুমি যাও গো মেলা দিয়ে
কেমন বন্দিগী করে আইসো গো বুঝিয়ে ॥

দাড় কাক হইয়া জিব্রিল এক এক ঠোক মারে
শেখ ফরিদ কয় ওরে কাক কি ধন দিব তোরে ॥
আমার শরীলে আছে রক্ত মাংস যত
খোসাল হইয়া তুমি খাও মনের মত ॥
সর্ব অংগ খাইও রে কাক না রাখিও বাকি
মুর্শিদের রূপ দেখব আশা, ভিক্ষা চাই এক আঁখি ॥

এই কথা শুনিয়া কাকের বড় দয়া হইল
কাকরূপ ছাড়িয়া অমনে মানুষ রূপ ধরিল ॥
জিব্রাইল কয় জবান দিয়া যখন যা বলিবে
আল্লার রহমে তাহা তখনই হইবে ॥
ধীরে ধীরে শেখ ফরিদ মেলা দিয়া যায়
বহুত পশু পক্ষি দেখিবারে পায় ॥

ফরিদ বলে পশু-পক্ষি কোথায় চইলা যাও
আমার হুকুমে তোমরা মৃত্যু হইয়া যাও ॥
মনে মনে বলে ফরিদ কামাই হইচে ভাল
পশু-পক্ষি তাজা কইরা রওয়ানা হইল ॥
পথের মাঝে এক নারী দেখিবারে পায়
কুয়া হইতে পানি উঠাইয়া জমিনে গিরায় ॥

ফরিদ বলে ওগো নারী কথা শোন তুমি
হলকোম শুকাইয়া গেছে পানি খাব আমি ॥
ভাল মন্দ কোন কথা নারী নাহি কয়
কুয়া হইতে পানি তুইলা জমিনে ঢালায় ॥
গোস্বায় শেখ ফরিদ কয় চিননা আমারে
নারী কয়, শেখ ফরিদ চোখ দেখাও কারে ॥

আমারে কি পশু-পক্ষি মনে ভাবছাও তুমি
তোমার হুকুমেতে মইরা যামু আমি ॥
শেখ ফরিদ মনে ভাবে এ ত তাজ্জব কথা
কেমনে জানিল নারী এত দূরের কথা ॥
তার পরেতে সেই না নারী কিনা কাম করে
উঠাইয়া দিল পানি খাইতে তাহারে ॥

শেখ ফরিদ কয় ওহে নারী শোন মেরা বাত
কেমনে জানিলে তুমি মোর হকিকত ॥
নারী বলে সে সমস্ত না বলিব আমি
পানি খাইবা বইলাছিলে খাইয়া যাও তুমি ॥
শেখ ফরিদ কয় না কহিলে খাইবনা পানি
পানি বিনে মইরা যাব চাইয়া দেখ তুমি ॥

নারী বলে স্বামী মোর শরাবী মাতাল
চিরদিন তাহার মত কইরাছি খুশাল ॥

এক রোজ শরাব খাইয়া বেহুস সমায়
বাড়ীতে আসিয়া তিনি পানি খাইতে চায় ॥
তাড়াতাড়ি পানি ভইরে লইয়া গেছি আমি
যাইয়া দেখি বেভোরেতে নিদ্রা গেছে স্বামী ॥

ডাকিলে বেঘাত হবে নিদ্রাতে তাহার
সারানিশি দাঁড়াইয়া থাকি এন্তেজার ॥
ছোবে ছাদেক হইলো যখন স্বামী বলে মোরে
স্বামী বলে আমি অধম কি দিব তোমারে ॥
হাত উঠাইয়া দোয়া করে পাক ছোবহান
এই নারীর দেহখানা কইরা দেও রোউশান ॥

আমার বাপের বাড়ী আগুন লাগিয়াছিল
চাহিয়া দেখিলাম আমার চোক্ষেতে পিরিল ॥
পানি ঢাইলা তখন আমি আগুন নিভাইলাম
তুমি যাও তোমার কাজে আমি বিদায় হইলাম ॥
শেখ ফরিদ বলে আমার বৃথাই জীবন
কেন বিধি নাহি দিলা আমার মরণ ॥

ত্যবারো ছোত্রিশ সাল গুজারিয়া গেল
মায়ের সম্মুখে যাইয়া উপনীত হইল ॥
মাতা বলে ওহে বাছা শোন আমার কথা
মানুষ না ভজিলে পরে তার জীবন বৃথা ॥
মায়ের আদেশে ফরিদ চলিল আবার
কোথায় আছে কামেল পীর উদ্দিশে তাহার ॥

আল্লার নামটি স্মরণ করে রাস্তা দিয়া যায়
দুর হইতে নিজাম খুনী দেখিবারে পায় ॥
এছাই চোটেতে ধরে গলাতে টিপিয়া।
মালমাতা যত ছিল লইল কাড়িয়া ॥
তলোয়ার উঠাইয়া যবে হলকোমে ধরিল
শেখ ফরিদ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥

আমারে মারিবা তুমি তার নাই রে দায়
তোমার পাপের দারিক কেবা বল হায় ?
পাপের দারিক আমার সকলেই হইবে
ফাঁকি-ঝুকি দিয়া তুমি পলাইয়া যাবে ॥
শেখ ফরিদ কয় লোহার জিঞ্জিরে বন্ধন কর মোরে
আমারে আটকাইয়া থুইয়া তুমি যাওগা ঘরে ।

এভাই বন্ধন বান্দে পৃষ্ঠে দিয়া মোড়া
পিতা-মাতার সম্মুখে যাইয়া হইল খাড়া ॥
নিজাম বলে মাইরা কাইটা ছিনাইয়া আনি
পাপের দারিক তুমরা আছাও কিনা শুনি ।
পিতা বলে পাপের দারিক আমরা না হইব
যে জনা করিবে পাপ সেই তো ভুগিব ॥

তুমারে পাপে তুমি মর আমরা কি তা জানি ।
তুমারে কইরাছি লায়াক খাইতে দিবা তুমি ।
এই কথা শুনিয়া নিজাম যায় ধীরে ধীরে
শেখ ফরিদের নিকটে বলে করজোড়ে ॥
ক্ষমা করো ওগো সাহা ক্ষমা আমি চাই
নহে তো এই অধমের আর গতি নাই ॥

জিন্দেগী ভর পাপ কইরাছি আমি গুনাগার
এই বলিয়া নিজাম খুনী কান্দে জারে জার ॥
আমারে করগো মুরিদ ওগো বাবাজান
দয়া কর অধমেরে গুনাগার সন্তান ॥
মরা একহান ডাল দিয়া নিজামেরে কয়
ভাগ্যক্রমে যদি এই ডাল তাজা হয় ॥

এতেক বলিয়া ফরিদ বিদায় হইল
কোথায় আছে কামেল পীর খুঁজিতে লাগিল ॥

আর তিন যাইতেছিল মুরিদ হইবারে
শেখ ফরিদকে পাইয়া তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে ॥
আমরা তো শুইনাছি ভাই রে বুয়ালী কলমদ্দার
যাইতে বাসনা আছে দরবারে তাহার ॥

চাইর জনা একত্র হয়ে দরবারেতে যায়
চাইটি কোইতোর দিয়া চারজনারে কয় ॥
জবাই করে আনো কোইতোর আমার সাক্ষাতে
নিরালাতে জবাই কর কেউ না যেন দেখে ॥
একজনা যায় জংগলোত জবাই করিবারে
আর একজন জবাই করে পানির ভিতরে ॥

আর একজন করিল জবাই পাহাড়ে যাইয়া
শেখ ফরিদ আইল ফিরা কোইতোর হস্তে লইয়া ॥
বুযালী শাহ্ পুছে কথা তোমার কি হইয়াছে
তোমার হস্তে এখন যে তাজা কোইতোর আছে ॥
শেখ ফরিদে বলে বাবা আমি তো জানি না
জনশূন্য জাগা আমি খুঁইজা পাইলাম না ॥

আমি তো না দেখি কারে খোদা মোরে দেখে
ফিরিয়া আসিতে হইল আপনার সাক্ষাতে ॥
তিন জনারে বিদায় দিয়া শেখ ফরিদকে কয়
তুমি তো আমার সাগরেত জানিলাম নিশ্চয় ॥
বার বছর খেদমদেতে হাজির থাকিবে
ফজরেতে গরম পানি আমায় দিতে হবে ॥

একদিন যদি ত্রুটি পরে আর বার বছোর
শিখাইব আল্লার কালাম যত আছে মোর ॥
এইভাবে করে যুগাল সাহা শেখ ফরিদ
বুয়ালি সাহ্ মনে ভাবে পাইয়াছি মুরিদ ॥

এমন ভাবে করে যুগাল বার বছোর যায়
একদিন আছে বাকী বুয়ালী শাহ কয় ।।

এমন যে সাগরেত আমি কভু না পাইব
কেমন মুরিদ আমি পরীক্ষা করিব ।।
রজনীতে যত জাগায় আগুন আছিল
বুয়ালী শাহ্ মন্ত্র দিয়া নিভাইয়া দিল ।।
শেখ ফরিদ উঠিয়া দেখে আগুন কোথাও নাই
করজোড়ে বলে আল্লা আগুন কোথায় পাই ।।

নদীর পারেতে দেখে এক বেশ্যার ঘরে
জ্বলিতেছে এক প্রদীপ দেখিল নজরে ।।
ঘাটেতে আছিল ভাই রে মরা একটি লাশ
ধরিল জড়াইয়া তারে ভাইবা কলাগাছ ।।
করজোড়ে বলে মাগো দয়া কর মোরে
তোমার সাক্ষাতে আইছি আগুনের তরে ।।

॥ ধুয়া ॥

মুখে আল্লাজীর নাম লইও রে
হরদমে হরদমে ॥
করজোড়ে বলে মাগো আগুন দিবা মোরে রে
হরদমে হরদমে ॥

বেশ্যা বলে দিতে পারি, কি ধন দিবা মোরে রে
হরদমে হরদমে ॥
ফরিদ বলে আমি অধম বড়ই কাঙ্গাল রে
হরদমে হরদমে ॥

টাকা পয়সা সোনা-দানা কিছু নাই দিব রে
হরদমে হরদমে ।
দিতে পারি আগুন আমি চক্ষু করলে দান রে
হরদমে হরদমে ॥

শেখ ফরিদ কয় দিব আমি পীরের খাতিরে
হরদমে হরদমে ।
একটা চক্ষু উঠাইয়া দিল বেশ্যার আগে রে
হরদমে হরদমে ॥

মুখে আল্লাজীর নাম লইও রে
হরদমে হরদমে ॥
চক্ষু দিয়া শেখ ফরিদ আগুন লইয়া যায়
আরশে থাকিয়া ভাবে মালেকুল খোদায় ॥
খোদায় বলতেছে :
জিব্রাইল তোমরা দেখ আমার বান্দা
আমারে পাইবার জন্য নিজের চক্ষু নিজ হাতে
উঠাইয়া দিয়া আগুন নিল ॥

ধুয়া

কোন ভজনে পাব তোমারে
আল্লা কোন সাধনে পাব তোমারে ॥

কারো শিখাও ধর্ম কর্ম
কারো শিখাও শয়তানী
কারো রাখো টিনের ঘরে
কারো ঘরে নাই ছাউনি ॥

তোমার লীলা চমেতকার
লীলা বুইঝা ভার
তোমার কর্ম তুমি কর
শেষে গঞ্জ জীবেরে ॥

দয়াল চান কয় ভবের পরে
খেলছো একটা ভোজবাজী।
তুমি হও নৌকার মালামাল
তুমি হও নৌকার মাঝি।

তুমি সবের কর্ণধার
তরী ডুবালে আমার
একবার ভাসাও একবার ডুবাও
বাইছ খেলাও ভব সাগরে ॥

সম্মুখেতে পানি নিয়া রাখিল যখন
মনে মনে ভাবে কোথায় পাইল আগুন ॥
এই ভাবিয়া বুয়ালী শাহ মুখ পানে চায়
তাজা খুনের ধারানি দেখিবারে পায় ॥

গুরু মিলে ঘরে ঘরে শিষ্য পাওয়া দায়
শিষ্যের ওছিলায় গুরু উদ্ধারিয়া যায় ।।
যেই শহরের নকল গুরু হাতে তুলিয়া দিল
অন্ধকার কাটিয়া যাইয়া রোশন হইল ।।
বুয়ালী শাহ বলে বাবা চইলা যাওগা ঘরে
পার ঘাটাতে পার হইতে তরাইও মোরে ।।

এক রমণী ছিল রে ভাই বড়ই সুন্দর
লাশ আনিয়া কব্বর খানায় দিয়াছে কব্বর ।।
ঐ নারীর উপরে একজন বড়ই আশেক ছিল
জিন্দা না থাকিতে তাহার আশেক না মিটিল ।।
উঠাইয়া মরা লাশ কাফন সরাইয়া
বদকর্ম্ম করিতে মর্দ পড়িল ঝুঁকিয়া ।।

দূর হাতে নিজাম খুনী দেখিবারে পায়
ইহাকে করিব খুন যা করে খোদায় ।।
এতেক করিয়া মনে তলোয়ার মারিল
একই কোবে ঐ শয়তানকে দুই আদান করিল ।।
মনে মনে ভাবে নিজাম ইলাহী রব্বানা
জনম ভইরা কামাই করছি আমি শুধু গুনা ।।

এই বলিয়া নিজাম খুনী কান্দে জারে জার
আরশ হইতে করলো দয়া পাক পরোয়ার ।।
আল্লার নামটি স্মরণ কইরা ঝুল্লায় হাত দিয়াছে
চাইয়া দেখে মরা ডালে ফুল ফুটিয়াছে ।।
মোনাজাত করে নিজাম পাক পরোয়ার
কে বুঝিতে পারে আল্লা মহিমা তোমার ।।
শেখ ফরিদ আসিয়া যবে দোয়া তারে দিল
আউলিয়া দপ্তরে তাহার নাম লেখা হইল ।।

তরাও তরাও এ ভব সাগরে তরাও দীনবন্ধু সাঁই
নিজাম যে খুনী ছিল তার প্রতি দয়া হইল সাঁই ॥
তারপরে আউলিয়া হয় তার নাম ॥
তুমি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর সাঁই
সাঁই তুমি বিনা গতি নাই আমি কার কাছে দাঁড়াই ॥
তরাইলে তরী নইলে মরি
এই ভাবনা সদায় করি
এক দমের ভরসা নাই ॥

মুখ পাচালি

আল্লা আল্লা বল ভাই রে নবী কর সার
নবীর কলেমা পইড়ে হইয়া যাইবা পার ॥
নবীকে একিন কর ভাব মনে মনে
পার করিবে দীনের নবী হাশরের দিনে ॥
মানুষ না ভজিলে মন কিছুই তো হবে না
মানুষের কাছে সব যাবে জানা শোনা ॥
বহুত পিয়ারা বান্দা খোদার দরবারে
মুর্শিদ ভজিয়া মন চিন গা আল্লারে ॥

সাদ্দাদের জারী

আদ ছিল হায় রে সাদ্দাদের পিতা
একজনের নাম আদ আর একজনের নাম সদিদ।
সতার বৎসরে সদিদ মরিল
সাদ্দাদ তাহার পরে বাদশা হইল।
ছুনিয়ার লোক তাহার তাবেদার ছিল
তাহার হুকুমে সব মানিয়া নিল।

ধর্মে গাফেল হইয়া সাদ্দাদ কাফের হইল
আল্লাতালা সাদ্দাদের হেদায়েত করিতে
হুদ পয়গাম্বরেরে পাঠাইয়া দিল।
হুদ পয়গাম্বর সাদ্দাদকে বলিল
ছুনিয়ার বাদশাহী আল্লায় তোমাকে দিল ॥
বহুত দৌলত তোমায় দিল রব্বানা
তোমারে আল্লায় খুব সুরত দিল ॥
শোকর কর তুমি খোদার
এবাদত তুমি কর আল্লার ॥

হামেশা এবাদত করিবে তাহার
হাজার নেয়ামত পাইবে আল্লার কাছ হইতে ॥
আজাব হইবে না তোমার রোজ কেয়ামতে
সব সময় থাকিবে তুমি মনের সুখেতে ॥
সব সময় থাকিবে তুমি বেহেস্তে
খোদার নাম তুমি রাখ দেলেতে ॥

ভূত পূজা দূর কর ঈমান আনিয়া
একথা শুনিয়া গেল সাদ্দাদ গোসা হইয়া ॥

গোসা হইয়া সাদ্দাদ বলিতে লাগিল
বেহেস্তে কি কি জিনিষ আছে আগে শোনাও মোরে
বেহেস্ত তৈরী করিব আমি দুনিয়া মাঝারে ॥

তারপরে সাদ্দাদ কি কাম করিল
দুনিয়ার সব বাদশার কাছে চিঠি লেইখ্যা দিল ॥
মুল্লুকে মুল্লুকে সাদ্দাদ চিঠি লেইখ্যা দিল
দুনিয়ার সব ধন রত্ন এক সাত করিল ॥
হাজার হাজার জমিন আর মুল্লুক মিলাইয়া
বাগান তৈয়ারী করিল সাদ্দাদ বেস্তের লাগিয়া ॥
লাখ লাখ লোক তাহার খাটিতে লাগিল
চল্লিশ গজ মাটি খুদিয়া করিল বেহেস্ত তৈরী আরামের লাগিয়া ॥
কোরানেতে বেহেস্তের যে রূপ আল্লা ফরমাইল
সাদ্দাদ সেইরূপ বেহেস্ত তৈরী করিল ॥

অর্ধেক সোনার ইট অর্ধেক রূপার
জাফরান মেসক দিয়া দিল সেই ঘরের মাজার ॥
দুনিয়ার যত রকম ফুল ছিল
সব আনিয়া সাদ্দাদ সেই বাগানে রাখিল ॥
কাঁকর পাথর আর লোহার বদলে
মণি-মুক্তা বিছাইল সাদ্দাত সেই বেহেস্তে ॥
চারিদিকে তাহার চারি নহর দিল
দুধ আর শরাবের সেই নহর বহিল ॥

চারি ময়দান বানাইল দূরেতে কাছেতে
কতশত মেওয়াদার গাছ দিল তাহাতে ॥
লাখ লাখ কুরছি পাতা সেই ময়দানে ছিল
সোনা আর রূপা দিয়া সব তৈয়ারী করিল ॥
হরেক রকম কুরছির সামনে খাঞ্চা হাজার
হরেক রকম মেওয়া তাহাতে বেসুমার ॥

রোজ সেই বেহেস্তের খরচের তরে
চল্লিশ গাধা সোনা-রূপা আনিত ভরে ॥

এইরূপে তিনশত বছর গোজারিয়া গেল
সাদ্দাদের বেহেস্তখানা তৈয়ার হইল ॥
চান ও সূর্যের মত দেখিতে তাহার বাহার হইল
মুল্লুকে মুল্লুকে উকিল পাঠাইয়া দিল
রতি মাশা সোনাও যেন কোথাও না থাকে ॥

সোনা-রূপা যেখানে পাইবে একতিল
বেহেস্তের নীচে এনে কর দাখিল ॥
এক বুড়ি ফকিন্নীর এক বেটি ছিল
তাহার গলায় এক রূপার হার ছিল
জালেমেরা জোর করিয়া তাহা কাড়িয়া লইল ॥
আহাজারি করে মেয়ে বলে তাহাদেরে
এক দেরহেম রূপা ফিরাইয়া দাও মোরে ॥
বিধবা মা আমার ভিক্ষা করে খাই
এক দেরহেম রূপা ছাড়া আর কিছুই নাই ॥
গরীবের কান্দাকাটি তাহারা কিছুই না শুনিল
জোর করে তাহাকে তাড়াইয়া দিল ॥

মা বেটি মিলিয়া তখন জুড়িয়া দুই হাত
এলাহীর দরবারে তারা করে মোনাজাত ॥
ইনসাফ করো আল্লা আপনা কর্মে
জালেমের হাত হইতে বাঁচাও মজলুমে ॥
না হক আজাব দিল কমিনা কমজাত
এই দোয়া চাহি যেন হয় সে নিপাত ।
তাহার দোয়া আল্লা করিল কবুল ॥

ফরমান আছে হাদিসের মাজার
ফরিয়াদ শোনে আল্লা মজলুম বান্দার ॥

তাহার পর সাদ্দাদ সব দেশ থেকে
যুবতী সব আনিল সুন্দরী দেখে ॥
সুন্দরী যুবতী সব রূপের মুহরি
যুবতী দেখিতে সব যেন হুরপরী ॥
যেখানে যত সুন্দর গোলাম ছিল
সব আনিয়া সাদ্দাদ জমা করিল ॥
এইভাবে দশ বছর গোজারিয়া গেল
বেহেস্ত খানা দেখিতে তাহার খায়েস হইল ॥

নারাজ আছিল আল্লা তাহার উপরেতে
সাদ্দাদ কাফের যেন না যায় বেহেস্তে ॥
একদিন সাদ্দাদ কি কাম করিল
দুইশত গোলাম লইয়া রওনা হইল ॥
সব গোলাম তাহার ময়দানে পাঠাইয়া
এক গোলাম নিয়া যায় বেহেস্তে চলিয়া ॥
এমন সময় এক জোয়ান খাড়া দেখিল
সাদ্দাদ তখন তারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
সাদ্দাদ জিজ্ঞাস করে তারে খাড়া কি কারণ
এই কথা শুনিয়া আজরাইল বলে যে তখন ॥
মালেকাল মউত আমি আল্লার হুকুম পাইয়া
আসিয়াছি হেথা আমি তোমার জানের লাগিয়া
সাদ্দাদ বলছে তখন আজরাইলে ঠাঁই
একটু দেরী কর ভাই বেহেস্ত দেখে যাই ॥

আজরাইল বলে তখন তাহারে
আল্লার হুকুম তোমায় বেহেস্তে না যেতে ॥
তোমায় যাইতে হবে দোজখ মাজার
না পাইবে এর থেকে কোন নিস্তার ॥
সাদ্দাদ বলে আমি না-ফরমান
কি হবে আর বেহেস্তে গিয়ে সারা কর কাম ॥

এই সময় সাদ্দাদের ঘোড়ায় এক পাও বেহেস্তে দিল
আজরাইল তখন তাহার জান কবুল করিল ।।

দিশা

সাদ্দাদের বেহেস্ত দেখা
নছিবে হইলো নারে ।।

সোলায়মান নবীর জারী

শোন শোন মমিন ভাই করিয়া খেয়ান
দাউদ নবীর বেটা ছিল নবী সোলায়মান ।।
বাদশার ঘরে হইল জন্ম তাহার
আগে তিনি ছিলেন বিবি আওরিয়ার ।।
আওরিয়া যুদ্ধে যখন শহীদ হইল
বাদশাহ্ দাউদ নবী নিকা যে করিল ।।
সোলায়মান পয়দা হইল তাহার পেটেতে
জামে ওতয়াখিয়ে লেখে এই মতে ।।
সোলায়মান বসিলেন তক্তের উপরে
অঙ্গুরি পিন্দিলেন আঙ্গুলের পরে ।।
দাউদের ঔরসে ছিল নবী সোলায়মান
কোরানেতে ফরমাইলেন আপে ছোবাহান ।।
সব জানোয়ারের বুলি বুঝিতেন তিনি
দিয়াছিল সব চিজ আল্লা কাদের গনি ।।

রওয়াতে আছে ভাই এইরূপ বয়ান
তক্তে চড়ে ফিরিতেন নবী সোলায়মান ।।
ছওয়ার হইল নবী তক্তের উপরে
হাওয়া তার তক্ত নিয়া যাইত শূন্যপরে ।।
পাখীরা সব তাদের পাখা মেলিয়া
নবীর উপরে তারা ফেলিত ছায়া ।।
তক্তের ডাইনে থাকতো আদমের লস্কর
বায়ে থাকতো পরীরা দেখিতে সুন্দর ।।

দুই পায়ে হেটে যাইতো চাইর পাইয়া জানোয়ার
দুইয়ের লস্কর পিছে থাকিত তাহার ॥

তামাম জানোয়ার সব কাতার বান্দিয়া
সাথে সাথে যাইত তারা হল্লা করিয়া ॥
আর কত ছিল ভাই রে তাহার তাবেদার
তক্তের পিছেতে যাইতো বান্দিয়া কাতার ॥
সোলায়মানের তক্ত যখন ভাসিত বাতাসে
সাম হইতে যাইতেন ইমন শহরেতে ॥

মাহিনা একরোজে কিতাবে ভাই আছে
আধরোজে তক্ত তাহার পৌছাইত সেখানে ॥
আর এক চশমা ছিল লেখে কোরানেতে
তাহার চশমায় ডেগ করিত তৈয়ার ॥

দেও আর মানুষে খানা রান্দিয়া
খাইতো তারা সবে আনন্দিত হইয়া ॥
আর ভাই সোলায়মান যেখানে যাইতো
মাটির গুপ্তধন ভাই রে তারে ডাকিত ॥
ডাকিত নীচ থেকে বিনয় করিয়া
নবী সোলায়মান মোদের লও উঠাইয়া ॥
আর যত মুক্তি মুক্তা সাগর হইতে
দেওগণ উঠাইয়া রাখিত ভাণ্ডারেতে ॥
যদি কোন দুষ্ট দেও কষ্ট দিত মানুষেরে
রাখিত সোলায়মান নবী তারে কলসীর ভিতরে ॥
পিতলের কলসি মুখ বন্ধ করিয়া
দিত তারে সাগরে ফেলিয়া ॥
আজবদি বহু দেও কলসীর ভিতরে
বন্দী আছে ভাই সোলায়মানের ডরে ॥

আরও ভাই শোনা যায় কেতাবেতে
বানায় বালাখানা এক নিজ দেশেতে ।।
ছত্রিশ ক্রোশ লম্বা আর চওড়া ছিল
চাদি ও সোনা দিয়া সেইটা বানাইল ।।
সাত শত ঘর ছিল সেই বালাখানায়
সাত শত হেরেম যে থাকিত তাহায় ।।
তিন শত কুটরী যে আছিল তাহার
তিন শত বিবি তাতে থাকিত তাহার ।।

আর ও ভাই প্রমাণ আছে কেতাবেতে
রোজ রতি করিত সোলায়মান বিবিগণ সাতে ।।
তারপর সোলায়মান কি কাম করিল
ঐ বালাখানার কাছে আরেক বালাখানা বানাইল ।।
বার ক্রোশ লম্বা ছিল চওড়া বার ক্রোশ
হাতির দাঁত আর ফিরোজা পাথর বিছাইত রোজ ।।
চারিধারে রূপার গাছ রোপন করিয়া
সোনার ডাল তাহাতে দিল বানাইয়া ।।
ছব্জ জমরদের তাতে পাতা বানাইয়া
সকল ডালেতে নবী দিল লাগাইয়া ।।

কোকিল ও ময়ুর নিজেই বানাইয়া
সকল ডালেতে তাহার দিল বসাইয়া ।।
পাখিদের পেটে পুরে মেস্ক ও আতর
চারিদিকে দিল খোসবো ভর ভর ।।
লাল এয়াকুতের তাতে ফল আঙ্গুরের
আছিল হাজার কুরছি নীচেতে তাদের ।।
আলেম ফাজেলগণ বসিত তাহাতে
আর দেও আর জীনজাত বসিত তাহাতে ।।
হাত জোড় করিয়া খাড়া থাকিত
হুকুমের জন্য তারা খাড়া রহিত ।।

সোলায়মান নবী যখন বসিত তক্তেতে
কাঁপিয়া উঠিত তক্ত আজব কেরামতে ॥
চারিদিক হইতে খোসবু ছুটিত
পাখিরা চারিদিকে গান করিত ।।
সোলায়মান মরে গেলে বহুদিন পরে
এক বাদশা বসে গিয়ে সেই তক্ত পরে ।।
দুই থাম দেখে বাদশা গোস্বায় জ্বলিল
যাইয়া সোলায়মান নবীর তক্তে লাথি মারিল ।।
তখন বিন্দিল পায়ে তাদের পেরেক এসে
সেই থেকে সোলামানের তক্তে নাহি বসে ।।

সোলায়মান যখন বসত তক্তের উপরে
জব্বুর পড়িত নবী খোস আওয়াজেতে ।।
সরদারী করিতেন নবী সবার উপরে
সবাকার বুলি তিনি পারিতেন বুঝিবারে ।।
শাহী তাজ দেখে নবী আপনার শিরে
ছয়ার করিতেন নবী তক্তের উপরে ।।
একদিন সোলায়মান তক্তেতে বসিয়া
ছয়ার করিতে যান সবাকে লইয়া ।।
হাজার উজির বসে আছিল কুরছিতে
উজিরে আজুম দেও আছফ নামেতে ।।
ফেরেস্তার আওয়াজ নবী যখনে শুনিল
তখন তক্ত তাহার বেঙচির মোকামে পোঁছিল ।।

একদিন সোলায়মান নবী তক্তেতে করিয়া
হাওয়া ভরে যেতে ছিলেন তক্ত লইয়া ।।
ছায়া ভরে যেতেছিল সবাই শূন্য ভরে
উপরে দেখেন নবী করিয়া নজরে ।।
তামাম পাখী ভাই রে ছিল সেথায়
হুদ পাখিকে নবী দেখিতে না পায় ।।

এই দেখিয়া নবী কহে পাখিদেরে
দেখিতে পাইনা কেন আমি হুদ পাখিরে ॥
হুদ পাখিরে আন এখানে ধরিয়া
তাহাকে খাইব আমি জব করিয়া ॥
আনিলেন পাখি সবে হুদেরে তালাশ করিয়া
নবীজির কাছে তারে দিল আনিয়া ॥
জিজ্ঞাসা করেন নবী তখন হুদেরে
কোথায় গিয়াছিলে তুমি বল না আমারে ॥
এ কথা শুনিয়া হুদ কি কার্য করিল
নবীর কাছে তখন কহিতে লাগিল ॥
আনিয়াছি এক খবর আরব দেশের
খুশির খবর এক শোন, শোন বাদশাহের ॥

তারপর সোলায়মান যুদ্ধ করিয়া
শাহজাদী একজন আনিল ধরিয়া ॥
সোলায়মান বলছে তখন শাহজাদীর তরে
কবুল করিবে কিনা দীন ইসলামেরে ॥
তখন সেই শাহজাদী ইসলাম কবুল করিল
সোলায়মান নবী তারে বিবাহ করিল ॥
বিবাহ করিয়া তারে করে বহুত পেয়ার
রাখিলা সোলায়মান তারে খাস কামরায় ॥

একদিন শয়তান আদমের ছুরত ধরিয়া
সেই বিবির কাছে দিল দরশন আসিয়া ॥
শয়তান বলছে তখন সেই বিবির তরে
মূর্তি বানাও তুমি তোমার বাবারে ॥
তোমার বাপের ছুরতে মূর্তি বানাইয়া
পূজা কর তারে তুমি নিরলে বসিয়া ॥
শাহজাদী তখন শয়তানের কথা শুনিয়া
বাপের ছুরতে মূর্তি তখন নিল বানাইয়া ॥

বাপের ছুরতকে সে পূজা করিল
আর টিকটিকিকে এনে জবাই করিল ।।

সোলায়মানকে ধরিল কঠিন পাপেতে
তারপর তারে ধরিল ব্যারামেতে ।।
চক্ষু তার একটি আন্ধা হইয়া গেল
মসজিদের নকসা তখন তৈয়ার করিল ।।
জীন আর দেওগণকে তখন লইয়া
মসজিদ গড়িতে সোলায়মান যায় চলিয়া ।।
দেওগণ পাথর আর সুরকি আনিয়া
তৈরী করিতে লাগিল মসজিদ আসিয়া ।।
হায় রে, এই ভাবে হাজার বৎসর গত হইয়া গেল
এমন সময় মসজিদ তৈরী হইয়া গেল ।।
তারপরে হজরত সোলায়মান নবী
ইন্তেকাল করিল মানবের ছবি ।।

খুলনা

খুলনা জেলা থেকে 'নবীর কলেমার জারী গান'টি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব নূরুল হক মোল্লা। তিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে প্রোগ্রাম সহকারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর—রাজপাট, জেলা : ফরিদপুর।

নবীর কলেমার জারী

॥ বন্দনা ॥

মাগো দোরি পদে
বিপদ নাশিনী,
এ্যা গো মা মা
দোরি পদে বিপদ নাশিনী।

তুমি যারে করো দয়া
কি ভাবনা তার,
নিজো গুণি করো দয়া
আমি অবোধ কুমার।

আমি পইড়াছি মা ভব সাগরে
পইড়াছি মা ভব সাগরে,
যা করো মা এইবার
কালের ভয়ে কাঁপে কলেবর দিবস রজনী।

মাগো দোরি পদে
বিপদ নাশিনী,
এ্যা গো মা মা
দোরি পদে বিপদ নাশিনী।

পহেলা মোর আল্লার নামটি
নিতে করলাম শুরু,
অনাথের নাথ গো আল্লা
দোওয়া করবেন গুরু।

আহা গুরু কলপোতরু
তুই নোদীর ব্যাপারী,
বাংগ্যা নউকায় দিচ্ছে খেওয়া
তুই যার কাণ্ডারী।

এ্যাক বাজারে চার জন মুদী
বসত করে ভালো,
ভানু বলে তার এক মদি
লাগাইছে কলো।

চোক্খু উইঠা বলে আমি
দেহের বালা,
আমা হতে দ্যাকে বান্দা
দশ দুনিয়া উজলা।

আমি চোক্খু না থাকিলে
তোর সকল হবে মানা,
আমি চোক্খু না থাকিলে
তোরে লোকে বলে কানা।

এই সব কথা শুনে তকোন
জবাব দেচ্ছে কান,
চোক্খু তুমি নাকি শুনে থাকো
বাদ্যি আরো গান।

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
বেয়াল্লিশ তারের বাদ্যি,
মজা কইরে শুনে থাকি
থেকে দড়ের মদধি।

এই সব কথা শুনে তখন
জবাব দিচ্ছে কান,

চোক্‌খু তুমি নাকি শুনে থাকো
বাদ্যি আরো গান।

এই সব কথা শুনে ওকোন
জবাব দেচ্ছে মুকি,
কর্ণ তুমি শুন গান বাদ্য
আমি বলি মুকি।

এই মুকিতে আটে বাজারে
কেনা বেচা কোরি,
এই রূপেতে মধুর নামটি
কইরা থাকি জারী।

আমি মণ্ডা খাই মিসরী খাই
আরো খাই চিনি,
কিছু মজা মালুম পাওনা
চোক কানে দিলি।

এই কতা শুনে তকোন
জবাব দেচ্ছে নাক,
ওরে কালা কানা গুংড়া তোরা
চুপ মাইরা থাক।

আমি নাক তোর মুকির শোভা
না থাকিলি কয় খান্দা,
আমার সাতে মন মনুরাও
মনো সুতে বান্দা।
মোনা যেদিন যাবে রে ভাই
মনো সুতা ছিইড়া,
কালা কানা গুংড়া তোরা
সব রহিবে পইড়া।

আরে একবার আমি গরে
এ্যাকবার বাইরে দিচ্ছি চোকি পারা,
কোন সময়তে দড়ের মালিক
তোরে লয়ে যাবে চোরা।

এই সমস্ত বলিতে আমার
অনেক হবে দেরী,
মন লাগায়ে শুনবেন সবে
রাসুলির জরমো নামার জারী।

প্রথমে হুর পয়দা
পরী পয়দা দোমে,
বন্দিগী হলো না কেউর
খোদা তালার নামে।

ছিয়ামতে পশু পয়দা
আমাতে দ্যাও,
খোদার নামে বন্দেগী তার
না করিল কেউ।

পানজামেতে আদম পয়দা
কইরাছেন মোকবুল,
স্যাও মুকিতে না বলে
আল্লাহু রাসুল।

না ফড়ে নবীর কলেমা
না ফড়ে কোরান,
ভুত পূজা আনহিক যত
করে হিন্দুয়ান।

আল্লা বলে দোস্তো তুমি
দুনিয়াতে যাও,

দশ দুনিয়ার মইদ্যে দোসতো
পয়দা যাইয়া হও।

সব কাফের মাঝো জবদো করো
তোড়ে হিন্দুয়ানী,
গরে গরে শুনাও দোস্তো
কলেমার ধ্বনি।

কলেমা জারী নবীর নূরীর
করো দুনিয়া পারে,
এই কথা শুনিয়া কয়
দীন পয়গমবারে।

আল্লা না জানি কত কাফের
আছে দুনিয়া মদ্দি,
আমি এ্যাকা যাইয়া করবো জবদো
আমার কিবা সাদ্দি।

আমি যদি তাগো পারে
করি বলা জুরী,
আমারে মারিবে তারা সবে
আশেক ও ফিকিরে।

আর তলোয়ারে কাটিয়া মোরে
করিবে টুক টুক,
আর নয় দোরিয়ায় ফেইলে দিবে
ভরিয়া সিনদুক।

আর নয় উড়ায়ে দিবে মোরে
কামানের মেরে গোল্লা,
তাইতি আমার পেরান যাবে
শুন বলি আল্লা।

খাতের দারী জরমো নেওগ্যা
দুনিয়ার উপরে,
রাসুল বলে জরমো নোতি
যাবো কার গরে।

কে হবে আমার মাতা
আমি কারো ছেইলে,
সেই কতাডি মালেক আল্লা
আমাকে দাও বুইলে।

আল্লা বলে দোস্ত তুমি
শুন সে খবর,
আবদুল্লা বাদশা আছে
অরব্য শহর।

তার গরেতে জরমো নিতি
না করো ভাবনা,
মা বাবা ন্যাওন ভালো
বিবি সে আমেনা।

মা বাফের কতা যকোন
কলেন মালেকুল,
শুনে বড় খুশী হলেন
হজরত রাসুল।

রাসুল বলে গো আল্লা
তবে আমি যাই,
কত বচ্ছোর ল্যাক্‌লে আল্লা
আমার পরমায়ু।

এই কতা শুনে কয়
আফনি পাকজাত,
দোস্‌তো দশ হাজার বচ্ছোর

ল্যাক্‌লাম তুমার হায়াত

শুক্‌কুর বারের এ্যাকাদশী
যোগ পাইয়া সিদ্‌দি,
অদম তারম চলে গ্যালো
দশ দুনিয়ার মদদি।

রাসুল যকোন জরমো নিতি
দুনিয়াতে আলো,
পাজি খুইলে গণোকেরা সব
গুণে যে টেয়ার পালো।

য্যাতেক দ্যাকে বেরামনেরা
লয়ে পাজি পুতি,
এ্যাকবারে এ্যাক এ্যাকজন
চইললো শিগরো গতি।

কেহ পরে গরদ খিরদ
কেহ পরে শাল,
জাইলা কাছা পরে বাই রে
যার য্যামুন কপাল।

ময়দানেতে খাড়া হলো
বাওনরা ছয় কুড়ি,
দশ বিশ চলে গ্যালো
বাদশার পুরী।

কেহ বলে বাদশাজাদা
বলি কিছু তবে,
অরব্য শহরে একটি
জোবান পয়দা হবে।

সেই জোবান পয়দা হবে
দুরান্ত জোবান,

কলেমা ফড়ায়ে হিন্দু
করিবে মুসোলমান।

দেওড়া বাইংগ্যা দূর করবে
শিব ও দুর্গা কালী,
আনহিক পূজা ত্যাগ
আর নরবলি।

খাসী কোরবানী কইরবে
গাই করিবে জোবে,
জাত আবরু মাইরা সবের
ইজ্জাত উমরাত নিবে।

কারো মুকি কি না নতি দিবে
হর হরির নাম,
ছুন্নাত দেলাবে সবেরে
ডাকিয়া হাজাম।

এই কতা শুনে বাশ্বা
বলে রে হায় হায়,
বলে, বিরদো কালে ছুন্নতি দেবে
এ্যাও ঠেকিলাম দায়।

বাশ্বা বলে জোবানের রাইশ
গুণে ফাইড়ে দ্যাকো,
কার গরে হইবে জোবান
তাই গুণিয়ে দ্যাকো।

বেরামনেরা বলে আমরা
গোণা ফড়া করি,
কার গরে হইবে জোবান
তাই কি কতি পারি।

য়্যাত যদি গুণে ফইড়ে
পাতাম নিরাপন,
মাটির নীচাত্যা তুইলে নিতাম
আজগবি দোন।

বাশ্বা বলে বেরামনেরা
কেউ কলি না কতা,
মুদ্গার মারিয়া তোগে
চুরনো করিব মাতা।

বাশ্বা বলে বেরামনেরা
গুণে কওদি দ্যাকি,
জোবান পয়দা হোতি আর
কয় দিন আছে বাকী।

বেরামনেরা বলে বাশ্বা
বলি তব কাছে,
সেই জোবান পয়দা হতি
আর দুই রোজ বাকী আছে।

দুই রোজ পরে দ্যাকো
জোবান পয়দা হবে,
তিন রোজ যাইয়ে কারাগারে
বন্দী থাকবে সবে।

সাত বারো পোনারো স্থিতি
এ্যাগারোর কারণ,
নবগ্রহ গুণে সবে
করে নিরাপন।

গোণা ফাড়া কইরা তারা
আট অংকো কষে,

বেয়াকুব হয়ে তামাম বাওনরা
সব রলো বইসে।

বেয়াকুব হলো বাওন,
আরো ভট্টচার্য্যি
পাঞ্জি বাইন্দে চলে তারা
সকোলির যে মুরজ্জি।

সকোলি যে মুরজ্জি হইয়ে
ভেবে না আর বাচে,
কইফত করতি হলো
বাশাজীর কাছে।

বাশা, হয় আমাগে খুন কহরে
নহে দ্যাও রে ছাইড়ে,
আর পারিনা দুক্‌খু সতি
কারাগারে পইড়ে।

বাশা বলে বেরামনেরা
গুইণে পারো কতি,
কার গরবে সেই জোবান
এসে হয় স্থিতি।

বাশা বলে পাক পেয়াদা
আমার কতা মানো,
শহরের সব আওরত মরদ
আমার দরবারেতে আনো।

হুকুম করিলে বাশা
আর কি হয় রে দেরী,
পেয়াদারা সাইজে চললো
সাড়ে সাত কুড়ি।

সব ছোট বড় কইরে জড়ো
আবাল বিরদো জুয়ান,
দাখিল করিল নিয়ে
বাশার বিদ্যমান।

বাশা বলে আওরত মরদ
কর গে দুই ভাগ,
হুকুম করিলে বাশা
চলেনা ফাকি জুকির কাজ

কারাগারে বনদো রাইখ্যা
শানতিরি রলো চোকি,
বাশা বলে বেরামনেরা
সবাই বুদ্ধির ঢেকি।

এই কতা শুনে বেরাগনগে
জবাব না সরে,
ছের নোয়াইয়ে দেলো বাশারে
মারো আমাগেরে।

বাশা বলে বাওন মেরে
ক্যানো করবো পাপ,
যার যার গরে সেই সেই যাও
তজকির করলাম মাফ।

সন্তান জরমিয়া থাকে
পুরুষির ঔরশে,
আমি পুরুষ না আর যাতি দিব
আওরতের পাশে।

জুদা কইরা রাকবো আমি
আওরত আর মরদ,

দ্যাকি ক্যামুন কইরে জনমো নিতি
আসেন হজরত।

তিন দিন বাদে তে গে
সব দিব ছুটি,
যার যার গরে সেই সেই যাইত
কতা বল্লাম খাঁটি।

কোতায় খোদার দোসতো
মোহাম্মাদ হজরত রাসুল,
নবী অরব্য শহরে আলেন
হইযে একটি ফুল।

য়্যায়ছাই মুরাদের ফুল
আইসাছে ছুনিয়ায়,
শহর ভইরা আলো করছে
ফুলিরই খোশ বায়।

সইন্য ভরে ডোরাক তলে
ফুল পইড়েছে এসে,
বাশা আরব্য তামেশা দ্যাকে
ডোরাক তলে বইসে।

বাশা বলে পাক পেয়াদা
আমা পানে চাও,
গাছে চইড়ে ফুল পাইড়ে
আমাকে আইনে দ্যাও।

কেউবা চইড়েছে গাছে
কেউ ধরছে ধজা,
ধরতে গেলে না যায় ধরা
ফুল এ্যাও তো বড় মজা।

কারে আতে সেই ফুল
নীরে আলো চলে
আলুনি আবদুল্লা বাশ্বা
গ্যালো রে গাথুলিয়ে।

বাশ্বা বলে ফুল যদি
আমায় ভালোবাসো
আমার ঈশ্বর যদি দিয়া থাকে
তয় আমার আতে আসো।

এই বুইল্য আবদুল্লা বাশ্বা
আত বাড়েয়া দিল
ফুল পাইয়া আবদুল্লা বাশ্বা
ভারি মদত করলো।

বাশ্বা বলে বিবি তুমি
আমার পানে চাও
একটি ফুল তুমার জন্যি আইনাছি
ধর তুমি ন্যাও!

আতে তুইল্যা দ্যাক বিবি
ফুলিতে কি খ্যালে
ফুলির ও ভামেশা দ্যাক
বসিয়ে মহলে।
বিবির আতে ফুল দিয়া
বাশ্বা গ্যালেন চইলে
বিবি নলেন ফুলির বাস
নিশ্বাসে তুলিয়ে।

আমার খোদার দোসতো মহাম্মাদ
গরবে যাইয়ে বসে
গরবে যাইয়ে স্থিতি হলো
মুহাম্মাদ রাসূল।

এক মাসের হামেল যকোন
বিবি যে আমেনা।
সুরাত অপার বিবির
যাামুন কাচা সোনা।

দুই মাসের হামেল যকোন
হলেন বিবিজী
মনে মনে বলেন তকোন
একটা মানিক পেয়েছি।

তিন মাসের কালে যকোন
গরবো হলো ভারি
দাসী বান্দি সখি তারা
সব করে ঠ্যারা ঠ্যারী।

কেহ বলে দিদি আমরা
টেয়ার পেয়েছি যোগে
যাহা ভাবছি মনে মনে
সেই তো বুজি হবে।

বিবি বলে দাসী বান্দি
আমার জবাব ন্যাও
আমার হইয়ে থাকে হইয়েছে
তুমরা চুপ মাইরা রও।

বিবি কয় বাশ্বা বড়ো দুরান্ত
যদি শুনতি পারে,
আমার গরবো সোমেত দুইটারে
পাঠাবে যমের গরে।

এই কতা বুইলে দাসী
গোলুনে রহিল
পাজি গুইলে গণোকেরা সব
গুণে টেয়ার পালো।

য়্যাতেক দ্যাকে বেরামনেরা
লয়ে পাঁজি পুথি
আবহুল্লা বাশ্বার আগে
গুণে চললো কোতি।

তিন মাস হইয়াছে স্থিতি
টেযার পালাম যোগে
এই কতাডি বুইলে আসি
বাশ্বাজীর আগে।

না কইলে পার খালাশ হবে
আরবা দুশমুন
জোনা জাত সব বাওন মেরে
ব'শ্বা কইরবে চুরমু চুন।

বাশ্বা বলে পাক পেয়াদা
আমার কতা মানো
শহরের সব গোরবিনী যত
আমার দরবারেতে আনো।

হুকুম করিলে বাশ্বা
আর কি দেরী হয়
পেয়াদারা সেজে চললো
কুড়ি আষ্টেক নয়।

দাই রমু প্যাট নয় কেহ
সাচা মিছে
শহরের গোরবিনী যত লয়ে
আনো বাইরে।

বাইরের গোরবিনী যত
লয়ে আনো ছড়ে
সন্তান সব বাহির করে
আওরতের প্যাট ফাইড়ে।

প্যাট ফাইড়ে বাহির করে
যত মেয়ে ছেইলে
আগুনিতে পোড়ায কারো
পানিতে দেয় ফেইলে।

বাপ্পা বলে হালিমা দাই
তোরে শুবা করি
সকল বায়ের চেয়ে দ্যাকি
তুমার প্যাট ভারি।

হালিমা দাই বলে বাপ্পা
এই বাদাইছো ল্যাটা
বারো ছুয়ারে খাইয়া আমার
প্যাট হয়েছে মোটা।

এই কতা বুইলে দাই
যাহা বকশিত পালো,
মহাম্মাদ গা পয়দা হয়ে
দাইয়ানীর গরবে রলো।

চার মাস পাঁচ মাস
ছয় মাস হলো
সাত মাস আট মাস
নয় মাস গ্যালো।

নয় মাস হয়ে যকোন
দশ মাস পলো
পাঞ্জি খুইলে গণোকেরা
গুইণে টেয়ার পালো।

য়্যাকেতো দেইখে বেরামনেরা
লইয়ে পাঞ্জি পুথি
আবহুল্লা বাপ্পার আগে
গুইনে চললো কোতি।

দশ মাস হয়েছে স্থিতি
টৈয়ার পালাম যোগে
এই কতাটি বুইলে আসি
বাশ্বাজীর আগে।

না কইলে পার খালাশ হবে
আরব্য দুশমুন
জোনাজাত সব বাওনা মেরে
বাশ্বা করবে খুন।

কেউ যায় দৌড়েয়ে কয়
বাশ্বার বিদ্যমান,
তিন রোজ হয়েছে বেদনা
খালাস না হয়।

বাশ্বা বলে খোদার মুরজি
আমি করবো কি,
এ্যাকটু রও খালাশের অশোইদ
তৈয়ার কইরে দি।

মিশরী আইনে তকোন
সরবোত করলেন গোলা,
তার সঙ্গে মিশাইলেন
জহর তিনি তোলা।

বিষের পিয়ালা বাশ্বা
আরেছ তইয়ার করে,
বিবিকে পাঠাইয়া দিলো
সেই দাসীর আতে করে।

দাসী বলে বিবি তুমি
আমার পানে চাও,
বাশ্বা দিয়াছেন খালাশের অশোইদ
ধর তুমি ন্যাও।

পিয়ালা দেইখে বিবি
কেন্দে জারে জার,
আমাকে মারিতে বাপ্পা
পাঠাইছে জোহার।

খালি মরি না খালি মরি
আমার মউত এড়ান নাই,
সোয়ামীর হুকুম বরজাই রাখি
জোহার আনো খাই।

গরবের থাইকে রাসুল বলে, মা
কান্দো ক্যানে তুমি,
বেচমিল্লা বুলিয়া খাও বিষ মা
হজম করবো আমি।

এই কতা শুনে বিবি
বড় খুশী হলো,
জহোরের পিয়ালা বিবি
আতে তুইলে নিলো।

বেচ্‌মিল্লা বুলিয়া বিষ
চুমুক দিয়া খালো,
বিষ খাইয়ে হজম করলো
রাসুল মল্লো নালো।

তকতের থেকে মনে মনে
বাবছে আবহুল্ল্যা,
জরানীকে মারতি আমি
পাঠাইয়েছি জোহার।

মউলো কিনা মউলো
বেলা হলো হু'ফার,

সকালে খাওয়াছি জোহোর
বেলা হলো দেড়ফার।

অনেক দিনের বিষ বুজি
ভাড়ে গুমা ছিল,
তাইতে বুজি মরতে
দেরী কিছু লাগলো।

জোবানকে মাইরতে আমার
আমার আর তো সাইদ্য নাই,
গরবের মইদ্যে খুন কইরবো
নইয়া আয়গা দাই।

চার পেয়াদা চলে গ্যালো
বাশাজীর হুকুমে,
আহম্মাদ গ্যা পয়দা হওছে
দাইয়ানীর সেকেমে।

আহম্মাদকে কোলে কইরে
দাই রইয়াছে বসে,
হেন কালে চার পেয়াদা
উপস্থিত আইসে।

পেয়াদারা বলে তুমি দাই
এ গার হও,
বাশাজীর হুকুম হইছে
বাহিরে নিকা ল্যাও।

খালাস হইনু শাহাজাদী
বহু দুকথু পাইয়া
দেরী কইরে কাম নাই
জলদি করে আয়া।

কাছে যাইয়ে চার পেয়াদা
দোমোক দিলো বড়
দেইখে শুনে দাই বেটী
হলো জড়ো সড়ো।
দাইয়ানী বলছে শুন
পেয়াদা বাবাজীরা
মার পিট কোরিস না তোরা
রোজের টাকা নিয়া।
পেয়াদা গে রোজের টাকা
দেলো সে দাইয়ানী
টাকা পাইয়া পেযাদা গে সব
গোস্বা হলো পানি।
হালিমা দাইয়ের মা ছিল
বিস্তার বয়সী
অতিকোম হবে তার
বয়স পোচাশী।
হালিমা দাই বলে মা
গর দরজা দেইখো
ছেইলে যেন কান্দে না মা
কোলে কইরা রাইখো।
এ্যাক রোজের আহম্মাদ রে
যেন রক্তে দোলা
সেই ছেইলে গরে থুইয়ে
দাইয়ানী করলো ম্যালা।
বাশ্বাজীর সামনে খাড়া
হলো সে দাইয়ানী,
বলিল কি জন্যি কইরাছ তলব
তাই বলদি শুনি।

বাপ্পা বলে আমার গরে
জোবান পয়দা হবে,
গুইনা পইড়া যুদিষ্টিরা
তাই দরবারেতে বলে।

যদি গরবের মইদ্যে সেই জোবান
খুন করিতে পারো,
তাই তোরে আমি টাকা দিব
হাজার দশ বারো।

দাইয়ানী বইলত্যাছে বাপ্পা
কত বড় বাত,
গরবের মইদ্যে খুন কইরবো
যকোন দিব আত।

এই কতা বুইলা দাই
সাচ গরে যায়,
বিবিকে দেইখে কিছু
খাতির ও জুগায়।

দাইয়ানী বইলত্যাছে মা
ক্যানো তুমি বাবো
খালাস কইরে দেবো ছেইলে
নজরেতে দেইখো।

এই কতা বুইলে দাই
হস্তো দেলো গায়
রাসূলের অলকোম দাই
খুঁজিয়া বেড়ায়।

গরবের থেকে রাসূল বলে
উপায় কিবা করি
প্রথমেতে দাই বেটি তুই
হলি প্রাণের বরি।

গরবের থেকে রাসূল বলে
সাক্‌খী আল্লাজী
হস্ত ধরে দাই বেটীরে
কিছু শাস্তি দি।

গরবের মইদে থাইকে রাসূল
আত ধরলো তার আইটে
ময়লাম ময়লাল বইলে দাইর
ছাতি যাচ্ছে ফাইটে।

বলে ছাতি আমার ফাইটে গ্যালো
লাইগ্যা গেল দাঁত
হাজত পূজা দিব রে বাবা
ছাইড়া দে মোর আত।

কি করিবে হাজত পূজা
দিও আগে পাছে
আত যদি নেবা দাই তোর
এ্যাকটা ফিকির আছে।

লাএলাহা ইল্লাল্লাহু তুমার
মুকি ফড়ো বাত
মহাম্মাদ রাসূল বল্লে
ছাইড়ে দিব আত।

দাইযানী বইলত্যাছে আমার
লাইগ্যা গ্যালো মাড়ি
তুমি যা ফড়াবার চাও রে বাবা
ফড়াও তাড়াতাড়ি।

লাএলাহা ইল্লাল্লাহু
ফড়লে মুকিতে
ছাইড়ে দিল আত
মহাম্মাদ রাসূল বল্লে।

আত পাইয়ে দাইয়ের মাইয়ে
বলে রে হিশ হিশ
গরবের থেকে জোবান বেটা
তুই কত দুক্‌খু দিস।

না জানি ক্যামুন জোবান
হইয়েছে বাশ্যার গরে
খালাশ হও রে দযার বেটা
দেইখে যাই তুমারে।

এই কতাটি শুনলেন যদি
মোহাম্মদ মণি
রাসুল ভবের ঘাটে লাগাইলো
তরুন নউকা খানি।

রাসুল যকোন জরমো লইয়ে
পইলো ভূমিস্থলে
খাকি আরম্ভ উল্লা কইরে কোলে
আল্লা রাসুল বলে।

খোদার বান্দা নবীর উম্মত
যার গরে যে থাকো
নবীর কলেমার জারী হলো
আল্লা বুইলে ডাকো।

ওস্তাদ আমার সোনাউল্লা
দেলাম পরিচয়,
মধুপুর গ্রামে ঘর
সাহেবের বসতি
নবীর কলেমার জারী
করিলাম ইতি।

যশোর

যশোর জেলা থেকে 'রোস্তম-সোহরাবের জারী' 'জান চুরির জারী' ও 'উদ্ধার পর্বের জারীগান' তিনটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ আদম আলী সরকার। গ্রাম ও ডাকঘর—চর নবীপুর, জেলা—পাবনা।

রোস্তম সোহরাবের জারী

কায়কাউস নামে বাদশা ইরান শহরে
বড় জবরদস্ত ছিলেন দুনিয়ার উপরে ।
সিপাই শালাতে ছিল যত নওজোয়ান,
তাদের প্রধান ছিল রোস্তম পালোয়ান ।

মকর উল্লাহর মকর ভবে কে বুঝিতে পারে
একদিন গেল বীর রোস্তম শিকার করিবারে ।
জঙ্গলে জঙ্গলে বীর ঘুরিয়া বেড়ায়
খোদার খেলা কোন বনে শিকার নাহি পায় ।

ঘোড়া লইয়ে বনে বনে ঘুরিতে লাগিল
সামান বাদশার রাজ্যে যাইয়া উপনীত হইল ।
ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইল গাছের ছায়ায়
বুলগিরী নামেতে ঘোড়া গাছে বান্ধা রয় ।

সামান বাদশাহর কন্যার নাম ছিল তাহমিনা
পানি আনতে সেই পথে হল রওয়ানা ।
আচানক নজর তাহার দক্ষিণে পড়িল
আহমানের চাঁদ যেন জমিনে দেখিল ।

রোস্তমের রূপে মন মুগ্ধ হল তার
মনে ভাবে কেমন করে করিবে দিদার ।
এই কথা তাহমিনা মনে মনে ভাবে
ঘোড়া লইয়া যেতে পারলে বন্ধুর দেখা পাবে ।

সঙ্গে ছিল হীরে দাসী ডাক দিয়া কয়
মনের কথা দাসী একটি বলিব তোমায় ।

শুন দাসী প্রাণ উদাসী যদি ভালবাস
ঘোড়া লয়ে তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আস।

এই বলে ঘোড়া লইয়া দুই জনে চলে
গোপনে রাখিয়া দিল অন্দর মহলে।
পালোয়ান ঘুম হতে জাগিয়া উঠিল
ঘোড়া না দেখিয়া বড় চিন্তান্বিত হল।

বনে বনে তালাশ করে কোথাও না পায়
বাদশাহর দরজায় যায়া আরজ জানায়।
আপনাদের দেশে এসে ঘোড়াটা হারাই
ইহার বিচার হুজুর আমি আপনার কাছে চাই।

বাদশাহ বলে পালোয়ান আমাকে বাতাও
কি নাম কোথায় ধাম তাই আমারে কও।
রোস্তম বলে আমার নাম রোস্তম পালোয়ান
পূর্বপুরুষ হ'ল আমার সামনুরিমান।

বাদশাহ বলেন পালোয়ান এই আরজ করি
অতিথি হইয়া আজ থাকুন আমার বাড়ি।
আগামী কাল ঘোড়ার সন্ধান করে দেওয়া হবে
ঘোড়া লইয়া খুশি হয়ে আপন দেশে যাবে।

ইহা শুনে পালোয়ান বড় খুশী হইল
অতিথি হইয়া সেদিন বাদশার বাড়ি রইল।
গোলামে করি খেদমত বাদশাহী সামেনা
সোনার পালঙ্গ পরে পাতিল বিছানা।

আগর কুমকুম চন্দন গন্ধ ছিটাইল
তার উপরে পালোযানকে বসতে আসন দিল।
বাদশাহী খানা খেয়ে বড় পরিতোষ হইল
শয়ন করিতে বীর পালেঙ্গেতে গেল।

এশার নামাজ পড়ে যখন ছালাম ফিরায়
বাম তরফে এক রমণী দেখিবারে পায়।
তাহমিনার রূপে তার মন মুগ্ধ হল
হাত তুলে আল্লার কাছে মোনাজাত করিল।

ওগো আল্লাহ্ বারিতায়লা পাক দয়াময়
জীবন সঙ্গিনী যেন এই রমণী হয়।
এক মনে এক দেলে মোনাজাত করে
কবুল হইল দোয়া হকের দরবারে।

পুব আকাশে ভোরের বাঁশী বাজিয়া উঠিল
অজু করে রুজু হইয়া নামাজে বসিল।
নামাজ পড়ে পালোয়ান বাদশার আগে যায়
আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে কয়।

পালোয়ানের কথা শুনে বাদশা আলম্পনা
রাজী হইল শাদি দিতে কন্যা তাহমিনা।
ইসলামিক শরা মতে বিবাহ হইল
খুশীতে গোজরান দোহে করিতে লাগিল।

খোদার পায় নিষ্ঠা ভাবে যারে থাকে মন
আল্লাহ পাক তার বাঞ্চা করে যে পুরণ।
সত্য মিথ্যা অহংকারে ফলাফল যা হবে
মোসলেম বলে একটু পরে সমাচার তার পাবে।

।। ত্রিপদী ছন্দ ।।

বসন্ত আসিল মাধবী ফুটিল দক্ষিণে মলয় শুধু বয়
সতী পতির সঙ্গেতে কামোদ বানেতে মিলন বাসরে সুখে রয়।
আঁখিতে আঁখিতে দেখিতে দেখিতে ভাসিল পীরিতের রস
বদনে বদনে রস আস্বাদনে উভয়ে উভয়ের হইল বশ ।

হৃদয় হৃদয় প্রেম আলিঙ্গনে ফুটিল পীরিতের জ্যোতি
বলে মোছলেম কবি পীরিতের ছুরি জলন্ত রাইবে খ্যাতি।
ফুলের মাঝারে ভ্রমরা গুঞ্জরে ফুলে হয় ফলের গঠন
খোদার আদেশে পুত্র এক আসে হল নারীর গর্ভের লক্ষণ।

প্রথম মাসেতে তাহমিনা জানিতে অরুচি মুখে বমি আসে
কিছু খাইতে চাহেনা, মুখে ভাল লাগে না, তুষ্ট থাকে লেবুর রসে।

কাচামরিচ পান্তাভাতে খাইতে বড় লাগে সাধ
কচি আম খাইতে লাগে মজা
রসগোল্লা চানাচুর আর পাপড়ি ভাজা
বেশী মজা খাইতে কলাই ভাজা।

দুই মাসেতে কাজল বরন আঁখিতে ভ্রূযুগল কৃষ্ণ বরন হয়
তৃতীয় মাসেতে কমল কান্তিতে সোহাগিনীর ভুল ভেঙ্গে যায়।
চতুর্থ মাসেতে কোমল অঙ্গেতে কনক বর্ণের পড়ে রেখা
পঞ্চম মাসেতে আলস্য অঙ্গেতে থাকিতে ভাল লাগে একা।

পঞ্চম মাসের গর্ভবতী বিবি তাহমিনা
ভাগ্যের লেখা যায় না দেখা আগে কেউ জানে না।
ইরান হতে কাসেদ এসে পালোয়ানকে কয়
ইরানের রাজ্য হুজুর ধ্বংস হয়ে যায়।

তুরানের বাদশা এসে হামলা করিয়া
ইরানের মাঝামাঝি এসেছে চলিয়া।
পালোয়ান বিনে সকল ধ্বংস হয়ে যাবে
বাদশার আদেশ তোমার এখন যেতে হবে।

এই কথা পালোয়ানে যখনে শুনিল
তাহমিনার আগে যাইয়া কহিতে লাগিল।
বিদায় দাও বিদায় দাও আমায় ওগো বিবিজান
এখন আমার যেতে হবে শহর ইরান।

খোদা রাছুলের পরে ঈমান রাখিবে
নেক রাহে থাকলে আল্লা মদদ করিবে।
তোমার গর্ভেতে যদি পুত্র সন্তান হবে
এই লও অক্ষয় কবচ হাতে বেন্ধে দিবে।

এই কবচ পুত্রের হাতে যতক্ষণ থাকিবে
দেও দানব ভূত প্রেত ভয়েতে পলাবে।
বিলম্ব সহেনা বিবি এখন আমি যাই
তুমি হেথা থাক সদা ভেবে মালেক সাঁই।

তাহমিনা বলে আমার আত্মনিবেদন
পতি বিনে কে বুঝিবে নারীর বেদন।
যুদ্ধে যাবে প্রাণনাথ গো করি নাকো মানা
অভাগিনীর কথা যেন ভুলিয়া যেও না।

পতি ধন পতি প্রাণ পতি কুলমান
পতির চরণের নীচে বেহেস্তের বাগান।
যাও প্রিয়ে খুশী মনে বিদায় দিলাম আমি
যুদ্ধে জয় করিয়া যেন ফিরে আস তুমি।

বিদায় লয়ে পালোয়ান ঘোড়ার পর চড়িল
চাবুক মেরে হাওয়া ভরে ইরানেতে গেল।
যায়া দেখে ময়দানেতে বহুত লস্কর
রণভেরী বাজে কত ময়দানের উপর।

বিপাক বুঝিয়া শাহ আল্লাহকে স্মরিল
হস্ত তুলে মোনাজাত করিতে লাগিল।
ওগো আল্লা বারিতালা কুদরত কামাল
বিপদের কাণ্ডারী তুমি জলিল জুল-জালাল।

কত মহা পাপী তোমার নামে তরে
তুমি যাহার সখা তারে কে মারিতে পারে।
আবরাহা বাদশাহ যবে কাবাকে ঘিরিল
আবাবিল পাখির হাতে সকলি মরিল।

জারাদিছ নামেতে ছিল এক পয়গম্বর
মরিয়া বাঁচিয়াছিল এক হাজার বার।
এই রূপে দোয়া মাঙ্গে হক্কের দরবারে
হাঁকিল হায়দরী হাঁক ময়দান মাঝারে।

হাঁকের আওয়াজ শুনে যত পালোয়ান
সকলে ভাবিল এই রোস্তম পালোয়ান।
ভয় পেয়ে যত সৈন্য পালাইয়া গেল
রণমাঝে কত সৈন্য কাটিতে লাগিল।

কারো বা ধরিয়া ভূমে মারে এক আছাড়
জমিনে পড়িয়া কারো চূর্ণ হয় হাড়।
জীবন্ত কাহারে ধরে পোতে ভূমিতলে
থাবা খেয়ে কত লোক বাবা বাবা বলে।

একে একে তামাম সৈন্য ভাগিয়া পালালো
রোস্তমের জয় পতাকা ইরানে উড়িল।
আসিয়া তুরান বাদশাহ ছালাম জানাইল
অধিকৃত ইরান রাজ্য ফিরিয়া দিল।

বাদশাহর দরবারে যাইয়া উপনীত হইল
মালাদানে পালোয়ানকে ভূষিত করিল।

তুরান বাদশাহর মনের আগুন মনে গেল রয়ে
মনে হলে মনের আগুন জ্বলে রয়ে রয়ে।

মনে ভাবে কখন যদি সময় আমার হয়
প্রতিশোধ ভালভাবে লইব নিশ্চয়।
এই বলে তুরান বাদশা চলে গেল ঘরে
ভাগ্য যদি ফিরে আসে কে ঠেকাতে পারে।

তাহমিনা বাপের বাড়ি ভাবে পরোয়ারে
রাত্রি যায় দিন আসে গণনা করে।
গণনাতে দশ মাস দশ দিন পুরিল
শুভ দিনে পুত্র এক প্রসব করিল।

ভুবন মোহন রূপে মন প্রাণ হরে
আকাশের চাঁদ এসে রূপের তারিফ করে।
সুন্দর বদন দীর্ঘ কমল আকার
সোহরাব বলিয়া নাম রাখিল তাহার।

অক্ষয় কবচ বেন্ধে দিল দক্ষিণ বাহুতে
আর কি করিবে তারে দুরন্ত রাহুতে।
পুত্র দেখে তাহমিনা মনে মনে ভাবে
সোহরাবের কথা যখন পালোয়ান শুনিবে।

সোহরাবকে লইয়া যাবে কোল শুন্য করে
সোহরাব বিহনে আমি কেমনে রব ঘরে।
মেয়ের কথা বলি যদি আসিবেনা আর
পুত্র কোলে লইয়া আমি সুখে করব ঘর।

কু-কল্পনা করে এক পত্র লিখিল
পালোয়ানের আগে গিয়ে সংবাদ পৌছিল।
মেয়ের কথা পালোয়ান যখন শুনিল
মনে মনে বেজার হইয়া মৌন হইয়া রল।

আর যাবনা সামান গাঁয় করে এই পণ
বেজার হইল আমার পাক নিরাঞ্জন।
কত লেখা লেখে খোদা এ খেলার বাজারে
শশীকলার মত সোহরাব দিনে দিনে বাড়ে।

পঞ্চ বছরের কালে ঘড়ি দিল হাতে
এলেম শিক্ষা দিতে তারে দিল মাদ্রাসাতে।
ত্রিশ দিনে ত্রিশ ছেপারা করিল আদায়
যে কর্মেতে যায় সোহরাব সেই কর্মে জয়।

ভুবন বিজয় বীর মহাশক্তি করে
তাহমিনার মনে আর আনন্দ না ধরে।
আঁধারের পর আলোক হাসে আলোর পর আঁধার
একদিন সোহরাব বসে মায়ের পাশে তার।

পিতার কথা জিজ্ঞাস করে মনের আপসোসে
কহ মাগো পিতা আমার আছে কিনা আছে?
তাহমিনা বলে বাবা তোমাকে জানাই
তোমার পিতার কথা বলতে শরম পাই।

তোমার পিতার মত পিতা ভুবনে কার আছে
শাম নুরিমানের বংশে জন্ম ধরেছে।
ভুবন বিজয়ী বীর মহাশক্তিমান
অদ্বিতীয় বীর নাম রোস্তম পালোয়ান।

তোমার পিতার অক্ষয় কবচ আছে তোমার হাতে
ভুবন বিজয়ী তুমি কবচের জোরেতে।
কায়কাউস্ বাদশা আছে ইরান শহরে
তোমার পিতা চাকরী করে বাদশার দরবারে।

এই কথা সোহরাব আমার যখনে শুনিল
অন্তরে তার তুষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দুনিয়ার বাদশাহ যত আমার অধীন
আমার পিতা এখনো আছে হয়ে পরাধীন।

বীরের পুত্র বীর আমি কারে করি ভয়
এখনই ইরান রাজ্য করব আমি জয়।
মম পিতায় বসাইব সিংহাসন পরে
গোলাম করবো তাহার কায়কাউছ বাদশারে।

সোহরাব বলে জননী গো বিদায় কর তুমি
পিতার সন্ধান করতে মাগো ইরানে যাব আমি
তাহমিনা বলে বাবা বলি যে তোমারে
তোমারে যে বিদায় দিয়ে কেমনে রব ঘরে।

তোমার মায়া করে আমি বড় ভুল করেছি
তোমার কথা তোমার পিতায় নাহিক বলেছি।
মনে ভাবলাম তোমার কথা যদি দিব কয়ে
কোল শুন্য করে বাবা তোমায় যাবে লয়ে।

সেইজন্যে মিথ্যা বললাম পিতাকে তোমার
এবার গর্ভে কন্যা একটা হইযাছে আমার।
এই সংবাদ পেয়ে বীর উত্তর নাহি দিল
আজ বার বছর গত হইল ফিরে না আসিল।

অজানা অচেনা ভাবে কেমনে সেথা যাবে
পালোয়ানের হাতে শেষে পরান হারাবে।
তোমার মরণ কথা যদি আমি কানে শুনি
সর্বহারা হয়ে আমি হব পাগলিনী।

এক মায়ের এক পুত্র একা সোহরাব তুমি
তোমায় বিদায় দিয়ে কেমনে ঘরে রব আমি।
যেওনা যেওনা বাবা ইরানে যেও না
তুমি রোস্তমের ব্যাটা সে তো তা জানে না।

অজানা ভাবেতে ক্যান প্রাণ হারাবে
ঘরে বসে থাক পিতার সমাচার পাবে।
সোহরাব বলে জননী গো তোমারে জানাই
মরি যদি পিতার হাতে তাতে দুঃখ নাই।

পিতার হাতে পুত্র মরে পায় বেহেস্তের সুখ
মরণকালে দেখবো আমি আমার আব্বাজানের মুখ।
না শুনিব প্রবোধ মাগো না শুনিব মানা
আমার ভাগ্যে যা আছে কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

সোহরাব বলে মাগো এখন বিদায় নিলাম আমি
আল্লাহ ভেবে সামান রাজ্যে থাকো মাগো তুমি।
এই বলে সোহরাব আমার বিদায় হইয়া গেল
সাজ সৈন্য বলে তখন নিশান উড়াইল।

সাজিয়া চলিল সৈন্য হাজারে হাজার
রণভেরী বাজে কত বিবিধ আকার।
দাদ্রিম দাদ্রিম কত বাজিছে দামামা
সোহরাব বীর শিরে বান্দে ইরান আমামা।

ঢাল তলোয়ার লইয়া মর্দ ঘোড়ায় ছোয়ার হলো
মার মার শব্দে ঘোড়া তুরান শহর গেল।
শিবির করিয়া সোহরাব রইল সেথায়
তুরান বাদশাহ এই সংবাদ শুনিবারে পায়।

আসিয়া ছালাম করে সোহরাবের সাথে
বন্ধু ভাবে আলাপ করে অতি হরষিতে।
অনেক দিনের নিভা আগুন জ্বলিয়া উঠিল
মনে মনে তুরানী এক সন্ধি গুছাইল।

এক গুলিতে পাখি এবার দুইটিই মারিব
রোস্তম আলীকে খবর কেউ জ নিতে না দিব।
অজানা ভাবেতে যখন মহাযুদ্ধ হবে
যেবা মরে যেবা বাচে আমার দুঃখ যাবে।

এই বলে তুরান বাদশাহ শিবিরেতে যায়
সৈন্যগণের কানে কানে এই কথা কয়।
সোহরাব জঙ্গী আসিয়াছে সবাকে শুনাই
সোহরাবের মত বীর ভুবনে কেউ নাই।

দেব-দানব রক্ষ-যক্ষ ভয়ে কম্পমান
এক সোহরাব কবজ করবে ইরান ও তুরান।
আমাদের সেরা বীর রোস্তম আলী পালোয়ান
সোহরাবের হাতে যদি সে হারায় পরান।

তবে মোদের বলবীর্য সকল টুটে যাবে
নাক মলা কান মলা কত কি যে খাবে।
সেই জন্যে সবাইকে আজ করে গেলাম মানা
খবরদার রোস্তমের কথা কেউ বলে দিও না।

এই বলে তুরান বাদশাহ ইরানেতে যায়
রোস্তমের আগে যেয়ে সমাচার জানায়।

কোথা হতে এল এক দুর্জয় এক বীর
পর্বত সমান দেহ তাহার আকাশভেদী শির।
অজানু লম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধার
সুন্দর বদন দীর্ঘ কমল আকার।

রণমত্তে মত্ত সদা মুখে অট্টহাসি
এক হাতে বর্শা তাহার অন্য হাতে অসি।
আমি একদিন ফকির বেশে গেলাম তাহার ঠাঁই
তার মূর্তি দেখে হুজুর আমি আমাকে হারাই।

আমার কাছে জিজ্ঞাসিল সোহরাব পালোয়ান
রোস্তম বীরের শিবির কোথা জান কি সন্ধান।
ছলনা করিয়া আমি বলিলাম তার ঠাঁই
শিকারেতে গেছেন তিনি এখন বাড়ী নাই।

কাজ করিতে হবে এবার অগ্র পশ্চাত ভেবে
ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদ ধরে আনতে হবে।
এই বলে তুরান বাদশাহ ঘরে ফিরে গেল
ইরান বাদশার কাছে সোহরাব কাসেদ পাঠাইল।

কাসেদ পাঠাইয়া তারে সমাচার জানায়
ইরানের রাজ্য তুমি ছাড় এ সময়।
ভাল যদি পার তুমি এসে যুদ্ধ কর।

এই কথা ইরান বাদশাহ যখনে শুনিল
বারুদের ঘরে যেন আগুন লেগে গেল।
সাজ সৈন্য বলে তখন নিশান উড়াইল।

ইরান বাদশার সৈন্য লাগে পায়তারা করিতে
সোহরাব সোহরাব বলে লাগিল ডাকিতে।
ডাক শুনিয়া সোহরাব আমার সাজিয়া আসিল
প্রভাতের রবি যেন এসে দেখা দিল।

ছেরে তাজ হাতে ছমছম ইজার পরিধান
সাজিয়া আসিল বীর আজরাইল সমান।
সোহরাবের রূপ দেখে কত পালোয়ান
পালায় ঘরে যেয়ে খায় গুয়া পান।

হাতের কাছে সোহরাব যারে ধরা পায়
একটি আছাড় মেরে তারে কোং া ব্যাঙ বানায়।
ঘোড়া থেকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়
ফুটবলের মত যেন গড়াইয়া বেড়ায়।

থাপ্পর খাইয়া কত লোকের মুখ বেকাইয়া যায়
কহিতে না পারে কথা হা করিয়া রয়।
জিয়ন্তে কাহাকে ধরে পোতে ভূমিতলে
থাবা খাইয়া কতো লোকে বাবা বাবা বলে।

কিন্তু গুলি মেরে কারো চক্ষু করে কানা
কেহ বলে হুজুর আমার মাফ করে দাও গোনা ,
সোহরাবের মুখের বুলি ধর ধর মার
কাটিয়া চলিলো সৈন্য হাজার হাজার।

কাউছ বাদশাহ বসা ছিল সিংহাসন পরে
এমন সময় রোস্তম বীর উপস্থিত দরবারে।
আসুন বলে সবে হাত ধরে বসালো
সোহরাব বীরের কথা সবে বলিতে লাগিল।

বাদশাহ বলে পালোয়ান শুন সমাচার
আমার দলে কত সৈন্য হইয়াছে চুরমার।
কত সৈন্য মারা গেছে হিসাব নাহি আছে
আধামরা হইয়া কত হাসপাতালে আছে।

দেব-দানব যক্ষ বৃক্ষ ভয়ে কম্পমান
নাম তাহার সোহরাব জঙ্গী আজরাইল সমান।
অনেক অনেক বীর আমি দেখেছি অনেক ঠাঁই
এমন বীর ত্রিভুবনে কোথাও দেখি নাই।

না জানি নছিবে এবার কি যেন কি হয়
তার কথা স্মরণ হলে মনে আসে ভয়।
ইহা শুনে পালোয়ান হেসে হেসে কয়
ভয় করলে কি মরণের হাত হতে বাঁচা যায়।

বাঁচন মরণ একই কথা সমানে সমান
কাল সকালে দেখা যাবে কেমন পালোয়ান।
এই বলে পালোয়ান শিবিরেতে গেল
চিন্তায় চিন্তায় রাত পোহাল ঘুম না হইল।

রাত পোহাল ফজর হল নামাজ পড়িল
রণ সাজে রোস্তম বীর সাজিতে লাগিল।

বিছমিল্লা বুলিয়া সাজে যুদ্ধের সাজন
লৌহময় করিল তাহার অঙ্গের ভূষণ।

জাল ধারের লৌহের তাজ শিরেতে পরিল
সাম নুরিসানের গোর্জ হস্তে তুলে নিল।
বুলগোরিয়া ঘোড়ার পরে হইয়া ছোয়ার
রণক্ষেত্রে গেল বীর বলে মার মার।

সোহরাব সোহরাব বলে ডাকিতে লাগিল
ডাক শুনিয়া সোহরাব আবার ময়দানে আসিল।
বাপ-বেটার সমান রূপ রোস্তম দেখতে পায়
সোহরাবকে দেখিয়া রোস্তম অবাক হইয়া যায়।

নিজের পুত্র বলে মনে মনে ভাবে
কেমনে বলিবে যে আমার ছেলে হবে।
রূপের মত রূপ কত আছে বিশ্বের ঠাঁই
তাহমিনা পুত্রের কথা আমায় বলে নাই।

মেয়ের কথা বলেছে তা রয়েছে স্মরণ
তবে কি আজ দেখিতেছি মায়ার স্বপন।
কিসের মায়ায় রণক্ষেত্র ঘামিয়া উঠিল
আয় আয় বলিয়া তারে ডাকিতে লাগিল।

সোহরাব এসে দাঁড়াইল রোস্তমের ঠাঁই
বাপ-বেটার যুগল রূপ দেখ সবে ভাই।
রোস্তমকে দেখিয়া সোহরাব ভাবিতে লাগিল
পিতৃজ্ঞান করে তারে ছালাম জানাইল।

সোহরাব বলে কহ কহ ওগো পালোয়ান
তোমার নামটি হবে নাকি রোস্তম পালোয়ান।
রোস্তম বলে রণক্ষেত্রে কিসের পরিচয়
পরিচয় হবে হলে জয় পরাজয়।

কোথাকার সেপাই তুমি আমার দেশে এলে
অকারণে এত সৈন্য তুমি কেন মারিলে।
এইবার জানা যাবে তুমি কেমন মহাবীর
হুশিয়ার হুশিয়ার সামলে রেখ শির।

এই বলে অতি জোরে তলোয়ার খেচিল
বর্মের উপরে সোহরাব রদ করে দিল।
সোহরাব ছাড়িল অসি রোস্তমের উপরে
আগুনের ফুল্কি ওড়ে ঢালের উপরে।

তলোয়ারে তলোয়ারে লেগে করে ঝন ঝন
কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান।
ঘোড়া হতে দুইজনে জমিনে নামিল
বাহু কষা কষি দোহে করিতে লাগিল।

সোহরাবের কোমর ধরে রোস্তম মারে টান
ওঠাতে পরাস্ত হল রোস্তম পালোয়ান।
রোস্তমের কোমর ধরে সোহরাব মারে টান
ছেরের উপর উঠাইয়া তারে দেখাল আছমান।

জমিনে ফেলিয়া তাহার ছাতির পর বসিল
কোমর হতে খঞ্জর ছুরি বাহির করিল।
সোহরাব বলে তোমার পরিচয় কও মোরে
রোস্তম বলে এতো কভু বীরকে নাহি মারে।

ইরানের নাতি এই ছেড়ে দাও আমারে
আগামী দিন শেষ যুদ্ধ শেষ পরিচয় হবে।
পরিচয় নিয়ে শেষে শেষের বিদায় নিবে
বীরের পুত্র বীর সোহরাব ছেড়ে দিল তারে।

নিশিযোগে রোস্তম বীর ভাবে মনে মনে
রণজয়ী সোহরাবকে বধিবে কেমনে।
ছলে বলে কলে কৌশলে যে রূপেতে হয়
সোহরাবকে নিহত আমি করিব নিশ্চয়।

ধর্মাধর্ম বিচার হবে আগে আরও পরে
সোহরাবকে বধ না করে ফিরব না আর ঘরে।
ইহা ভেবে বীরবর শয়নেতে গেল
চিন্তায় চিন্তায় রাত পোহাল ঘুম না হইল।

মহানাদে রণভেরী উঠিল বাজিয়া
উপস্থিত হইলো রোস্তম বীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়া
সোহরাব সোহরাব বলে ডাকিতে লাগিল
ডাক শুনিয়া সোহরাব আবার সাজিয়া চলিলো

যাত্রাকালে গিরগিট টক টক করে
পেঁচা ডাকে কর্কশ স্বরে নাড়াগাছের পরে।
বিছমিল্লা বলতে মুখে ভুল পড়ে গেল
পিতাকে মারিতে সোহরাব রণক্ষেত্রে গেল।

মল্লযুদ্ধ আরম্ভিল নেমে ভূমি পর
হেলে দুলে করে যুদ্ধ দেখতে চমৎকার।
আচনক সোহরাবকে সে যে অসামাল দেখিল
সেই ফাঁকে টান মেরে জমিনে ফেলিল।

বক্ষের পর বসিয়া তাহার খঞ্জর দাবাইয়া ধরিল
সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জর ছুরি বক্ষে চালাইল।
মলাম গেলাম বলে সোহরাব উঠিল কাঁদিয়া
বক্ষ হতে লহু ধারা চলিল ছুটিয়া।

মরণকালে সোহরাব বলে শুন রে ইরানী
মুসলমান হইয়া আজ তুই করলি বেঈমানী।
কি বলিয়া কি করিলি এই কি তোর বিচার
কোন পাষাণে গড়লে খোদা তোমার কলেবর।

বিদেশে মলেম আমি মনে রইলো দুখ
মরণকালে না দেখিলাম আব্বাজানের মুখ।

ঘরে কাঁদবে মাতা আমার বনে কাঁদবে পাখি
পুত্র শোকে কাঁদবে পিতা হইয়া অতি দুঃখী।

শোন রে ইরানী তোমায় যাচ্ছি কইয়ে
আজ হতে চল তুমি খুব হুশিয়ার হইয়ে।
আমার কথা আমার পিতা যখনে শুনিবে
পুত্র হত্যার প্রতিশোধ তার হাতে হাতে পাবে।

আমারে মারিতে পারে কার এমন যোগ্যতা
তুমিও এর উচিৎ ফল একদিন পাবা।
সোহরাব বলে মম পিতা মহা শক্তিমান
অদ্বিতীয় বীর নাম তার রোস্তম পালোয়ান।

গর্ভধারী মাতা আমার নাম তাহমিনা
না জানি ইরানী কত করেছিলাম গোনা।
রোস্তম বলে কহ ছেলে আমার কাছে
তোমার পিতার চিহ্ন কিছু তোমার কাছে আছে।

সোহরাব বলে পিতার কবজ আছে আমার হাতে
দেখে যা ইরানী তুই আপন চোখেতে।
কবজের দিকে রোস্তম যখনে তাকালো
নিজ নাম দেখে তখন কাঁদিয়া উঠিল।

হায় রে পাপী করলাম বা কি ক্যান মারলাম ছুরি
আয় রে কোলে প্রাণের সোহরাব তোরে বক্ষে ধরি
যার তালাশে বেড়াও ঘুরে ওরে বাবাজান
আমি তোমার সেই পিত রোস্তম পালোয়ান।

এই শুনিয়া সোহরাব আবার আঁখি মেলে চায়
পিতার মুখের দিকে চেয়ে এই কথা কয়।
ধন্য আমি ধন্য আমি মরণে নাই দুখ
মরণকালে দেখলাম যখন আব্বাজানের মুখ।

সোহরাব বলে পিতা আমার বুকে হাত বুলাও
নবীর কলেমা শুনাইয়া বিদায় করে দাও।
এই কথা পালোয়ান যখনে শুনিল
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাণী তার কানেতে দিল।

তারপরেতে বলে বীর মোহাম্মদ রাছুল
ইয়াদ রাখবেন মোমিনগণে হয়না যেন ভুল।
তার আঁখির পাতা হল বন্ধ, হল এন্তেকাল
চারণ কবি মোসলেম বলে কে ঠেকাবে কাল।

সোহরাব রোস্তমের জারী হইল তামাম
চাঁদ বদনে ভাই সকলে বল আল্লার নাম!

জান চুরির জারী

শাহ সুলতান বাদশা ছিলেন দুনিয়ার উপরে
টাকা কড়ির অভাব নাই বেটা নাই তার ঘরে।
বাদশাজাদা আহ্লাদ করে একটি বেটা পেতাম
বাদশাই তক্ত ত্যাজ্য করে ভিক্ষা মেগে খেতাম।

এমন সময় এক ফকির এল ভিক্ষা মেগে খাতি
শনিবারের দিনে এল আড়াই প্রহর রাতি।
দরজাতে এসে ফকির ছাড়িল জিকির
জোড় হাতে বাদশাজাদা হইলেন হাজির।

ফকির বলে বাদশা আমায় কিছু ভিক্ষা দাও
বাদশা বলে ফকির বাবা আমায় ভিক্ষা দাও।
ফকির বলে যেমন ভিক্ষা আমি গেলাম পেয়ে
ভবের পরে থাকো বাবা চিরজীবি হয়ে।

বজায় থাক তোমরা সবে বজায় থাকুক কোঠা
আর এক দোয়া দিলাম বাবা সুখে থাক তোর বেটা।
বাদশা বলে ফকির দেওয়ান বলি যে তোমারে
বেটা বেটি নাই ঘরে দোয়া দিলে কারে?

বাদশা বলে ফকির দেওয়ান তোমার হল ভুল
যে দোয়া দিয়েছ তাহার দশকেতে ভুল।
ফকির বলে দোয়া যদি হয়ে থাকে ভুল
কোঠার গায় রেখে গেলাম আমার একটি ফুল।

ফুল ধুয়ে যখন বিবি কবুল করবেন পানি
আরশ থেকে বেটা দিবেন আপনি কাদের গনি।

বাদশা বলে ফকির বাবা তোমায় বলে দি
বেটা যদি দেন বিধি পরমাই রাখলে কি ?

একশত বৎসরের হায়াত আমি গেলাম রেখে
কাগজ-পত্র এক এক ঠাই রল কাল সকালে দেখে

একে পিঠে এক শুন্য দিল মালেকুল
নিজ খাতায় লিখিতে একটি শুন্য গেল ভুল।
একের পিঠে এক শুন্য দিল দীননাথে
খাতা লয়ে ফেলে দিল কলমদারের হাতে।

কলমদারে লয়ে খাতা নাই রে সামিল করে
ফুলফর্দ বাদশাজাদী লয়ে গেল ঘরে।
ফুল পেয়ে বাদশাজাদী ভেবে করে স্থিতি
শুক্রবারে হেল ফুল পুর্ণিমার রাতি।

যেমন চন্দ্র উদয় হয় আচমান উপরে
তেমনি বেটা পয়দা হল সুলতান বাদশার ঘরে।
তিন মাসে মায়ের শরীর হয়ে এল ভারী
বেটার আটন ছাটন গঠন সব বসলো সারি সারি।

চার মাসে মায়ের শরীর হয়ে এল বোঝা
পঞ্চম মাসে পেটের ছেলে করতে লাগলো রোজা।
ছয় মাসে পেটের ছলে জিকির ছাড়ে কষে
সাত মাসে পেটের ছেলে নামাজ পড়ে বসে।

আট মাসে পেটের ছেলে মারে গুতোগাতা
নয় মাসে পেটের ছেলে মার সঙ্গে কয় কথা।
ক্রমে দশ মাস দশ দিন গুজারিয়া গেল
সুলতান বাদশাহর ঘরে একটি বেটা পয়দা হলো।

সুলতান বাদশার ঘরে যেই একটি বেটা পয়দা হ'ল
নড়েনা চড়েনা ছেলে চোখ মুদে রল।

বাদশাজাদী বলে বাবা পেয়েছি বড় দুঃখ
আঁখি মেলে দেখ বাবা তোর মা দুঃখিনীর মুখ।

ছেলে বলে ভবে আসতে পেয়েছি বড় দুঃখ
প্রথমে দেখব না আমি বে-নামাজীর মুখ।
নামাজ যদি না জান মা শেখ আমার কাছে
আল্লার নামে পড়লে নামাজ চক্ষু মেলবো পিছে।

মা জননী বলে বাবা বলি যে তোমায়
কেমন করে পড়বো নামাজ আতুর আমার গায়।
ছেলে বলে মা জননী বলি যে তোমায়
গোছলের চেয়ে ওজু ভাল যদি তদবির মত হয়।

মায় দেখ নামাজ পড়ে ছেলে দিল কয়ে
মা জননী বেহেস্ত পাবে পেটে মুর্শিদ পেয়ে।
ক্রমাগত দুঃখিনী মা জমিনে পাহাড়ে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে এই গোনাটি সারে।

নামাজ পড় বাদশাজাদী সিদ্ধি করল কাম
নেকতন বাদশা বলে রাখলো সেই ছেলেটির নাম।
আল্লা আল্লা বল সবে যত মোমিনগণ
নেকতন বাদশার মওতের কথা শুন দিয়া মন।

ক্রমে সেই দশ বৎসর গুজারিল উলটে গেল খাতা
কলমদারের মনে হইল নেকতন বাদশার কথা।
নেকতন বাদশার জান তুমি আন মোর দরবারে
খ্যাপ হয়া চললো যম সুলতান বাদশার ঘরে।

শিশু বেলায় ছেলে খেলায় ছেলে গেল কাছে
মার কোলেতে ধরল ঠেসে যেমন হংস ধরে বাজে।
মার কোলেতে ধরল ঠেসে সুর হইল বড়
দেখে শহরের লোক সব হয়ে এল জড়।

কেউ পোড়ায় টানা বড়শি কেউ পোড়ায় বটি
কেউ খাওয়ায় লক্ষ্মীবিলাস কেউ খাওয়ায় বড়ি।
ছেলে বলে মা জননী ঔষধ ক্যানে খাই
যমরাজে ধরে টানে দুনিয়া ছেড়ে যাই।

অগ্নির জামা গায় দিয়া জম এসেছে নিতি
আমার শরীর পুড়ে ঝামা হলো আর পারিনা সতি।
শরীর পুড়ে ঝামা হল যম আগুনের কাছে
আসমান হইতে ঠাটা পইলো বট-পাকুড়ের গাছে।

বাদশাহ বলে শহরের লোক আমার কথা লও
ছেলে লয়ে তোমরা সবে অন্ধ কোঠায় যাও।
অন্ধ কোঠায় যেয়ে যে কেওয়ারে দেও গো খিল
পোলোর মধ্যে বাচ্চা দেখে উড়ে গেল চিল।

সুলতান বাদশা বলে বাবা বিদায় দিলাম তোরে
কোন রোজ কোন দিনে বলো দেখা দিবি মোরে।
নেকতন বাদশাহ বলে আমি তাও পারিনে কতি
খোয়াবে দেখেছি আমি পরশু দিন রাতি।

সেই খোয়াবের কথা আমার মনে আছে
আশায় আছি দেখা হবে পুলছেরাতের কাছে।
সেই দিন হজরত নবী পড়বে ছাড়ে পয়গম্বর
তার ডাইনের দিকে তকবির বলবে জেন্দাশা মাদার।

জটের মধ্যে রাখবে আমায় জট যে রবে ঢাকা
আশায় আছি কেয়ামতে সেই দিন হবে দেখা।
বলে কয়ে বিদায় হলো নেকতন বাদশার দম
নেকতন বাদশার জান লয়ে সদরে চললো যম।

কান্নাকাটি করে সবে যায় গড়াগড়ি
এমন সময় মাদার গেল সুলতান বাদশার বাড়ি।

দরজাতে যাইয়া ফকির ছাড়িল জিগির
জোড় হাতে বাদশাহ হইলো হাজির।

ফকির বলে বাদশাহ্ আমায় ভাল ভিক্ষা দাও
বাদশা বলে ফকির বাবা আমার ভিক্ষা লও।
ফকির বলে যেমন ভিক্ষা আমি গেলাম পেয়ে
ভবের পরে যাক বাবা তুই চিরজীবী হয়ে।

বজায় থাক তোরা সবে বজায় থাক তোর কোঠা
আর এক দোয়া দিলাম বাবা সুখে থাক তোর বেটা।
বাদশা বলে মন দিয়া শোন ফকির বাবাজি
ভিক্ষা মেগে খেতে এলে দোয়াতে কাজ কি ?

দোয়া মোরে দিয়াছিল পরওয়ারদেগার
দৈবযোগে আমার পুরী হইয়াছে অন্ধকার।
দোয়া মোরে দিয়াছিল খোদার দোস্তগতি
আমার চেরাগ পোয়া তেল থাকিতে নিভে গেছে বাতি।

মাদার বলে আমি হই সেই বরকতের ছেলে
নিভে থাকে তেলের বাতি এখন দিব জেলে।
এই বলে খোলে মাদার কোরানের ডোর
তোর সোনার মানিক লয়ে বল কেমনে গেল চোর।

যে পথে যম গেল মাদার নিল চুড়ে
বসিল বরকতের মাদার সরকারী রাস্তা জুড়ে।
পথে যেয়ে বসলো মাদার হয়ে একটি ঝোপ
যম বলে মানুষ নয় হবে একটি ঝোপ।

যত যায় আগে আগে জট হয়ে যায় মোটা
পাজা করে ধরতে গেলে বুকে ফোটে কাঁটা।
বদ শেরেক বলে যম ভাবতে লাগলো পিছে
আস্তে আস্তে চলে গেল মাদার আউলের কাছে।

যম বলে জটটা ছোড়া কি ঐ দিক সরে রয়
তোর আঁতুড় জট ছুঁইলে আমার স্নান করতে হয়।
মাদার বলে স্নান করতে হয় আঁতুড়ে জট ছুঁলে
পানিতে কি শুদ্ধ হবি খুর নরুণ ধুলে।

তোর কথা শুনে আমি খুশী হলাম বড়
আমার জটগুলি সব কেটে কুটে করে আন জড়।
ছিঁড়ে ছুড়ে জটগুলি করে নিসনা চুরি
সাত পুরুষের গোলাম তোরা গোলাম বড় ভারী।

তুই গোলাম তোর বাপ গোলাম গোলাম তুমি তাই
একা বসে কামাই করি বসে বসে খাই।
কারো কুরপরি হই না আমি আছি বড় সুখী
তোর মত গোলাম পেলে দশ বারটা রাখি।

যম বলে ওরে জটো তোরে বলে দি
কি কর্ম করিতে হবে মাইনা দিবে কি?
মাদার বলে আমি তোমায় মাইনা দিব থোরা
আমার জটগুলি রৌদ্রে দিবে করবে নাড়া চাড়া।

যম বলে মালেক আল্লা ঠেকলাম বিষম দায়
সামনে এসে পেটটা ফকির ঠাট্টায় কথা কয়।
ওর পেটের মধ্যে নাইকো নাড়ি মাথায় নৌকার খোল
গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করে মশাই নৌকার খোল।

মাদার বলে গেছে গলা আমড়ার খাট্টা খেয়ে
সুতার দিল ঢোল গলে তোর বাপ দিল তা ছেয়ে।
যম বলে ওরে জটো তোরে কি বলিব
উচিত মত সাজা তোরে দোজখেতে দিব।

মাদার বলে দোজকখানা আমি ভাল চিনি
পাঁচ ওয়াক্ত দিবে আমার নামাজ পড়ার পানি।

আমি যদি করি গোনা তুই কি করবি মাপ
ভাল করে রাখিস আমার পায়খানাটি ছাপ।

পায়খানাটি ছাপ রাখিবে বলছি ঘড়ি ঘড়ি
জলদি করে তৈয়ার কর গে কোদাল আর ঝুড়ি।
আমি যদি করি গোনা তুই কি করবি মাপ
আল্লাহওয়ালার মা আমি খোদাতালার বাপ।

যম বলে জটো ছোড়া তোরে হল কতি
কত কষ্ট পাইছ তুমি খোদাতালার হতি।
মাদার বলে ছেলে হতে পেলে বড় দুখ
দশ মাসের কালে দেখলাম খোদাতালার মুখ।

ছেলে হলে শহরের লোক এলো আমার বাড়ি
তোর মা এসে কেটে দিল খোদাতায়ালার নাড়ি।
সেই হতে তোর মার পর ছিল আমার মায়া
ছেলে মানুষ করতো তোর মা ছিল তার আয়া।

তোর মার গুণের কথা আর পারিনা কতি
সেদিন থাকতো মরা গাছে বাহার দিত রাতি।
তোর মার গুণের কথা আর বলিব কত
তোর মার মুখে জ্বলতো তেলের বাতি ফড়িং ধরে খাত।

ছেলে পুলে দেখলে পরে উঠতো লড়ে চড়ে
গাছে ছিল গাছো পেতনী লেগেছে তোর ঘাড়ে।
তাড়াতে পারবিনা পেতনী মিছে করিস রাগ
ধরে যে সে গাছো পেতনী কেটে দিতাম নাক।

নাক কেটে দে রে পেতনী দেশ থেকে যাক চলে
তোরে কিছু বলবে না সে পেটের ছেলে বলে।
তারে ন্যাংটা করে ছেড়ে দেও গে পরণ কাপড় খুলে
সবে তারে মারবে ঢেলা উলোর পাগল বলে।

যম বলে ওরে জট তোরে হল কতি
তোর এত ভাবটি থাকতো না যদি পরের চাকর হতি।
মাদার বলে পরের ভয় কোন দিন না পেলাম
যখন মুল্লুক ছিল একা নারী না ছিল সাহেব
কাজী ছিল হযরত নবী আমি ছিলাম নায়েব।

খুন জখম হলে মোরা তহিত করতে যেতাম
বেছে বেছে দশ বারটা গোলাম সাথে নিতাম।
এই সব কথা বলতে অনেক হয় রে পাপ
এই সব গোলামের মধ্যে প্রধান ছিল তোর বাপ।

একস্থানে মোকাম করে যখন খেতাব উঠে
কাগজ–পত্র বেঁধে দিতাম তোর বাপ ছিল তার মুটে।
তোর মত এক গোলাম ছিল খোদা তাআলার দরবারে
হামেসা বেরাতো সে দেশ–দেশান্তরে।

চিঠি লইয়ে বাড়ি যেয়ে আগে করতো চান
তার পরেতে আনতো যত বান্দা লোকের জান।
তার কতক জান দরবারে দিত কতক রাখতো বাড়ি
দশ বারটা ছিল তার জান জিয়ানো হাঁড়ি।

হাঁড়ির মধ্যে পানি দিয়ে জিয়ায়ে রাখতো জান
তার কতক হাসতো কতক কাঁদতো কতক করতো গান।
হাঁড়ির মধ্যে থাকে জান যখন উঠতো কেঁদে
তার দশ-বারোটা ভাতে দিতাম কুমড়ার পাতায় বেঁধে।

গোল মরিচ যে মেখে নিলে কুলাইতো না ভাত
তোরা তো পারবিনে খেতে গোলামের জাত।
যম বলে ওরে জটে আমার কথা লও
খোদার দরবারেতে যাবো আমি পথ ছেড়ে দাও।

মাদার বলে তবে আমি পথ ছেড়ে দি
কও দেখি তোমার মুঠের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি ?

যম বলে ওরে জট নাই রে তোর জ্ঞান
আমার মুঠের মধ্যে দেখা যায় নেকতন বাদশার জান।

মাদার বলে তোমার কথায় হলেম দিশেহারা
আমার জীবনে দেখি নাই বাপু জান কেমন ধারা।
তোমার ঐ জানটি যদি দিতে আমার হাতে
ওজন করে দেখতাম আমি আমার জানের সাথে।

এই কথাটি বলে মাদার উঠিয়া দাঁড়ালো
আস্তে আস্তে যেয়ে যমের হাত চেপে ধরলো।
মাদারকে মারিতে যেয়ে মুষ্টি গেল খুলে
জান কেড়ে নিল মাদার আল্লা রছুল বলে।

জান পেয়ে মাদার আউলে করিল গমন
সুলতান বাদশার বাড়ি যেয়ে দিল দরশন।
কান্না কাটি করে সবে যায় গড়াগড়ি
এমন সময় মাদার গেল সুলতান বাদশার বাড়ি।

দরজায় যেয়ে ফকির ছাড়িল জিকির
জোড় হাতে বাদশা হইল হাজির।
ফকির বলে যেমন ভিক্ষা আসি গেলাম পেয়ে
ভবের উপর থাক বাবা তুই চিরজীবী হয়ে।

বজায় থাক তোরা সবে বজায় থাক তোর কোঠা
আর এক দোয়া দিলাম বাবা সুখে থাক তোর বেটা।

বাদশা বলে ফকির বাবা তোমায় বলে দি
ভিক্ষা মেগে খেতো আইছো দোয়াতে কাজ কি ?
দোয়া মোরে দিয়াছিলো পরওয়ারদেগার
দৈবযোগে আমার বাড়ি হইয়াছে আঁধার।

দোয়া মোরে দিয়াছিলে খোদার দোস্ত গতি
আমার চেরাগ পোড়া তেল থাকিতে নিভে গেছে বাতি।

মাদার বলে আমি হই যে বরকতের ছেলে
নিভে গেছে তেলের বাতি আমি দিচ্ছে জ্বেলে।

এই বলে মাদার আউলে যোগেতে বসিল
মা মা বলিয়া মাদার কাঁদিতে লাগিল।
মাদারের কান্না শুনে বরকত আসিল
গুপ্ত বেশে মাদারেরে এসে দেখা দিল।

বরকত বলে রে বাবা দমের মাদার মণি
কি জন্য ডেকেছ বাবা তাহা বল শুনি।
মাদার বলে মা জননী আমার কথা লও
এনেছি কাঙ্গালের রতন ধরে লয়ে যাও।

বরকত বলে শুন বাবা দমের মাদার মণি
জলদি করে আনো বাবা এক পেয়ালা পানি।
মায়ের আদেশ পেয়ে মাদার পানি এনে দিল।
মাতা আতসের খরের নাস পড়ে ফুঁক দিল।

বাঁচিয়া উঠল নেকতন বাদশা বাঁচিয়া উঠিল
বরকতের ভাবেতে মোমিন আল্লা আল্লা বল।

উদ্ধার পর্ব জারী গান

দশই মহরম চাঁদ আকাশে উদয়
পূর্ণিমার চাঁদ হোসেন আলীর অস্তাচলে যায়।
সেনা-সৈন্য একে একে হইল নিধন
কেবল মাত্র বেঁচে আছে জয়নাল আবেদীন।

সাত শত আওরাত তারা বন্দী কারাগারে
দানার জ্বালায় পানির জ্বালায় হাহাকার করে।
জয়নালের কান্দনে কাঁদে হুর ফেরেস্তাগণ
দেব-দেবী কাঁদে আরও দেব হুতাশন।

ফুলের কাননে কাঁদে নানাজাতি ফুল
ফুলে ফুলে বসে কাদে যত অলিকুল।
কাদিতে কাঁদিতে জয়নাল অস্থির হইল
ছালেমা ধরিয়ে তারে বুঝাতে লাগিল।

কেঁদনা কেঁদনা যাদু জয়নাল আমার
খোদাতালার খেলা ভবে আসা যাওয়া সার।
হুকুমে এসেছ ভবে তলবে যাইবে
কার জন্যে এত কান্না কাঁদিতে হইবে।

আখেরাতের কান্না কাঁদ ওরে বাছাধন
ঐ দেখ আঁধারের শেষে আলোকের রওশন।
জয়নাল বলে এই পৃথিবীতে আর কি জ্বলবে বাতি
দুনিয়ায় আর কে হইবে আমার দুঃখের সাথী।

কে এমন দরদী আছে দুনিয়ার উপরে
দুদিনকালে দাড়াব আমি যেয়ে তার ধারে।

ছালেমা বলে রে বাবা পড়িয়াছে মনে
এখান হতে অনেক দূরে শুন তাহার থানে।

কেঁদনা কেঁদনা আমার জয়নাল যাদু-বাছা
আম্বাজ শহরে আছে তোমার এক চাচা।
বেঁচে যদি থাকে সে আর সংবাদ যদি পায়
নিশ্চই আসিবে ফিরে শহর মদিনায়।

শিহরিয়া আসিবে ফিরে শহর মদিনায়
শিহরিয়া করে বহে ছুটি আঁখির পানি।
চাচা বলে ছুনিয়ায় কেউ যদি মোর থাকিত
তবে তো চাচা আমার চলিয়া আসিত।

স্বপনে বলে রে বাবা পড়িয়াছে মনে
এখান হতে অনেক দূর শুন তাহার মানে।
তেজর নামেতে বাদশাহ আম্বাজ ধামেতে
তাহার একটি কন্যা ছিল হনুফা নামেতে।

রূপে-গুণে সুশোভিত যেন মণিময়
দেখিলে তাহার রূপ হুর লজ্জা পায়।
কুওতের হদ্দ আল্লাহু দিয়াছিল তারে
আওরত হইয়া বাদশাই করে মুল্লুকের পরে।

দেব-দেবী পূজা করে চেনেনা আল্লাহরে
কুফরী করিত সদা ছুনিয়ার উপরে।
এক রোজ মর্তজা আলী বাধিয়া কোমর
কুফর তুড়িতে গেল আম্বাজ শহর।

সেখানে হনুফার সনে লড়াই করিয়া
লড়াইতে হনুফা হারে করে তারে বিয়া।
সেই মর্তজার ঔরসে আর হনুফার গর্ভে
জন্ম হইল পুত্র হানিফা নামেতে।

আম্বাজ নগরে তারে দিয়ে রাজ্যভার
দাদাজী আসিল ফিরে মক্কাতে তোমার।
তার কাছে লিখ লিখন জানাও হকিকত
এখান হতে আম্বাজ শহরে ছয় মাইনার পথ।

জয়নাল শুনিয়া বলে ছালে মাহ্দকারি
দোয়াত কলম খাতা আন লিখ খতগীরি।
প্রথমে লিখন লেখে জঙ্গী বাদশাহর
নামাজ পড়তে গেলেন আলী বায়তুল্লাহর ঘর।

নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন বায়তুল্লাহর ঘরে
সেখানে লান্নতি কুফর খুন করিল তারে।
তার জেরে লিখন লেখে নবীজির মওত
তেষট্টি বৎসরে নবী পাইলেন ওফাত।

মোছলেম ছিল মরিল পেয়ে ইমাম শোক
আরিক শরীক মারা গেছে তার দুটি বালক।
হাসান-হোসেন গেছেন মারা আর তো কেহ নাই
একা আমি আছি জ্যাতা কিন্তু আশা নাই।

সাত শত আওরত তারা বন্দী কারাগারে
দানার জ্বালায় পানির জ্বালায় হাহাকার করে।
রাখছে ঘিরে কয়েদ করে পিঞ্জিরার পাখি
কখন যেন প্রাণে মারে এজিদা পাতকী।

লিখে যত হকিকত পরওয়ানা করলো খাম
বাইর নামাতে লিখে দিল হানিফা বীরের নাম।
লিখে পড়ে হাই ছেড়ে কেঁদে ওঠে পুরী
কাসেদ ডেকে সুখী রেখে করে নিয়দারী।

নেমকের কাম কর যাহু বাঁচি কিবা মরি
তিন পুরুষের আমাদের করছ কাসেদগিরি।

কাসেদ বলে পানা তবে শুন বাদশাজী
আমি যাব তোমার কাজে এনাম দিবে কি ?

জগনাল বলে এনাম দিবে নেক-বরকত মা
মওত পরে বেহেস্তে যাবা হিসাব লাগবে না।
কাশেদ বলে পানা তবে এমন যদি হয়
দাও খতখান মাথায় করি যা করে খোদায়।

দূর করলো ইসলামী পোষাক সার করে কৌপীন
সকালে বৈকালে চলে ভেবে আলামীন।
দিবা রাতে চলে কাসেদ দেলে হইয়া খুশি
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে যাই গয়া কাশী।

তোমরা কেহ দেখতে যাবা ঠাকুর জগন্নাথ
ভিন্ন বিচার নাই তার বাজারে বিকায় ভাত।
কড়ি দিনা কিনে খাবা মহা প্রসাদ বলে
দায় ঠেকিয়া মিথ্যা বলে কাসেদ গেল চলে।

নদ-নদী পার হইয়া গেল অনেক দূর
সম্মুখে দেখিল এক অকুল সমুদ্দুর।
কিনারায় বসিয়া কাসেদ কেঁদে জারে জার
খেওয়া নাই কাণ্ডারী নাই কেমনে হবো পার।

রাছুলুল্লার নামে জান করিব নেছার
ঝাঁপ দিয়া মরিব আল্লা দরিয়ার মাঝার।
ভেবে চিন্তে কাসেদ তখন পৈল দরিয়ার মধ্যেতে
ফালগুন নদী চর পড়িল আল্লাজির কুদরতে।

পোল বন্দি হল দরে শুকালো সাগর
আড়াই রোজ হাঁটিয়া গেল বেয়াবন নগর।
এয়ছা বন সৃজিয়ে দিয়াছেন বারিতালা
তিন প্রহরের পথ নিয়ে হারে মেঘের কালা।

সেই বনে যেয়ে কাসেদ পথের পায় না দিশে
কাঁদতে লাগলো ছালে-মাউন দেরাক তলে বসে।
আল্লাহ বলে ও জিবরিল যাও মেলা দিয়া
পথ হারায়ে কাঁদে কাসেদ দাও গো দেখাইয়া।

ইহা শুনে জিবরিল গমন করিল
কাসেদের মন বুঝিবারে বাঘ রূপ হইল।
হ'ল বাঘ দারুণ রাগ তার সামনে হ'ল খাড়া
কাসেদ বলে দোহাই বাঘ ক্ষণেক মাত্র দাঁড়া।

আমায় খাবি নিষ্ঠুর বাঘ তাতে নাই দায়
জয়নালের চিঠি দেখ বাঘ আমার মাথায়।
আম্বাজে হানিফার কাছে চিঠিখানা দিয়ে
পূনর্বার আসিব ফিরে এই পথ দিয়ে।

সেই সময় ধরে খেও না করিব মানা
দুঃখের খবর দেওয়ার আগে আমাকে খেওনা।
ইহা শুনে জিবরিলের উপজিল মায়া
বাঘরূপ ছাড়িয়া হইল মানুষের কায়া।

সাবাস জয়নালের কাসেদ সাবাস রে তোর হিয়া
চলো যাই আম্বাজ শহর দিব দেখাইয়া।
বুঝে সুঝে ঘাসতন তার গলায় গলায় মেলে
বনের যত পশু-পাখি আল্লা আল্লা বলে।

জিবরিলের সাথে কাসেদ পথে করে মেলা
কে বুঝিতে পারে আমার এলাহির খেলা।
সাত রাত সাত দিন নাই জোয়ার ভাটা
পরদিন প্রভাতে দেখে হানিফার কোঠা।

জিবরিল বলে হানিফার বাড়ী দেখা যাচ্ছে ঐ
তুমি যাও একা এখন আমি বিদায় হই।

বলে কয়ে বিদায় হল জিবরিল গুণধাম
এক প্রহরের পথ থাকিতে হইল নিশাবসান।

হানিফ হত নিদ্রাগত পালঙ্কেতে থেকে
জাগিয়া উঠিল একটি কুস্বপ্ন দেখে।
ভরিয়া মানিক্যের ভরা শুদ্ধ সোনাময়
আচম্বিতে জাহাজ তাহার ডুবল দরিয়ায়।

জাগিয়া উঠিল হানিফ নজুম ডেকে কয়
স্বপনের বিবরণ কিছু বল হে আমায়।
কেহ বলে বাদশা নামদার শুন আমার বাণী
আপন দেখলে পর হয় খোয়াবে তা জানি।

কেহ বলে বাদশাহ নামদার বলি আপনার কাছে
কোন দেশের দরদী বন্ধু বিপদে পড়েছে।
কেহ বলে বাদশাহ নামদার বলি আপনার ঠাঁই
এই স্বপ্ন দেখে যাহার মরে জোড়ের ভাই।

এই রূপ বলা কওয়া এক প্রহর হল
এমন সময় কাসেদ গিয়ে খাড়া দরজায়।
জয়নালের লিখন দিল হানিফ বীরের ঠাঁই
পড়ে দেখ মারা গেছে হাসান হোসেন ভাই।

ভাইয়ের শোকেতে হানিফ বেকারার হইল
৭০ পর্দা গায়ের জামা ফাড়িয়া ঢালিল।
অচেতন হয়ে বসে হানিফ খাকের উপরে
ডাক দিয়া কহিছে কথা ভাই বেরাদারে।

বিচ্ছেদের ধুয়া

হানিফ বলে ওরে গাজী আমার ভাই
তোমরা লস্করসহ সাজাও ঘোড়া আম্বাজ হইতে চলে যাই
দামেস্কেতে করিতে লড়াই
কাফের বংশ করব ধ্বংস গো
যদি আমায় বাঁচায় মালেক সাঁই।

বড় ইমামকে জহরে শহিদ করেছে
কারবালাতে হোসেন ভাইকে শীমার মারিয়া ফেলেছে
শুনে জীবন দগ্ধ হইতেছে
আরও সাত শত আওরত জয়নাল আবেদীনকে
বানাইয়ে বন্দী রেখেছে।

সোনার মদিনা খালি পড়ে রয়েছে
সোনার যাদু জয়নাল বন্দীখানায় দামেস্কেতে রয়েছে
এজিদ কত কষ্ট দিতেছে
সেই সংবাদ শুনে আমার
দুঃখে জীবন দগ্ধ হইতেছে।

রজনী প্রভাত হইল, হইল ফজর
ওজুর পানি এনেছিল গোলাম ও নফর।
ওজু করে রুজু হয়ে নামাজে বসিল
হস্ত জুড়ে মোনাজাত করিতে লাগিল।

ওগো আল্লাহ বারিতালা পাক-পরওয়ার
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য আছে কার।
বিপদে আপদে তুমি হানিফার কাণ্ডারী
তুমি যাহার সখা তাহার চলে অচল তরী।

অধমের মোনাজাত করিও কবুল
মদদ যেন থাকে প্রিয় মুহাম্মাদ রছুল।
নিখিল ইসলামের বাতি সহ্য নাহি হয়
ভাইয়ের শোকেতে আমার ছাতি ফেটে যায়।

আমার ভাইকে মেরেছে জহরে কহরে
আমি কেন বেঁচে আছি আম্বাজ শহরে।
দেখিব সে এজিদ পাপী ক্যায়ছা জোর ধরে
এখনি পাঠাব তারে শমন নগরে।

তবলাদারে হুকুম করে ঢাকে দিল বাড়ি
সৈন্য সামন্ত এসে মিলিল কাচারী।
সাজ সৈন্য বলে হানিফ নিশান উড়াইল
নওজোয়ান আম্বাজী ছেপাই সাজিয়া আসিল।
অশ্বারোহী পদাতিক আরও গোলন্দাজ
লক্ষ লক্ষ সেজে এলো ছেপাই তীরন্দাজ।
হানিফার অষ্ট ভাই যে যেখানে ছিল
সংবাদ পাইয়া সবে সাজিয়া আসিল।

ওমর আলী তালেব আলী আলী আকবর
মোসহাব কাক্কা আক্কেল আলী ইব্রাহিম ওস্তর।
তোগান তুরকী ছেপাই বে করে সুমার
এরাকী ফিরিঙ্গি কত চোগেন্দা হাজার।

লক্ষ লক্ষ সেনা সহ করে অভিযান
জয় নাদে কম্পিত হল জমিন আসমান।
এক বীরের ধ্বনি ওঠে হাজার হাজার
তিলে তিলে পলে পলে আল্লাহু আকবর।

উপনীত হইল হানিফ ইরাকের ময়দানে
শিবির করিয়া হানিফ রইল সেখানে।
হানিফ বলে শুন ভাই আলী আকবর
তোমরা সবে থাক হেথা ভেবে করতার।

মদিনাতে যাবো আমার নানাজির রওজায়
জিয়ারত করিব আমার প্রাণে ইহা চায়।
এই বলে হানিফ গেল মদিনা শহর
জেয়ারত করিল যেয়ে নানাজির কবর।

নানাজীর কবরখানা জেয়ারত করিয়া
শিবিরে আসিয়া হানিফ রইল ঘুমাইয়া।
ঘুমায়ে রহিল হানিফ হয়ে অচেতন
কে যেন আসিয়া তারে দেখাল স্বপন।

কোন বা সুখে আছ হানিফ মদিনা শহরে
তোমার সোনার জয়নাল বন্দী আছে এজিদ কারাগারে।
শত শত আওরত সহ বন্দী কারাগারে
দানার জ্বালায় পানির জ্বালায় হাহাকার করে।

দানা--পানির জ্বালায় তাদের শুকালো জীবন
দিনান্তে দেয় শুষ্ক রুটি এক পেয়ালা পানি করিতে পান।
তুমি সেথা গমন কর সেনা-সৈন্য লয়ে
কারাবাসী মুক্ত কর এজিদকে মারিয়ে।

স্বপন দেখিয়া হানিফ জাগিয়া উঠিল
খোদার দরবারে এই মোনাজাত করিল।
ওগো আল্লা বারিতালা পাক–পরোয়ার
কে বুঝিতে পারে আল্লা মহিমা তোমার।

দূর করে দাও আমার মনের অন্ধকার
প্রাণ-পাখি উঠুক জেগে মারিয়া হুংকার।
পিতা মোর শেরে খোদা আল্লাহর হায়দর
তাহার ঔরসে জন্ম হইয়াছে আমার।

আমি কি রাইব বসে কাপুরুষের মত
দেখিব মাবিয়ার পুত্র শক্তি ধরে কত।
ঘরেদি বান্দির বাচ্চা এজিদ কুলাঙ্গার
তার হাতে সোনার পালকী হইয়াছে সংহার।

সহস্র ধমনী আমার উঠিল রাগিয়া
কোটি কোটি গ্রহতারা আকাশে থাকিয়া।
দেখা যাক হানিফার অসি ছুটে যায় কেমন
কোথা মোর ইরাকী ঘোড়া কর হে সাজন।

ভাইয়ের শোকেতে যেন পাগল হইয়া যায়
এমন সময় মোসহাব কাক্কা ছালাম জানায়।
অনুমতি কর ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া
বোলায় এজিদ সিদি দেখে আসি গিয়া।

শেষে মো কাক্কার সঙ্গে সৈনিক পাঠিতে
নবী বংশের রক্তের সাথে মিলন হইতে।
হানিফ বলে যাও তোমারে সঁপিলাম আল্লাহরে
কিন্তু অস্ত্র ধরিওনা দেখিলে এজিদারে।

এজিদের সঙ্গে আমি নিজে যুদ্ধ দিব
তাহে হারা শোকের আগুন নিবারণ করিব।
ভাইয়ের আজ্ঞা মোসহাব কাক্কা শির ধার্য করে
ময়দানেতে উপনীত মরদানা ভরে।

মহা নাদে যুদ্ধ ভেরী বাজিয়া উঠিল
সিংহাসনে বসে এজিদ শুনিতে পাইল।
এজিদ বলে মন্ত্রিবর একি সমাচার
রণভেরী বাজে কেন ময়দানে আমার।

মারওয়ান বলে গো বাদশাহ বলি আপনার ঠাঁই
মনে হয় আসিয়াছে ইমামের ভাই।
মুহম্মদ হানিফা নাম আম্বাজ শহরে
ইমামের বৈমাত্রেয় ভাই বিদিত সংসারে।

তা হউক কর্তব্যেতে হতে হবে প্রবেশ
ত্বরা করে করতে হবে সেনা সমাবেশ।
সাজ সৈন্য বলে মন্ত্রী নিশান উড়াইল
নওজোয়ান একলক্ষ সেনা সাজিয়া চলিল।

দুই দলে মোকাবেলা হল ময়দানেতে
চলিল মোসহাব কাক্কা অসি লয়ে হাতে।
হাঁকিল হায়দরী হাঁক ময়দান মাঝারে
যারে পায় পাঠায় তারে যমের দুয়ারে।

সম্মুখে পিছনে কাটে ডাহিন বামেতে
ঠমক লাগিয়া গেল কাক্কার রণেতে।
দিবা অবসান হল সন্ধ্যার আগমন
বাজিল বাহুরী ডঙ্কা ক্ষান্ত হল রণ।

ইসলামের জয় পতাকা আকাশে উড়িল
আল্লাহ আল্লাহ বলে কাক্কা শিবিরেতে গেল।
দেখিয়া কাক্কার যুদ্ধ নাস্ত মারওয়ান
চিন্তিত হইল বড় হইল পেরেশান।

এজিদ বলে বন্ধুগণ ভাব কি লাগিয়া
আগামী দিন যাব যুদ্ধে দ্বিগুণ সেনা লইয়া।
সেনাপতি হইয়া আমি নিজে যুদ্ধে যাব
কেমন বল বীরে হানিফ দেখিয়া আসিব।

পরদিন প্রভাতে এজিদ নিশান উড়াইয়া
ময়দানেতে উপনীত মহা নাদ করিয়া।
বাজিয়া উঠিল ভেরী গম্ভীর আওয়াজে
ধাঁধা ধানসা বাজে ময়দানো মাঝে।

রণবাদ্য শুনে হানিফ ভাবে মনে মনে
কাহাকে পাঠাবে। আমি অদ্যকার রণে।
এমন সময় ওমর আলী সু-সজ্জিত হইয়া
কহিতে লাগিল কথা ছালাম জানাইয়া।

অনুমতি কর ভ্রাতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া
কেয়ছা জোর এজিদ গিধির দেখে আসি গিয়া।

হানিফ বলে ওমর আলী শুন দিয়া মন
একটি কথা তুমি আমার রাখিও স্মরণ।

কাটিয়া ডালিবা ছোয়ার যত খারিজিরে
কিন্তু অস্ত্র ধরিও না দেখলে এজিদেরে।
এজিদের সঙ্গে আমি নিজে যুদ্ধ দিব
ভাই হারা শোকের আগুন নির্বাণ করিব।

ভাইয়ের আজ্ঞা ওমর আলী শিরোধার্য করে
ময়দানেতে প্রবেশিল মহাদর্প করে।
নানা রঙে বাদ্য বাজে যুদ্ধের বাজন
সারঙ্গ সেতার বাজায় বাদ্যকারগণ।

ভেউর কর্ণেট বাজে আরো বাজে কাশি
খোল, মাদোল, রণশিঙা, শঙ্খ, মোহন বাঁশী।
ঢাম-ছুম ধাম-ধুম শব্দ প্রকাশিল
ময়দানের মাঝে যেন ভূমিকম্প হইল।

আসমান জমিন কাঁপে শুনে বাদ্য ধ্বনি
ওমরের পদভারে কাঁপিছে মেদিনী।
ওমরকে দেখিয়া এজিদ মনে মনে ভাবে
এই বুঝি মুহাম্মদ হানিফা হইবে।

নিকটে যেয়ে তারে জিজ্ঞাসিল নাম
কি নাম কোথায় ধাম ওহে গুণধাম।
ওমর আলী বলে আমি তোমাকে জানাই
যুদ্ধে আসিছি হেথা নাই পরিচয়ের বালাই।

যুদ্ধে ভাই এসেছি আমরা যুদ্ধ করিবারে
জয়নালকে উদ্ধার করে ধরবো এজিদেরে।
কে তুমি বিদেশী ছেপাই আমার কথা লও
মায়ের কোলের ছেলে তুমি মায়ের কোলে যাও।

বল গিয়ে তোমার বাদশাহ এজিদের ঠাঁই
রণক্ষেত্রে আসিয়াছে হানিফার ভাই।
হাসিয়া উঠিল এজিদ ওমরের কথায়
চেন কি এজিদে তুমি দেখেছ কোথায় ?

আমার নাম এজিদ আমি তোমার কাল
বেয়াদবী কর যদি যাবা রসাতল।
ওমর বলে তুমি কি সেই মাবিয়ার নন্দন
যার পিতার বুকের পরে মোর পিতার আসন।

যার পিতার পুরুষাঙ্গে হইল দারুণ ব্যাধি
দুনিয়া খুঁজিয়া যাহার না মেলে ঔষধি।
আমার নানা নূরনবী হাবিবে খোদার
দোয়া করে বাঁচাইল পিতাকে যাহার।

রসরঙ্গে নারীর সঙ্গে বিহার করিয়া
তবে সে লিঙ্গের ব্যাধি যায় আরগ্য হইয়া।
তাই শুনিয়া বাজারেতে যায় তাড়াতাড়ি
খরিদ করে আনে আশি বছরের বুড়ি।

সেই বুড়ির সঙ্গে মাবিয়ার মিলন হইল
সেই কুক্ষণে এজিদা তোর জন্ম হইয়াছিল।
সেই গর্ভে জন্ম তোমার বান্দির কুমার
আজ তুমি দামেস্কেতে ভারী মাতুব্বর।

এজিদ বলে রে শিশু তোর কথায় জ্বলে গা
যুদ্ধ করবি ধর অস্ত্র নইলে ফিরে যা।
ওমর আলী বলে আমি তোমাকে জানাই
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভাইয়ের আজ্ঞা নাই।

আসবার কালে ভাই আমাকে করেছিলেন মানা
এজিদকে দেখিলে কভু অস্ত্র ধরিও না।
ভ্রাতৃ আজ্ঞা লংঘন করা জানি মহা পাপ
আজ তুমি গেলে বেঁচে মনে রইলো তাপ।

এজিদ বলে বুঝেছি তোর মনের অভিপ্রায়
আমাকে দেখিয়া তোমার লাগছে বুঝি ভয়।
সেইজন্য এদিক ওদিক নানা কথা কয়ে
ফাঁকি-বাজি করে তুমি যেতে চাও বাঁচিয়ে।

কালের কবল হতে যদি বাঁচার আশা কর
সম্রাট বলিয়া তোমার মাথা নত কর।
ওমর আলী বলে তুমি ধন্য এ সংসারে
দামী কথা বলিলে বেশ নবী বংশের ধারে।

হস্তির আম্বুরা উড়াও গর্দভের উপরে
শয়তানের তেজারতি বেহেস্ত মাঝারে।
কভু না সম্ভবে তুমি জানিও অন্তরে
ওমর আলী ক্ষমা চাবে না কাফেরের তরে।

এজিদ বলে তোমাদের কথার এমনি ধারা
এই করে নবীবংশ হল সবহারা।
ধর আমার অসির আঘাত এইবার রক্ষা কর
জানিবে শমন আজ আসিয়াছে তোর।

এই বলে অতি জোরে তলোয়ার খোঁচিল
বক্ষের ওপরে ওমর রদ করে দিল।
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল ময়দান মাঝার
ওমর আলী লড়ে যেন প্রমত্তর কুঞ্জর।

কত সৈন্য মারা গেল ওমরের হাতে
কোনরূপ এজিদ পাপী নাহি পায় ফতে।
বিপাক বুঝিয়া এজিদ সাইরেন বাজাইল
চারি তরফ হতে ফাঁসি পড়িতে লাগিল।

ফাঁসে ফাঁসে ওমর আলী হইল বন্ধন
মাটিতে রইল পড়ে মরার মতন।
ধরাধরি করে সবে শিবিরেতে নিল
কাফের দিগের জয়ভেরী বাজিয়া উঠিল।

দিবা অবসান হল সন্ধ্যার আগমন
ওমরকে না দেখে হানিফ ভাবে মনে মন।
কাফেরের হাতে ভাই যাবে নাকি মারা
কপালে কি এই ছিল ভাই হারা।

ওগো আল্লা বারিতালা কে বোঝে তোর সান
এই মহা বিপদ হতে কর হে আছান।
ওগো আল্লা বারিতালা দীনবন্ধু সাঁই
জয়নাল উদ্ধার করতে এসে হারাইলাম ভাই।

দুঃখের উপর দুঃখ আমার বিধাতা বৈমুখ
চারণ কবি মোসলেম বলে পিছে আছে সুখ।
দিনমণি উদয় হলো আসমান উপরে
এজিদ পাপী ভর দিল তক্তের উপরে।

মারোয়ানকে ডেকে বলে শোন মারোয়ান
এখনি নেকালো বন্দী ওমরের জান।
মারোয়ান কয় বন্দী মৎস্য মারতে কতক্ষণ
অস্ত্রাঘাতে করবো না এ ওমরকে নিধন।

যেমন অসৎ তেমনি কর্ম করিব এখন
শূলের পর চড়াইয়া উহার বধিব জীবন।
কারাগারের সামনেতে শূলক্ষেত্র হবে
নগরে নগরে এই সমাচার জানাবে।

কারাগারের দ্বার খুলে রাখিবে সেইক্ষণ
ঘরে বসে দেখবে সবে ওমরের মরণ।
ওমরের মরণ দেখে মনে পেয়ে ভয়
বশ্যতা স্বীকার করে ধরবে এসে পায়।

এজিদ বলে বেশ কথা কোন আপত্তি নাই
আগামীকাল প্রভাতে ওর প্রাণ লওয়া চাই।
এই বলে গর্বভরে এজিদ গেল ঘরে
পরদিন প্রভাতে সাড়া পড়িল নগরে।

চলো চলো দেখতে চলো ওমরের শূল
বাতাস পেয়ে নদীর জল করে কুলকুল।
কারাগারের দ্বার খোলা দেখিতে পাইয়া
ঘরের বাহির হইল জয়নাল বিসমিল্লা বলিয়া।

চাচাজানের মৃত্যু দেখতে শূল ক্ষেত্রে গেল
ওমরকে দেখিয়া জয়নাল বুঝিতে পারিল।
চোখে চোখে মিলন হইয়া চাহিয়া রহিল
বলিতে না পারে কথা কাঁদিতে লাগিল।

বুক ফুলায়ে কাঁদে জয়নাল চাচার দিকে চেয়ে
দরিয়ার মীন কুম্ভির উঠিল ভাসিয়ে।
ফুলের বাগিচায় কান্দে নানাজাতি ফুল
ফুলেফুলে বসে কান্দে যত অলিকুল।

জীব-জানোয়ার কান্দে নাহি কয় কথা
গাছে কান্দে শুক-সারি আরো ময়না তোতা।
নদ-নদী সাগর গিরি কান্দে নীরব সুরে
আল্লা যারে রাখে তারে কে মারিতে পারে।

চারণ কবি মোসলেম বলে চিন্তা সাগর কুলে
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল যেওনা কেউ ভুলে।
ভাই ভাই বলিয়া হানিফ কেঁদে আকুল হয়
আক্কেল আলী এমন সময় হানিফাকে কয়।

অনুমতি করেন যদি আমার উপরে
ফিকির করে ভাইকে আমার আনি মুক্ত করে।
হানিফ বলে যাও তোমারে সঁপিলাম আল্লাহরে
উপায় করে ওমরেরে আন মুক্ত করে।

ইহা শুনে আক্কেল আলী গমন করিল
ছদ্মবেশে এজিদের দলে মিশে গেল।
আক্কেল আলী নাম ধরে অতি গুণধাম
এজিদের দলে নাম দিল বাহরাম।

মারোয়ানের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করে
চাকরী করতে আসিয়াছি আপনার দরবারে।
ত্রিভুবনে সকল খানে ঘুরিয়া বেড়াই
সমান মত শক্তিমান কোথাও না পাই।

পালোয়ান করিয়ে তারে খাসেতে রাখিল
দিনে দিনে পালোয়ানের কাজ বাড়িতে লাগিল।
কুস্তির পালোয়ান হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়
ঘিয়ে ভাজা পাঠার মাংস রোজ দু'বেলা খায়।

দিনমণি উদয় হইল আচমান উপরে
এজিদ যাইয়া বসিলেন সিংহাসন পরে।
মারোয়ানকে ডেকে বলে আমার কথা লও
এখুনি ওমরকে ধরে শুলের পর চড়াও।

হুকুম পেয়ে চললো ধেয়ে যত পালোয়ান
ওমর আলীর কাছে গিয়ে হইল দণ্ডায়মান।

চারিদিকে দুশমন খাড়া ওমর দেখিল
মনে মনে আল্লার কাছে পানা যে মাগিল।
কুদরত কামাল তুমি জলিল জব্বার
ডুবায়ে ভাসাতে পারো মহিমা তোমার।

নূহকে করিলে রক্ষা বিশাল তুফানে
খলিলকে করিলে রক্ষা নমরুদের আগুনে।
ইউসুফকে করিলে রক্ষা অন্ধকার কূয়ায়
ইউনুস নবী মাছের পেটে চল্লিশ রোজ রয়।

মুছাকে বাঁচালেন আল্লাহ নীল দরিয়া হতে
আমাকে আজ কর নাজাত রছুলের দোয়াতে।
এইরূপে পানা মাগো আল্লার দরগায়
হাওয়াকে ডাকিয়া আল্লা এই কথা কয়।

আল্লা বলে হাওয়া তুমি আমার কথা লও
পৃথিবীর ভার লয়ে ওমরের গায়ে দাও।
ইহা শুনে হাওয়া তখন গমন করিল
পৃথিবীর ভার লয়ে ওমরের গায়ে দিল।

মাটিতে রহিল ওমর হইয়া পাষাণ
উঠাতে পরাস্ত হইল যতো পালোয়ান।
বিমুখ হইয়া সবে ফিরিয়া আসিল
মারোয়ানের কাছে গিয়ে সমাচার জানালো।

এই কথা যখোন শোনে দুষ্ট মারোয়ান
গোস্বাভরে ডেকে বলে কোথা বাহরাম।
বাহরাম বাহরাম বলে ডাকিতে লাগিল
ছদ্মবেশী আক্কেল আলী হাজির হইল।

মারোয়ান কয় হে বাহরাম আমার কথা লও
ওমরকে ধরিয়া তুমি শূলের পর চড়াও।
বাহরাম কয় একা আমি উহার কাছে যাব
একটি যাদুমন্ত্র জানি উহার কানে কানে দিব।

মন্ত্র জোরে উঠে যাবে শূলের উপরে
দেখিব যে ওমর আলী ক্যায়ছা জোর ধরে।

এই বলিয়া বাহরাম তার নিকটে গেল
কানে কানে ওমরকে সে কহিতে লাগিল।
আমার নামটি আক্কেল আলী শান্ত থাক তুমি
তোমার মুক্তি করিবারে আসিয়াছি আমি।

তোমার হাতের বন্ধন খুলে যখন করিব ইশারা
আল্লাহ্ বলেন তখন তুমি হইও খাড়া।
দুই ভাই একত্র হয়ে তলোয়ার ধরিব
কাটিয়া এজিদের সেনা দোজখে ঢালিব।

এই বলে আক্কেল আলী দূরে সরে যায়
গরম মেজাজ করে তখন ওমরেরে কয় :
আজ তোমার মরণের দিন আমার কথা লও
জন্মের মত খানা খেয়ে বিদায় হয়ে যাও।

কি খানা খাইবে তুমি বল আমার কাছে
তোমার আশা পূর্ণ করবো এই আশা আছে।
ওমর আলী বলে হুজুর জানাই দণ্ডবাৎ
আজ এগারো দিন বন্ধ আছে আমার দুটি হাত।

হাত তুলে মোনাজাত করি এমন শক্তি নাই
খুলে দাও মোর হাতের বন্ধন খানা নাহি চাই।
চাইনা দানা চাইনা খানা তোমার কাছে কই
খুলে দাও মোর হাতের বন্ধন নামাজ পড়ে লই।

মারোয়ান বলে বাহরাম আমার কথা লও
আমরা তো নিকটে আছি বন্ধন খুলে দাও।
এই কথা শুনিয়া বাহরাম তার নিকটে গেল
বিছমিল্লা বলে হাতের বন্ধন খুলে দিল।

মুক্ত হইয়া ওমর আলী নামাজে বসিল
জল বিহনে মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করে নিল।
নামাজ পড়ে ওমর আলী ছালাম ফিরায়
ডাইনে বামে কত সৈন্য দেখিবার পায়।

আক্কেল আলী বলে ভাই আর দেরী কর্‌ছ কেন
ধর খড়গ মার কাফের আমার কথ শুন।
দক্ষিণে আবদুল্লা জেয়াদ অসি হাতে ছিল
এক লম্ফ দিয়ে তার অসি কেড়ে নিলো।

সংগে সংগে ছের কেটে জমিনে ফেলিল।
ছের হাতে ওমর আলী ঘুরিতে লাগিল।

দুই ভাই একত্র হইয়া চলিল কাটিয়া
রণক্ষেত্রে লহু নদী দিল বহাইয়া।

কারো বা ধরিয়া ভুমে মারে এক আছাড়
জমিনেতে ফেলে কারো চূর্ণ করে হাড়।
কিল গুতা খেয়ে কারো চক্ষু হলো কানা
কেহ বলে হুজুর আমি আর যুদ্ধ করব না।

ছেড়ে দাও আজ্ঞ মাথায় করে পাপের জুতা বইব
কলেমা পড়িয়া আমরা মুসলমান হইব।
এইরূপে তামাম সৈন্য করে ফেলে ক্ষয়
ওমর আলী মুক্ত হয়ে শিবিরেতে যায়।
ইসলামের জয় পতাকা আকাশে উড়িল
তকবিরের ধ্বনিতে ধরা মুখরিত হল।
ওমর আলী মুক্ত হয়ে শিবিরেতে যায়
এজিদ পাপী চেয়ে দেখে বসে দোতালায়।

মারোয়ানকে ডেকে বলে কি করিতে কি হল
চোখে ধুলা দিয়ে ওমর মুক্ত হয়ে গেল।
এজিদ বলে মন্ত্রীবর উপায় কি আর হবে
মারোয়ান কয় নিশ্চয় ইয়ার সন্ধান করতে হবে।

এইরূপে বলা কওয়া কতক সময় হয়
এমন সময় একজন আসিয়া সমাচার জানায়।
কারাগারের দ্বার খোলা সবাই কান্না করে
জয়নাল আবেদীন নাই সে কারাগার ভিতরে।

আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে এজিদার মাথায়
সময় হইলে মন্দ এই রূপই হয়।
পাকা বাড়ি পোড়ে যায় ছুটে টানি চুন
লোহার করাতে তার লেগে যায় ঘুন।

তামা কাসা সোনা-রূপা আনলে মেজে ঘসে
কপাল দোষে হইয়া যায় তা তামা দস্তা শিসে।
ভাগ্য ফলে মরা গাছে ধরে ফুল ও ফল
হানিফার শিবিরের কাছে পলাইছে জয়নাল।

করুণ সুরে কাঁদে জয়নাল পাথরের পর বসে
আল্লার রহমত অমনি ধরায় নেমে আসে।
ছদ্মবেশে গমন করছে অলিদ মারোয়ান
নগরে নগরে করে জয়নালের সন্ধান।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল
হানিফার শিবিরের কাছে উপস্থিত হইল।
পাথরের পর জয়নাল আবেদিনে দেখিবারে পায়
মায়া সুরে মারোয়ান সে জয়নালকে কয়।

ওগো বালক কোথা যাবে বল না আমায়
আমার সঙ্গে এসো তোমার হইবে উপায়।
জয়নাল বলে উপায় আমার হবে পথে পথে
আর না মিশিব পোড়া মানুষের সাথে।

এক মানুষ এজিদ আমার করছে সর্বনাশ
একে একে পুরী আমার করেছে বিনাশ।
ভাই বেরাদর মারা গেছে আর তো কেহ নাই
মরণ হলে বেঁচে যাই বাকী আছে তাই।

এইরূপে কথাবার্তা কতক সময় হয়
হানিফার গুপ্তচর পেঁছিল সেথায়।
বলে কে কে তোমরা এত রাত্রে কিসের কারণ
কোথা হইতে আগমন বল বিবরণ।

মারোয়ান কয় হুজুর আমি আপনাকে জানাই
মস্কটে বিহার করি আমরা দু'টি ভাই।

চাকরীর সন্ধানে আমরা বেড়াই ঘুরে ফিরে
মনের আশা যাব হজরত হানিফার দরবারে।

এই শিশু কেবা ওকে আমি নাহি চিনি
জয়নাল বলে তোমাকে তো আমি ভাল জানি।
তোমার নাম মারোয়ান তুমি এজিদের উজির
আমাকে চিনিনে কেন আমি দুনিয়ার ফকির।

সন্দেহ করে গুপ্তচর তিন জনকে বান্দিল
বন্দীখানায় হাজতে ঘরে পুরিয়া রাখিল।
দেখিতে দেখিতে নিশি ফজর হইল
ফজরের নামাজ হানিফ আদায় করিল।

নামাজ পড়ে হানিফ মীরে দাবে দিল বাড়ি
সৈন্য সামন্ত এসে মিলিল কাচারী।
ডাক দিয়া বলে তখন গাজী বরমান
একে একে আন ধরে বন্দী তিন জন

প্রথম বন্দী অলিদেরে হাজির করিল
জবান বন্দী করে তারে জিজ্ঞাসা করিল।
কি নাম কোথা ধাম হও বা কার ছেলে
কোথা হতে আগমন সত্য বল খুলে।

সত্য বললে ছেড়ে দেব মিথ্যা বললে শূল
আমাদের এই ধর্ম বিচার করেছেন রাছুল।
অলিদ বলে শুনুন শুনুন ওগো জাহাপনা
সত্য সত্য বলব কথা মিথ্যা আর বলব না।

এজিদের সেনাপতি অলিদ আমার নাম
শত্রু-শিবির সন্ধানেতে বাহিরে এলাম।
ধরা পড়িয়াছি অদ্য যা ইচ্ছা তাই কর
রাখ মার যা ইচ্ছে তাই করিতে পার।

হানিফ বলে অলিদ তুমি মহান
সত্যবাদী পুরুষ তুমি করলাম মুক্তি দান।
দ্বিতীয় বন্দী মারোয়ানকে হাজির করিল
জবান বন্দি করতে তারে জিজ্ঞাসা করিল।

কি নাম কোথা ধাম তুমি কোথা হতে এলে
কি কারণে এসেছ তাই বল আমায় খুলে।
মারোয়ান বলে গো হুজুর আপনাকে জানাই
চাকরীর সন্ধানে আমি ঘুরিয়া বেড়াই।

মক্কটে বিহার করি বেড়াই ঘুরে ঘুরে
মনের আশা চাকুরী করবো হানিফার দরবারে।
মিথ্যা ভেবে হানিফার মনে সন্দেহ হইল
মাফ করো বলে তখন বাক্য প্রকাশিল।

তৃতীয় বন্দী জয়নালেরে হাজির করিল
কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু দরবারেতে গেল।
চন্দ্রিমা জিনিয়া রূপ অতি মনোহর
দেখিয়া জয়নালের রূপ হানিফ চমৎকার।

ভুবন ভুলানো রূপে মন-প্রাণ হরে
এক মনেতে বসে হানিফা রূপের তারিফ করে।
জয়নালের মুখের দিকে হানিফা তাকায়
হোসেন আলীর মুখের মত মুখখানি দেখায়।

এই সেই জয়নাল ইহা হানিফ মনে ভাবে
অবিচারে কেমনে বলবে যে ভাইয়ের ছেলে হবে।
হানিফ বলে ওগো ছেলে কহ সত্য বাণী
কি নাম কোথা ধাম তাই বল দেখি শুনি।

কি অভাবে বেড়াও ঘুরে ওগো বাছাধন
আমার কাছে বল আশা হইবে পুরন।
জয়নাল বলে হুজুর আমার কোন অভাব নাই
বংশে বাতি জ্বেলে দিবে এমন কেহ নাই।

ঐ যে পাপী মারোয়ানের ফেরেবের কৌশলে
একে একে পুরী আমার ভেসে গেছে জলে।
চাচাজানকে মারিয়াছে জহর পেলাইয়া
আমার আব্বাজানকে মারিয়াছে পাপী কারবালাতে নিয়া।

ভাই-বেরাদর মারা গেছে দোসর কেহ নাই
এখন এতিম হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।
শুনেছিলাম বান্ধব ছিল আম্বাজ শহরে
মহম্মদ হানিফা নাম তার বিদিত সংসারে।

আজ ছয়মাস পাঠাইয়াছি কাসেদ ফিরে নাই এলো
আজ বুঝি মোর মরণের দিন ঘনায়ে আসিল।
আমার নামটি জয়নাল আমি হোসেনের বাছা
আম্বাজ শহরে আছে আমার হানিফ চাচা।

এই কথা হানিফ আমার যখনে শুনিল
হাউ মাউ করিয়া হানিফ কাঁদিয়া উঠিল।
আয় রে কোলে আয় রে কোলে হোসেনের বাছা
তুমি আমার হারানো ধন আমি তোমার চাচা।

এই বলিয়া জয়নালেরে বক্ষে তুলে নিলো
লক্ষ লক্ষ চুম্বন তাহার বদনেতে দিল।
আর না ছেড়ে দিব আমার সোনার ময়না পাখি
হৃদয় পিঞ্জিরায় রেখে পরান ভরে দেখি।

গোস্বাভরে ডেকে বলে গাজী রহমান
ঐ পাপীকে লয়ে যাও সবে গড়ের ময়দান।
ওর অর্ধদেহ মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে
তফাত থেকে তীর বল্লম ওর অঙ্গেতে মারিবে।

আস্তে আস্তে নেকলিবে মারোয়ানের জান
দোজগের আগুনে পুড়ে মরুক ঐ শয়তান।
মারোয়ান নিধন হইল জয়নাল পায় আজাদ
মোসলেম বলে বাংলাদেশ কি বল জিন্দাবাদ।

জারীগান গুলো যাদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো :

	বিষয়	জেলা	ঠিকানা
১।	কারবালার পালা জারী	সিলেট	জনাব আবদুল মজিদ গ্রাম—দরগাহ্পুর, ডাক—বৃন্দাবনপুর, জেলা—সিলেট।
২।	হোসেন শহীদের পালা জারী	,,	,,
৩।	খতনামার পালা জারী	ঢাকা	জনাব মোঃ আছালত বয়াতী গ্রাম—কাকনা, ডাক—রামদিয়া নালী জেলা—ঢাকা।
৪।	নমরুদ বাদশার জারী	মোমেনশাহী	জনাব আগুর আলী মিয়া গ্রাম—বগাদিয়া, ডাক—কিশোরগঞ্জ জেলা—মোমেনশাহী
৫।	আদমের জারী	ঢাকা	জনাব মাথরাজ খান গ্রাম—পাইক পাড়া, ডাক—উয়াশী পাইকপাড়া জেলা—ঢাকা।
৬।	চাচা ভাতিজার জংগ	,,	জনাব নাটু বয়াতী গ্রাম—গুরাইল, ডাক—মানিকগঞ্জ জেলা—ঢাকা।
৭।	বড় এমামের জারী	,,	বয়াতী আছর উদ্দীন গ্রাম—গড়পাড়া ডাক—গড়পাড়া, জেলা—ঢাকা।
৮।	মাদার মণির জারী	,,	আলাউদ্দীন বয়াতী গ্রাম—মারিশন, ডাক—কামার পাড়া জেলা—ঢাকা।

৯।	মনছুরের জারী	ঢাকা	আবদুস সামাদ মিঞা গ্রামও ডাকঘর—কীরাট, জেলা—ঢাকা।
১০।	লক্ষমতির জারী	,,	জনাব আবদুল খালেক বয়াতী গ্রাম ও ডাকঘর—সুভাঢ্যা, জেলা—ঢাকা।
১১।	শাহজালালের জারী	,,	জনাব—আলাউদ্দীন বয়াতী গ্রাম—মারিশন, ডাক—কামার পাড়া, জেলা—ঢাকা।
১২।	শেখ ফরিদের জারী	,,	জনাব বশীর উদ্দীন সরকার গ্রাম—কাঠইমুরী. ডাক—রামদিয়ানালী, জেলা—ঢাকা।
১৩।	সাদ্দাদের জারী	,,	জনাব আবদুস সামাদ মিঞা গ্রাম ও ডাকঘর—কীরাট
১৪।	সোলেমান নবীর জারী	,,	ঐ
১৫।	নবীর কলেমার জারী	খুলনা	জনাব আজগর শিকদার গ্রাম—সারঢোন, ডাক—সাচিয়াদেহ, খুলনা
১৭।	রোস্তম সোহরাবের জারী	যশোর	জনাব মোঃ আদম আলী গ্রাম ও ডাকঘর—চরনবীপুর পাবনা
১৭।	জান চুরির জারী	,,	ঐ